জ্ঞানদীপিকা।

(আধ্যাত্মিক তত্ত্ব)

প্রথম ভাগ।



শ্রী শ্রীকণ্ঠনাথ সরকার প্রণীত।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কতীর্থ ও
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীমোহন বিদ্যারত্ন দ্বারা
অনুমোদিত।

পাবনা নববিকাশ যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণানন্দ রায় দ্বারা মুদ্রিত।

পাবনা।

সন ১৩০৩ সাল।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৪	ভদ্রলোক	ভদ্রলোক ও
২	৭	মহস্মানের	মহাস্মানের
৬	১৩	সে সকল	যে সকল
১০	২০	মুক্তিলাভ	মুক্তিলাভ ও
১৩	২৩	*	
২০	১৭	যাহার	তাঁহার
২৩	১৬	তাঁহারাও	তাঁহারা ও
২৪	৯	আপাদ	আপাত
২৪	২০	সেও	সেত
২৫	৪	ভ্রাতুষ্পুত্রটীকে	পোষ্যপুত্রটীকে
২৫	২২	চিনি	চিন
৩৬	১০	জাজ্বল্যমানরূপে	[illegible]
৩৬	২৬	শরীরের	[illegible]
৩৯	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪৭	[illegible]	না হইয়া	না হইয়াই
৪৭	২১	ব্রহ্মবার্জ্জিতা	ও ব্রহ্মবর্জ্জিত
৪৭	২৪	সৌহাদ্য	সৌহৃদ্য
৪৮	১১	প্রতিনিবৃত্ত	প্রতিনিবৃত
৫০	১৩	বনন	বর্ণন
৫৪	৯	শামসুন্দর	শ্যামসুন্দর
৫৬	২৬	পারেন	পারেন না
৫৮	৫	লোকের	লোকেরা
৫৮	১৬	অবস্থ	অবস্থা

* ১৩ পৃষ্ঠা ২৩ পংক্তিতে "পথারূঢ় হয় তাহা যেমন আমরা বুঝিতে পারি না," অশুদ্ধ। "পথারূঢ় হয় ইহাকেই সংস্কার বলে। কার্য্যকালে উহারা কিপ্রকারে স্মৃতি পথারূঢ় হয়, তাহা যেমন আমরা বুঝিতে পারি না," শুদ্ধ।

উৎসর্গ ও উপহার।

পরম আরাধ্যতম—

শ্রীযুক্ত বাবু শশধর রায় এম্, এ, বি, এল,

মহাশয় শ্রীচরণ সরোজেষু ;—

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়! আপনি চিরদিনই আমাকে সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। ভাল বাসার সকলই ভাল, সে কাকভাষী হইলেও তাহার বাক্য শ্রবণ রঞ্জনকর; অষ্টাবক্রদর্শী হইলেও ত্রিভঙ্গের ভঙ্গিমা মনোহর দৃশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া জগৎ বিধাতারই নিয়ম। অন্যের প্রদত্ত সুপক্ব সুমিষ্ট অম্রফল অপেক্ষা, প্রিয়তম প্রদত্ত কাক ফলার ফলও সুরসপ্রদ বলিয়া, নিতান্ত বিশৃঙ্খল, শ্রুতিকটু ও গ্রাম্যতা দোষযুক্ত এই গ্রন্থখানি আপনার কর কমলে সমর্পণ করিলাম! ইহার সংশোধন করিবার ক্ষমতা আমার যদ্রূপ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার বহন করিবার শক্তিও তদ্রূপ। যাহা হউক তজ্জন্য কোন ভয় করিতেছি না, কারণ আমি আপনার অন্নভুক্ত সুতরাং আবশ্যকীয় ব্যয়ভার বহন না করিয়া কিছুতেই নীরব থাকিতে পারিবেন না। এক্ষণে আপনি কিঞ্চিৎ প্রীতিলাভ করিলেই আমি সমস্ত শ্রম সফল বোধ করিব।

তলট স্কুল।
জেলা পাবনা।

প্রণত
শ্রী শ্রীকণ্ঠনাথ সরকার,
প্রধান শিক্ষক।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

বিজ্ঞাপন।

আমি যাহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি ও করিতেছি, যিনি সতত নিকটে থাকিয়া ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দর্শন ও তাঁহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করাইতেছেন, তিনি এক দিবস প্রত্যুত্তরে ব'ললেন—ভগবান যেমন যাবতীয় পার্থিব পদার্থের অগোচর, তাঁহার কার্য্যও তদ্রূপ। সুতরাং তৎসম্বন্ধে প্রত্যেক বিষয়ে অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ প্রদর্শন ও যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা অন্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রবোধিত করা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। যাঁহারা তত্ত্ববদ্‌গণের প্রত্যেক বাক্যাংশের প্রতি অটল বিশ্বাস সংস্থাপন ও তাহাতে নিগূঢ় চিন্তা সংমিলন করিতে সক্ষম, কেবল তাঁহারাই সেই অতীন্দ্রিয়ের তত্ত্ব জানিতে সমর্থ। এইরূপ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আমার ন্যায় অজ্ঞ লোকের পক্ষে নিতান্তই দুরাকাঙ্ক্ষা বলিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আমি এই দুরাকাঙ্ক্ষিত হইয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহা নহে, সর্ব্বদা ঈশ্বরভাব হৃদয়ে জাগরূক থাকে, চঞ্চলিত মন কেবল বৃথা কার্য্যে দিবানিশি অতিবাহিত না করে এই উদ্দেশেই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। ইহার প্রথমাবস্থা এই—ঐশ্বরিক সম্বন্ধে যখন যাহা

মনে উদয় হইয়া নিজ বা গুরু কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইত, সাংসারিক কার্য্য ও তাহার ফল দর্শনে সুস্পষ্ট যাহা বুঝিতে পারিতাম, তাহাই একখানা মন্তব্য বহিতে লিখিয়া রাখিতাম; কিন্তু সেখানা এতই বিশৃঙ্খল যে তাহা দেখিয়া অন্যে বুঝিয়া উঠা দূরে থাকুক, নিজেই ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক অনেক কষ্টে তাহার সারাংশ অবলম্বনে যাহা লিখিলাম, তদ্দ্বারা অধ্যাত্ম সম্বন্ধে সাধারণের যৎকিঞ্চিৎ উপকার হইলেই আমি মনুষ্য দেহ ধারণ সার্থক বলিয়া মনে করিব।

এই গ্রন্থ সরল করিতে আমি সাধ্যমত সাধুর ত্রুটী করি নাই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে নিজের অনভিজ্ঞতা বশতঃই হউক আর ধর্ম্মের গূঢ়ভাব প্রকাশের অনুরোধেই হউক ইহা এতই জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে দুই একবার পড়িয়া ইহার গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা সকলের পক্ষে সহজ হয় নাই। তজ্জন্য সাধারণকে অনুনয়ের সহিত বলিতেছি— তাঁহারা যেন এই গ্রন্থ একবার পড়িয়াই বিরত না হন। এই গ্রন্থ যিনি যতবার পড়িবেন, নির্জ্জনে বসিয়া যতই চিন্তা করিবেন তিনি ততই জ্ঞানপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন এই আমার বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে আমার পরম বান্ধব সহাধ্যায়ী পাবনা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন অধিকারী মহাশয় বিশেষ যত্ন ও আনুকুল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ঐরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলে এই (জ্ঞানদীপিকা) তৈল শূন্য বর্ত্তিকার ন্যায় আমার হৃদয়াকাশেই বিলীন হইয়া যাইত তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

১৩০২ সাল।
২৫শে বৈশাখ।
পোষ্ট তলট।
জেলা পাবনা।

শ্রীশ্রীকণ্ঠনাথ সরকার,
প্রধান শিক্ষক,
তলট স্কুল।

মহাশয় !

আপনার প্রেরিত প্রবৃত্তি মূলক এই ধর্ম্ম গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া যে যে স্থানে যৎকিঞ্চিৎ সংশোধন প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইল তাহা লিখিলাম। এই গ্রন্থখানি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল ভিত্তিস্বরূপ অতি অপূর্ব্ব বলিয়া আমার নিকট বোধ হইতেছে। যাঁহারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের তত্ত্ব ও তাঁহার বিধান জানিতে ইচ্ছুক, যাঁহারা অতি দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্মভাব বুঝিতে ও ধর্ম্মধন উপার্জ্জন দ্বারা সুদুর্ল্লভ মানবদেহ পবিত্র করিতে কৃতসংকল্প, যাঁহারা ঐহিক অথবা পারত্রিকের সুখের জন্য লালায়িত, যাঁহারা সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া বিপদ সলিলে ভাসিতে থাকেন, যাঁহারা বাহ্যিক লক্ষণ দৃষ্টে লোকের হৃদ্গতভাব জানিতে অভিলাষী, যাঁহারা দেবাসুরের অলৌকিক যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে কৌতুহলী, তাঁহাদিগের পক্ষে এই গ্রন্থখানি সুবিমল দর্পণ স্বরূপ। ফলতঃ এই গ্রন্থখানি হৃদয়স্থ করিতে পারিলে ব্যক্তি মাত্রই দিব্য জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবেন তৎপক্ষে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই; তজ্জন্যই আপনার এই গ্রন্থখানির নাম আমি "**জ্ঞানদীপিকা**" রাখিলাম।

আশীর্ব্বাদক শ্রীযাদবচন্দ্র শর্ম্মা।

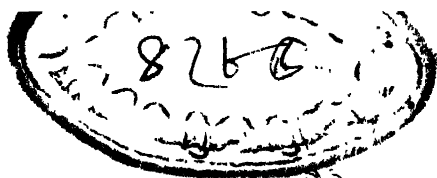
পরম কল্যাণাস্পদ—

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকণ্ঠনাথ সরকার পণ্ডিত—

মহাশয় পরম ক্ষেমধাম্নি।

আপনার প্রেরিত জ্ঞানদীপিকা নামক গ্রন্থ আদ্যোপান্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করিলাম। আপনার পুস্তকখানি সাহিত্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সংমিশ্রণে সমুদ্ভূত অভিনব বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; এই গ্রন্থ পাঠ করিতেও বিশেষ চিন্তাশীলতার প্রয়োজন, ফল যতই অনন্যমনা হইয়া এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করা যায় ততই আনন্দ উচ্ছ্বলিত হইতে থাকে, ইহা নির্ম্মল অথচ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মের প্রদর্শক। বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিলে এক নূতন ভাব অন্তঃকরণে প্রকাশ পায়; ফলতঃ আপনার এই গ্রন্থ পাঠে আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। মাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়া এই গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে, বড়ই আনন্দিত হওয়া যায়। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—আপনি স্বীয় কীর্ত্তিদ্বারা সর্ব্বত্র খ্যাত এবং অক্ষয় হউন। আমি আশাকরি স্বদেশ হিতৈষি ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু বিদ্যোৎসাহী মহাত্মাগণের বিমলানন্দ সম্পাদন দ্বারা আপনি সফল মনোরথ হইতে পারিবেন।

আশীর্ব্বাদক শ্রীনবকুমার গোস্বামী।



শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

জ্ঞানদীপিকা।

প্রথমাঙ্ক।

অদ্য প্রায় ২১ কি ২২ বৎসর অতীত হইল, বগুড় জেলার অন্তর্গত মহাস্থানের উত্তরদিকস্থ কোন পল্লীগ্রামে বহুজনপূর্ণ জনৈক তালুকদারের বাড়ীতে আমার বাসা ছিল, তথায় আমি অবসরমত নানারূপ গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিতাম। এক দিবস যামিনীযোগে স্থানীয় কয়েকটী ভদ্রলোক ঐ বাড়ীর ২।৩টী প্রাচীনা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা অধ্যয়ন করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ একটি পক্ষী তিনটী অতীব কর্কশ রব (প্রায় ঘোটকের শব্দের ন্যায়) করিয়া উড্ডীয়মান হইল। শব্দ তিনটী তত ভয়ানক না হইলেও সকলেই যেন শ্রুতমাত্র একবারে চকিত ও সাতিশয় বিষাদিত হইলেন, এবং অতর্কিত ভাবে হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হইয়া অর্থাৎ পরস্পর বিনানুমতিতেই স্ব স্ব আবাস প্রতি গমনোদ্যত হইলেন। তৎকালে আমি তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করিলাম কিন্তু তাঁহাদের গমনোদ্যোগের আতিশয্য নিবন্ধন বলিতে পারিলাম না, বিশেষতঃ আমার নিকট বোধ হইল, শীঘ্র বাক্যস্ফুরণ করিতে যেন কেহ বাধা দিতেছে। যাহাহউক আমি নিতান্ত চিন্তিত হৃদয়ে একাকী নীরবে শয়ন করিলাম। তৎপর দিন হইতে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত ঐ বাড়ীর সকলকেই নিতান্ত ম্রিয়মাণ ও বিষাদিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বিশেষ আশঙ্কা

না হইলে কেহ কাহাকে আহ্বান বা অভ্যর্থনা করেননা। আমার নিকট বোধ হইল সকলেই যেন কোন একটি অভাবনীয় ভাবনায় ভাসমান হইতেছেন। অকস্মাৎ এরূপ হইবার কারণ কি? জানিবার জন্য মন নিতান্তই ব্যাকুলিত হইল ও চিন্তাদেবীর সহবাসেই প্রীতিলাভ করিতে লাগিল। কতিপয় দিবসান্তে আমি প্রয়োজন বশতঃ একাকী বগুড়ায় রওনা হইলাম বটে, কিন্তু চিন্তাদেবী আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না বরং অবসর পাইয়া আরও অধিকতর নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। পথিমধ্যে মহস্থানের অনতিদূরে একটী বটবৃক্ষমূলে জনৈক পর্য্যটক সন্ন্যাস বেশী ব্রাহ্মণকে উপবিষ্ট দেখিয়া আমিও বিশ্রামার্থ তথাতে উপবিষ্ট হইলাম। কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানী জানিয়া তাঁহার নিকট পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাবলি সবিস্তার বর্ণন করিলাম। তচ্ছ্রবণে তিনি প্রত্যুত্তরছলে বলিলেন ঐ বাড়ীটী তিন বৎসরের মধ্যে জনশূন্য হইবে (১) আমি শ্রবণমাত্র স্তম্ভিত হইলাম ও বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার দিকে ক্ষণকাল চিত্রার্পিতেরন্যায় একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম। একাগ্রতা সহকারে তাঁহার ভস্মলেপময় শরীর যতই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, ততই বোধ হইতে লাগিল সূর্য্য দেব যেমন আপন তেজঃ বিকীর্ণ করিয়া চতুস্পার্শ্ব-বর্ত্তী দ্রব্য সমূহকে আলোকিত করে, সেই প্রকার তাঁহার নির্ম্মল জ্যোতিঃ শরীর হইতে নির্গত হইয়া, অনতি দূরস্থিত পদার্থ সমূহকে অভিনব রঙ্গে রঞ্জিত করিতেছে। আমি এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা নিরীক্ষণ করিয়া নিস্পন্দভাবে তাঁহার মুখ পানে এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করতঃ অস্ফুটস্বরে অতি দীনভাবে আত্মতত্ত্ব জানিতে অভিলাষ করিলাম। তত্ত্ববিদ যেন তাহাতেই আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, আমার চক্ষুঃদ্বয়ে তাঁহার দুই চক্ষুঃ সংমিলন করিলেন। চারি চক্ষুর পরস্পর আকর্ষণে তৎকালে বোধ হইল যেন আমার চক্ষুঃ প্রত্যাবর্ত্তনের শক্তি রোধ হইয়াছে। ইহার অনতি বিলম্বেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল তাঁহার চক্ষুঃদ্বয় হইতে তাড়িতবৎ পদার্থ নির্গত হইয়া চক্ষুঃ দ্বার দিয়া আমার শরীরাভ্যন্তরে কি একটি অপূর্ব্ব শান্তিপ্রদ

(১)। এই ভবিষ্যৎ বাক্যটী শ্রবণে কেহ কেহ অসম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের এই ভ্রান্তি অনায়াসেই বিদূরিত হইতে পারে। আমরা বালকদিগকে রীতিমত পরীক্ষা করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারি কোন্ বালক কোন্ বিষয়ে কত দূর জ্ঞান লাভ করিয়াছে। এই বিষয়টি আর

ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেছে। সেই শান্তিপ্রদ বিভূতির সম্মিলনে আমার শরীরও মন যে কি প্রকার অভূতপূর্ব্ব সুখানুভব করিতে লাগিল তাহা সুস্পষ্ট বর্ণন করা অসাধ্য; কারণ সংসারে প্রকৃত সুখ নাই। আমরা স্বীয় কর্ম্মফলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কেবল শাস্তি ভোগের নিমিত্তই এই সংসার কারাগারে অবতীর্ণ হইয়াছি। কারাগারে সুখ কোথায়? তবে শান্তভাবে থাকিলে দুঃখের অনেক লাঘব হইতে পারে কিন্তু তাহাতেও আশ্চর্য্য এই যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক বুদ্ধিমানেরাও সেই দুঃখের লাঘবকে সুখ বলিয়া বিবেচনা করেন। মূর্খ দিগের কথা কি বলিব তাহারা দুঃখোৎপাদক ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়াই থাকেন, কেহ দয়া বিতরণে তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিলেও চক্ষুরুন্মীলন করেননা। এইরূপ সুখ বর্জ্জিত সংসারে অবস্থিতি করিয়া ও তাহা হইতেই

কেহ কেহ দুই চারিটী মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। আমি অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কোন কোন জ্ঞানবান ব্যক্তিরা লোকের অবয়ব দেখিয়াই তাহার জ্ঞান, চরিত্র, কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সীমাবধারণ [illegible] হন। আমরাও অবয়ব দৃষ্টে লেখা পড়া জানে কিনা অনেকটা বুঝিতে পা[illegible] অথবা অযথা স্থানে শস্য বপন দেখিয়া নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি। কৃ[illegible] হইবে। গ্রহ উপগ্রহের বিষয় যাঁহারা সম্পূর্ণ অবগত আছেন, তাঁহারা নি[illegible] পারেন কোন্ দিন কোন্ সময়ে অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথি ও চ[illegible]ণ এবং কোন বৎসরে জীবের কিরূপ অবস্থা ঘটিবে। ক্রীড়া ভূমিতে [illegible]ের ক্রীড়ামাত্র দেখিয়া তাহার জীবনী (কোন কোন বিষয়ের ফল) বর্ণন [illegible]ন, এরূপ লোক নয়নগোচর করিয়াছি। আমরাও চেষ্টা করিলে কার্য্যদৃষ্টে [illegible]ত ভাব বুঝিয়া লইতে ও সেই ব্যক্তির কার্য্যের শেষফল স্বরূপ সুখ কি[illegible]বে অনেকটা বলিতে পারি। আমরাই যখন কোন বাড়ীর অবস্থা অর্থাৎ [illegible]াদি বাড়ীর গঠন প্রভৃতি নানাবিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই বাড়ীর লোকদি[illegible]কটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, যখন আকাশ ও মেঘের অবস্থা, স্থির বায়ু [illegible]ের বিচরণ অবস্থা দেখিয়া অনতিবিলম্বেই বৃষ্টি বা প্রবল বায়ু প্রবাহিত [illegible] বলিতে পারি, তখন পূর্ণজ্ঞানীগণ প্রাকৃতিক অবস্থা দর্শন বা শ্রবণে ভ[illegible] বলিতে পারিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য বা অসম্ভব কি? যাত্রিক তিথি ও [illegible] নির্ণয়, যাত্রাকালে জ্ঞানীগণ নির্ব্বাচিত শুভাশুভ লক্ষণ দর্শন কি মিথ্যা[illegible]?

এই ঘটনার ৫।৬ বৎসর পরে আমি রঙ্গপুর হইতে বাড়ী আ[illegible] বাড়ীটি আবাদ ভূমিরূপে পরিণত দেখিয়া এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জা[illegible] বাড়ীর

কি প্রকারে সুখের বর্ণনা করা যাইতে পারে ? ফলতঃ রাজা হও, ভিক্ষুক হও, ধনী হও নির্দ্ধনী হও দাতা হও, কৃপণ হও, পণ্ডিত হও, মূর্খ হও, সংসার কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিলে, সুখের অঙ্কুরও অনুভব করিতে পারিবে না (২)। যাহারা শরীর, মন ও জ্ঞানের ক্ষয়কারক নানাপ্রকার পাশব সুখে (৩) বিমোহিত, শাল জামিয়ার ব্যবহারেই যাহাদের মন সন্তুষ্ট থাকে, যাহারা বিলাসী ও বেশ বিন্যাসে রত বিশেষতঃ যাহারা নাকে নত দিয়া পান ভোজন করিতে কষ্ট বোধ করে না, গুরু বাক্যে যাহাদিগের বিশ্বাস নাই, তাহারা নিরাময় সুখের অঙ্কুর অনুভব করা দূরে থাকুক, বিমল সুখের সুপ্রশস্ত পথ প্রদর্শক আত্মতত্ত্ব শ্রবণেও অধিকারী হইতে পারেনা। অন্ততঃ যাঁহাদিগের হৃদয় ভক্তি রসে পরিপ্লুত, হিংসা ও ভোগেচ্ছা যাঁহারা সুদূর পরাহত করিয়াছেন। মান অপমান যাঁহারা তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, ফলতঃ যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আত্মাভিমান জ্ঞান শূন্য, সেই সকল শ্রদ্ধাবান মনুষ্যেরাই আত্মতত্ত্ব উপদেশ গ্রহণে সমর্থ। বোধ হয় তজ্জন্যই উক্ত সন্ন্যাসীর সমাগমে তৎকালে

[illegible] ধবা কন্যা জীবিতা আছেন, তিনিও এক্ষণে কাশীতে বাস করিতেছেন, [illegible] দবে ন্যস্ত হইয়াছে।

[illegible] বিখ্যাত বিজয়ী বীর আলেকজেণ্ডার ভারতে উপনীত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানী [illegible]ণ শ্রবণে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিতান্ত কুতুহলী হ[illegible] তক্ষশীলার নিকটবর্ত্তী উপবনে মহর্ষি দন্দমীশ বাস করিতেন। গ্রীকবীর এ[illegible]ণে তাঁহাকে আহ্বান করিবার জন্য স্বীয় সহচর দার্শনিক পণ্ডিত ও[illegible] প্রেরণ করেন। তিনি কুশ শয্যায় শায়িত উলঙ্গ দন্দমীশের নিকট উ[illegible]লিলেন—"হে ব্রাহ্মণ! ফিলিপের পুত্র সমস্ত মানবের ঈশ্বর আলেকজেণ্ডার তো[illegible] করিয়াছেন। তুমি তাঁহার নিকট গমন করিলে, তিনি তোমাকে ধন[illegible]কৃত করিবেন। রাজাজ্ঞা অবহেলন করিলে, তোমার মস্তক ছেদ হই[illegible]এই বাক্য শ্রবণে হর্ষ বিষাদ কিছুই প্রকাশ না করিয়া বলিলেন—"ধন[illegible]কে সুখ দান করিতে পারে না বরং তাহা দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে[illegible] আমি তাঁহার নিকট যাইব না। আলেকজেণ্ডার আমার মস্তক ছেদন করিলে[illegible]আত্মা কখনই বিনষ্ট হইবেনা, ছিন্ন বসনের ন্যায় এই মাটির দেহ মাটিতে[illegible]আত্মা স্বভবনে গমন করিবে"। আলেকজেণ্ডার এই কথা শ্রবণে বিস্মিত[illegible]ন।

(৩) [illegible]প্রকার যথা সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক, সাত্ত্বিক সুখ— যে সুখ পরি[illegible]

আমার উক্তরূপ শান্তিভাবের উদয় হইয়াছিল।

আমি তাঁহাকে পুনঃদর্শনের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুকী হইয়াও এপর্য্যন্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আকর্ষণীশক্তি (৪) বৃদ্ধি করিতে পারিলে দর্শন পাইতে পার।" তাঁহার এই আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়াই এতদিন কেবল দর্শন লালসায় দিনাতিবাহিত করিয়া আসিতেছিলাম; মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, বারেক তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে তিলার্দ্ধও তাঁহার কাছ ছাড়া হইবনা। কার্য্য ব্যতীত আকর্ষণ-আদি কোন শক্তিই বৃদ্ধি হইতে পারেনা, ইহা তখন বুঝিতে পারি নাই, সুতরাং এক্ষণে গুরু আজ্ঞাগুলি (পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ববিদের) স্মৃতি পথারূঢ় করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল। পত্রস্থ করিতে যত্নবান হইলাম বটে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ গুরু উপদেশগুলি স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যাহা হউক এস্থলে যথাসাধ্য তাহাই যথার্থবৎ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে কষ্টপ্রদ হইলেও পরিণামে অমৃতোপম সুখদান করিয়া থাকে তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ বলে। ইহা কেবল অতি নির্ম্মল আত্মজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন সুতরাং জগতীতলে অতুল্য। এই সুখের অধিকারীগণ কোন প্রকার ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হননা, বরং পূর্ব্বে কোন প্রকার ব্যাধিগ্রস্থ থাকিলেও তাহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। ফলতঃ এই সুখলাভ করাই সমস্ত প্রকার সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের মুখ্যোদ্দেশ্য।

রাজসিক সুখ— এই সুখ আপাততঃ মনোরম বটে কিন্তু পরিণামে দুঃখ জনক। ইহা বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের সংমিলনে উৎপন্ন।

উদাহরণ— স্ত্রী সম্ভোগ, নৃত্য, গীতাদি দর্শন ও শ্রবণ ইত্যাদি।

তামসিক সুখ— এই সুখের অগ্র পশ্চাৎ উভয় কালই দুঃখ জনক—

যথা; — মদ্য পানাদি।

প্রথমোক্ত সাত্ত্বিক সুখ ধর্ম্ম মূলক ও শেষোক্ত সুখদ্বয় অধর্ম্ম বা পাশব প্রবৃত্তি মূলক, তদ্ধেতু স্থূল পক্ষে সমস্ত প্রকার সুখকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে তদ্যথা; বিমল সুখ ও পাশব সুখ। পাশব সুখের পরিণাম ফল (পাশব সুখভোগই সমস্ত প্রকার ব্যাধি জন্মিবার মূলকারণ) অতীব দুঃখ জনক বলিয়া জ্ঞানীগণ ইহাদিগকে সুখের মধ্যে পরিগণিত করেননা, বিশেষতঃ মন এই সুখে বিমোহিত হইলে নিরাময় সুখে একবারে বঞ্চিত হইতে পারে আশঙ্কায় তাহা হইতে সততঃ যথাসাধ্য প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন।

(৪)। স্থির মনে একান্ত চিন্তা। জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিতে না পারিলে এই শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হয়না।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

চিন্তায় মিলিবে বস্তু তর্কে বহুদূর।

সন্ন্যাসী ঠাকুর ক্ষণকাল আমার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন— "আমার বাক্যের প্রতি তুমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছ না, ইহা অসম্ভব নহে, পৃথিবী প্রতি ঘণ্টায় ৬৮ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে এই বাক্যের প্রতি অজ্ঞেরা যেমন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেনা, সেই প্রকার তত্ত্ব হীনেরাও আত্ম তত্ত্বের অনেক কথায় বিশ্বাস অটল ভাবে সংস্থাপন করিতে সমর্থ হয়না।"

আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম তত্ত্ব বিদ্! আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে তিন বৎসরের মধ্যে ঐ বাড়ীটী জন শূন্য হইবে? তিনি বলিলেন পক্ষী মুখ নিঃসৃত তিনটী শব্দ ঈশ্বর বাক্য (১) যে স্থানে তিন বৎসরের মধ্যে ঘটিবে লোক চরিত্র দ্বারা ভগবানই তাহা প্রকাশ করিতেছেন।

---

(১)। এক ঈশ্বরের শক্তিতেই বিশ্বের যাবতীয় কার্য্যে নির্ব্বাহ হইতেছে বটে * কিন্তু অবস্থাভেদে ঐ সকল কার্য্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা জীবের কার্য্য ও ঈশ্বরের কার্য্য। যে সকল কার্য্য জীবগণের ইচ্ছাধীন অর্থাৎ বাঞ্ছা কল্পতরু স্বরূপ ভগবান জীবগণের মনের বাঞ্ছা পূরণার্থ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন তৎসমুদয়কে জীবের কার্য্য বলে, এতদ্ব্যতীত বিশ্বের সমস্ত কার্য্যকেই ঈশ্বরের কার্য্য বলা যায়। আমরা যে সকল কার্য্য করি ও যে সকল শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকি এসমস্তই স্থূল দৃষ্টিতে জীবের কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যেও অনেকগুলি ঈশ্বরের কার্য্য বর্ত্তমান আছে। ঐ সমস্ত কার্য্যের মধ্যে যে সকল কার্য্য বা বাক্য ইন্দ্রিয়গণের অগোচরে অর্থাৎ আত্মা হইতে সমুৎপন্ন হয় সেই সকল কার্য্যকে ঈশ্বরের কার্য্য ও বাক্যকে ঈশ্বরের বাক্য বলা যায়। জীবগণের কার্য্যের এইরূপ পার্থক্য কেবল আত্মতত্ত্বজ্ঞেরাই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ অথবা, আত্মার অবস্থা যাঁহারা কতক পরিমাণে অবগত আছেন তাঁহারাও অনেকটা বুঝিতে পারেন।

---

* উপস্থিত প্রশ্নের উত্তর ও "১২ টিকার" অর্থ হৃদয়স্থ করিলেই পার্শ্বস্থ কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ ও তৎপ্রতি বিশ্বাস জন্মিতে পারিবে।

আমি বলিলাম— আমরা স্থূল দৃষ্টিতে জানি, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ, তাঁহার শক্তিতেই আমরা কথা বলিতেছি বটে কিন্তু তিনি এই সকল কথার কর্ত্তা নহেন, আমাদের মনের ইচ্ছাধীন। মনাদি ইন্দ্রিয়গণ ও এই জড় জগৎ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন পদার্থ, তিনি যাহা করিবার একবারেই করিয়া রাখিয়াছেন; অর্থাৎ যেমন সূর্য্যদেবের কিরণের সাহায্যে আমরা সকল কার্য্যই করিতে সমর্থ হই বটে কিন্তু তিনি কখন কোন কার্য্য করেননা, সেই প্রকার শক্তিদাতা ভগবানও স্বয়ং কখন কোন কার্য্য করেননা।

সন্ন্যাসী— ঠিক ঐরূপ নহে, এবং জগতের কোন পদার্থ হইতেই তিনি পৃথক স্থানে অবস্থিতি করেন না। তেজ যেমন প্রত্যেক পদার্থে অদৃশ্য ভাবে বর্ত্তমান, ভগবানও তদ্রূপে প্রত্যেক পদার্থে ও সকল স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। ঘর্ষণ ব্যতীত যেমন তেজ অনুভব করা যায় না, সেই প্রকার জ্ঞানচর্চ্চা ব্যতীতও ঈশ্বরকে জানা যায় না। এই জড় জগৎ ঈশ্বরের বিভূতি মাত্র। যেমন অগ্নি রাশি হইতে ধূম্রাবলি নির্গত হইয়া ভিন্ন প্রকৃতিতে পরিণত হয়। সেই প্রকার এক ভগবান হইতেই এই জড় জগতের সৃষ্টি। ধূম্রাবলি হইতে যেমন (শীতলতা স্পর্শে) জল বুদ্‌বুদাদির উৎপত্তি হয়, সেই প্রকার ঈশ্বরের জড় প্রকৃতি হইতে সকাম দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের (৬) উদ্ভব হইয়াছে। আরও দেখ অগ্নি শিখা যেমন আপনা হইতে উৎপন্ন ধূম্রাবলি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করে, সেই প্রকার ঈশ্বর হইতে সমুদ্ভূত কাম ক্রোধাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন প্রত্যেক জড়দেহ প্রত্যেক পরমাণুতে ভগবান চৈতন্য রূপে বিরাজ করিতেছেন। ভৌতিক জড় দেহ ও মনাদি ইন্দ্রিয়গণ জড় প্রকৃতি বিশিষ্ট (অচেতন পদার্থ) সুতরাং তাহারা ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারেনা। কিন্তু ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ, তিনি সমস্তই

---

(৬) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পানি পাদ, পায়ু, (গুহ্যদ্বার), উপস্থ (লিঙ্গদ্বার) প্রভৃতিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ইহাদিগকে অন্তরিন্দ্রিয় কহে।

এই গ্রন্থে ইন্দ্রিয়াদি বলিলে অধিকাংশ স্থলেই কেবল কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে বুঝিতে হইবে। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় সর্ব্ব নিকৃষ্ট ও অন্তরিন্দ্রিয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে।

অনুভব করিতে পারেন। জড় প্রকৃতির কার্য্য অবশ্যই অসম্ভব সুতরাং এক চৈতন্য স্বরূপ পরম ব্রহ্মই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা, তবে ভগবান বাঞ্ছা কল্পতরু, তিনি সর্ব্বদাই মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন বলিয়া সমস্ত কার্য্য মনের ইচ্ছাধীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা ইচ্ছা করিলেও যেমন সময় বিশেষে কথা কহিতে অশক্ত হই, সেই প্রকার সময় বিশেষে আমরা ইচ্ছা না করিলে ও হঠাৎ অনেক কার্য্যই করিয়া থাকি কিন্তু অহং কর্ত্তৃত্ব গুণে আমরা তাহা অনুভব করিতে পারিনা।

প্রশ্ন। আপনাকেও আমাদের ন্যায় জড় প্রকৃতি বিশিষ্ট দেখিতেছি তবে আপনি কি প্রকারে ঈশ্বরের কার্য্য অনুভব করিতে পারিলেন?

সন্ন্যাসী। তোমাকে এখনই বলিলাম, ভগবান আপনা হইতে সমুৎপন্ন অপরা প্রকৃতি সম্ভূত প্রত্যেক জীবদেহে আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন (৭) যত্ন সহকারে সেই অপরা প্রকৃতিকে (৮) প্রথমে সামঞ্জস্য তৎপরে প্রকৃতিস্থ করিয়া যোগস্থ হইলে আত্মানুভব করিতে পারা যায়! যেসকল গুণের পূর্ণ প্রকাশ দ্বারা যোগস্থ হওয়া যায় তৎসমুদয়কে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলে। যে জ্ঞান লাভ দ্বারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি গুলি প্রকাশিত হয় তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের কিছুই অবিদিত থাকেনা।

প্রশ্ন— জীব দেহের প্রকৃতিস্থতা কাহাকে বলে?

সন্ন্যাসী— এই জড় পঞ্চ ভূতাত্মক মানব দেহ ঈশ্বরের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রকৃতি স্বরূপ। ইন্দ্রিয়গণ ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (উচ্চ পদাভিষিক্ত) মন আবার সকল ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তা (প্রবর্ত্তক)। এতৎ সমুদায়ের মধ্যে বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ধারাবাহিক ক্রমে পদাভিষিক্ত থাকিয়া স্বীয় স্বীয় পূর্ণ শক্তি প্রকাশ করিতে পারিলেই অর্থাৎ যথাযোগ্য অনুগত ভাবে জীব দেহ গঠিত হইলে তাহাকে জীব দেহের প্রকৃত অবস্থা বলে। কিন্তু সাধারণ অর্থাৎ অপূর্ণ মনুষ্যগণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ

---

(৭) কোন অনাচ্ছাদিত প্রাঙ্গনে মধ্যাহ্ন কালে কতকগুলি জলপূর্ণ পাত্র সংস্থাপন করিলে দেখা যায়,— সূর্য্যদেব প্রত্যেক পাত্রে পূর্ণ স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। ভগবানও সেই প্রকার বিভিন্ন জীবের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা পূর্ণ স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন।

(৮) ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার ইত্যাদিকে অপরা প্রকৃতি বলে।

জীবগণ ক্রমে উৎকৃষ্ট শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যেমন সুযোগ্য কার্য্য কারকের অভাবে রাজ সংসার ভগ্ন দশায় পতিত হয়, সেই প্রকার মানবগণও এক ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অভাবে বিপদ সলিলে ভাসিতে থাকে। অর্থাৎ অধার্ম্মিক প্রবৃত্তি শীলগণ সর্ব্ব প্রকার কার্য্যেই কর্ত্তব্য বিমূঢ়।

প্রশ্ন। জীবগণের এইরূপ বিকৃতি (অমানুষিক) ভাব প্রাপ্ত হওয়ার কারণ কি?

সন্ন্যাসী। যেমন মথন দণ্ড দ্বারা মথিত হওয়ায় দুগ্ধ হইতে ঘৃত সম্বলিত মাখনের উৎপত্তি হয়, সেই প্রকার সর্ব্ব শক্তিময়ের শক্তিতে জড় পদার্থ হইতে সজীব পদার্থের অর্থাৎ উদ্ভিদাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐরূপ কারণ বশতঃ দুই চারিটী করিয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশ দ্বারা উদ্ভিদ হইতে কীট, কীট হইতে পতঙ্গ, পতঙ্গ হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু, পশু হইতে বন মানুষ, বন মানুষ হইতে জীবগণ, সুদুর্ল্লভ এই মানব দেহ (৯) প্রাপ্ত হয়। অক্ষত অম্রফলে ও বাত্তাকুতে কীটের আবির্ভাব দেখিয়া এবং জীবতত্ত্ব পাঠে জীবের দেহ পরিবর্ত্তনের অবস্থা জানিয়া চিন্তা করিলে, উপরোক্ত বিষয় অর্থাৎ জীবাত্মার উন্নতির সহিত দেহের উন্নতি অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্ত কারণে জীবগণ ক্রমোন্নতি লাভ করতঃ পশু দেহে সমুদায় ইন্দ্রিয় ও মোহ, প্রমাদ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি গুলি (১০) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাণীগণ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন হইয়া বহুযোণি পরিভ্রমণ করতঃ বিশেষতঃ নানারূপ কার্য্যফল প্রাপ্তে নিকৃষ্ট বা পাশব প্রবৃত্তি গুলির কিঞ্চিৎ লাঘবতায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলির অঙ্কুর প্রাপ্ত হইয়া সাধনোপযোগী এই মানব দেহ প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যের মনের প্রবৃত্তি

---

(৯) ত্রিকালজ্ঞ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি লাভ পক্ষে মানব দেহ সুবিধাজনক বলিয়া ইহাকে সুদুর্ল্লভ বলা হইয়াছে।

(১০)। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি— আসুরিক ও রাক্ষসী এই উভয়বিধ প্রবৃত্তি গুলিকেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলা যায়, কারণ ইহাদের কার্য্য প্রায় একরূপ ও নিকৃষ্ট। আসুরিক ও রাক্ষসী প্রবৃত্তি গুলির অধিকাংশই পশুদেহে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, ইহাদিগকে পাশব প্রবৃত্তিও বলা হইল। উপরোক্ত কারণ বশতঃ বিশেষতঃ বিস্তৃতির আশঙ্কায় স্থূল পক্ষে মানবের প্রবৃত্তি গুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল যথা— পাশব বা অধর্ম্ম প্রবৃত্তি, দৈবী বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি। উক্ত দৈবী, আসুরিক ও রাক্ষসী প্রবৃত্তিত্রয় যথাক্রমে সত্ত্ব,

দুই প্রকার— ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও পাশব বা আসুরিক প্রবৃত্তি; এতদুভয়ের মধ্যে পাশব প্রবৃত্তি গুলির সহিত ইন্দ্রিয়গণের অধিক পরিচয় (১১) থাকায় তাহাতেই আশক্তি অধিক থাকে। যেমন দুগ্ধ পোষা শিশু সন্তান প্রথমে মাতার তৎপরে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিলে পিতার ও পূর্ণজ্ঞানযোগে কেবল স্থায়ের (বিধাতার বিধানের) অনুগত হইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে থাকে, সেইপ্রকার— ইন্দ্রিয়গণ ক্রমোন্নতি লাভ করতঃ ধর্ম্মানুগত হইয়া কেবল আত্মোন্নতি সাধনে অগ্রসর হয়। মানবগণ কি প্রকারে ইন্দ্রিয়গণকে বিশেষতঃ মনকে পাশব প্রবৃত্তির হস্ত হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া তাহাদিগকে বিমল সুখভোগে নিযুক্ত করে, এস্থলে তাহাও তোমাকে বলিয়া দিতেছি। ঠিক বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত দুইগুণ একাধারে অবস্থিতি করিতে পারেনা, সুতরাং বিবিধ সৎকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলির পুষ্টি সাধন করিলে পাশব প্রবৃত্তিগুলি আপনা হইতেই সুদূর পরাহত হয়। বিশেষতঃ জ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা মন যখন নিশ্চয়রূপে জানিতে পারিবে মনাদি ইন্দ্রিয়গণকে অযথা কার্য্যে ব্রতী করিয়া জীবকে ক্লেশিত করিবার পাশব প্রবৃত্তিই একমাত্র কারণ, তখন মন আপনা হইতেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মানুগত হইয়া পড়িবে। এরূপ অবস্থায় মনাদি ইন্দ্রিয়গণ প্রথমে কিছু কষ্টানুভব করে বটে কিন্তু জ্ঞানের অপূর্ণ অবস্থাতেই ঈশ্বর প্রেম লাভ করতঃ অভূতপূর্ব্ব আনন্দে নৃত্য করিতে ২ ক্রমে অগ্রসর হয় তখন পূর্ণ জ্ঞান লাভের আর অধিক বিলম্ব থাকেনা। অসৎ প্রবৃত্তির হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ পূর্ণজ্ঞানোপার্জ্জন এক জন্মে কিছুতেই সম্ভব হইতে পারেনা; সুতরাং প্রত্যেক জন্মে বিশেষ চেষ্টা দ্বারা উপার্জ্জন করিতে হয়। চেষ্টায় বিরত থাকিলে অসৎ প্রবৃত্তি গুলি প্রশ্রয় পাইয়া আপনাপনিই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে (১২) ও ঘূর্ণায়মান ঝঞ্ঝা বায়ুর ন্যায় মানব তরিকে জলে নিমগ্ন করে।

রজ, তম গুণ মূলক।

(১১)। পাশব প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গণ উভয়ই ভগবানের নিকৃষ্ট প্রকৃতি (নির্জ্জীব জড়পদার্থ হইতে উৎপন্ন।

(১২)। আমরা এই নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থে দুই প্রকার গুণ বা ভাব দেখিতে পাই— একটী জড়পদার্থ (ইহা দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য), অপরটী চৈতন্য (ইহা কোন

প্রশ্ন। এক জন্মের উপার্জ্জিত সৎ বা অসৎ প্রবৃত্তিগুলি কি প্রকারে জন্মান্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায় ও প্রাপ্ত হইলেই বা তাহা কিপ্রকারে কার্য্যে পরিণত হয় তাহা বিশেষ চিন্তা দ্বারাও কিছুই বুঝিতেপারিতেছি না, অতএব দয়াময়! দয়া বিতরণে সবিস্তার বর্ণন দ্বারা আমার জ্ঞান বিকাশ করিতে আজ্ঞা হয়।

সন্ন্যাসী।—যেমন কোন শূন্য গর্ভ পাত্র ভগ্ন হইলে, তন্মধ্যস্থ বায়ু তাহার গন্ধাদি বহন করিয়া বায়ু সাগরে বিচরণ করে, সেই প্রকার এই দেহভাণ্ড ভগ্ন হইলে জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গণের শক্তি ও কার্য্যের সংস্কারগুলি লইয়া সুবিস্তৃত মহাসমুদ্রবৎ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরে অবস্থিতি করে। তৈল ও জল এক ধর্ম্ম ক্রান্ত (উভয়েই তরল) হইলেও ভিন্ন গুণ বশতঃ যেমন উভয়ে পৃথক হইয়া পড়ে, সেইপ্রকার অসৎ প্রবৃত্তি জড়িত জীবাত্মাও ঈশ্বর হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। ঘূর্ণায়মান জলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

ইন্দ্রিয় গোচর নহে অথচ প্রত্যেক পদার্থে জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়)। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে, ঐ প্রকারে প্রত্যেক জড় পদার্থে ও চৈতন্য (চৈতন্য এক অর্থাৎ ইহা ভিন্ন নহে কারণ ইহাই আদি; জড় উৎপন্ন পদার্থ সুতরাং তাহা না না। প্রকার) দুইটী ভাব বর্ত্তমান আছে একটী মূল অর্থাৎ প্রকৃত পদার্থ অপরটী তাহার গুণ. জড় পদার্থ ব্যবহারে তাহার মূলাংশ দ্বারা রক্ত মাংসাদি ক্রমে আমাদের শরীর গঠিত হয় ও তাহার গুনাংশ দ্বারা আমরা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি প্রাপ্ত হইয়া থাকি, কারণ জড় পদার্থ ভগবানের (চৈতন্য স্বরূপ পরম ব্রহ্মের) সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। নিকৃষ্ট বস্তু হইতে নিকৃষ্ট বস্তুরই উৎপত্তি হইয়া থাকে— সমল সলিলে কখন পদ্মফুল জন্মেন। আহার অন্তে আলস্য ও মদ্যপানে মোহ আমরা সদা অনুভব করিয়া থাকি। সুতরাং অনাহার ব্রত অবলম্বন না করা পর্য্যন্ত (শরীর বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিশিষ্ট না হইলে অর্থাৎ শরীরের পশুত্ব ভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত না হইলে অনাহার ব্রত অবলম্বন করা যায়না) নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি আপনা হইতেই সমুৎপন্ন হয়। চৈতন্যময়—অক্লেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই একরূপ, সুতরাং তাঁহার অনুভবে (চিন্তায়) জড় পদার্থের ন্যায় রক্ত মাংসাদি ক্রমে তাঁহার কোন অবস্থান্তর হয়না বটে কিন্তু দৈবী গুণ গুলি (ধর্ম্ম প্রবৃত্তি) প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ তিনি দৈবী গুণ-সমষ্টি স্বরূপ। যেমন চৈতন্য স্বরূপ এক পরম ব্রহ্মের চিন্তা দ্বারা দৈবী গুণ গুলি লাভ করা যায়, সেই প্রকার সংসার বা পার্থিব পদার্থের চিন্তা দ্বারা কেবল আসুরিক প্রবৃত্তি গুলিই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব সংসার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা কেবল ভগবানের চিন্তা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অনাহারেও জীবন রক্ষা হয়না, জীবন রক্ষা না করিলে ও

একাধিক তৈল, ঘৃত, পারা, প্রভৃতি অসম্বন্ধ (১৩) বস্তুসমূহের বিন্দু নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার ঘূর্ণনাবসানে প্রক্ষিপ্ত সমগুণ বিশিষ্ট বিন্দুগুলির যেমন একত্র সমাবেশ হয় অর্থাৎ তৈল বিন্দুগুলি একস্থানে, ঘৃত বিন্দুগুলি একস্থানে, পারাগুলি একস্থানে অবস্থিতি করে, সেইপ্রকার জীবাত্মাও সমগুণ বিশিষ্ট জীবদেহে প্রবিষ্ট হয়। মাতা যদি পিতার সমধর্ম্মাক্রান্ত (১৪) না হয় তবে সন্তান কিঞ্চিৎ বিমিশ্র গুণযুক্ত হইয়া ভূমিষ্ট হয় (১৫)

জীবগণ ভূমিষ্ট হইবার পর ইন্দ্রিয়গণের পূর্ণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কার্য্যের সংস্কার বা প্রবৃত্তিগুলিও ক্রমে বিকশিত হইয়া থাকে। সামান্যরূপ চেষ্টা করিলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে— প্রত্যেক জীব আপন আপন সংস্কারের একান্ত অনুগত। তুমি কোন কুকর্ম্মান্বিতা লোককে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক ও যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা প্রবোধিত করিলেও সে তাহা অনায়াসে লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছায়ত মহাক্লেশে পতিত হয়। ইহাকেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ বলিতে হইবে।

এস্থলে তোমার ইহা জানা থাকা আবশ্যক যে অসৎ প্রবৃত্তিগুলি ভ্রমোৎপাদক অর্থাৎ তাহারা জ্ঞানকে অমানিশার ন্যায় ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখে, সত্যাসত্য কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে দেয়না। ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলি অভ্রান্তমূলক, অর্থাৎ দিনমণির ন্যায় উজ্জল কিরণ বিস্তার করিয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ করায়। আমি কোন বালককে শীঘ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— একটী সরল ও একটী বক্র রেখা দ্বারা কোন ক্ষেত্র পরিবেষ্টিত হইলে এই উভয় রেখার মধ্যে কোনটী বৃহৎ? বালক উত্তর দিল— "সরলরেখাটী বৃহৎ"। অধিকাংশ স্থলে ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি— কোন সাধারণ লোককে ২।৩ খানা পুস্তকের মধ্য হইতে আবশ্যকীয় কোন একখানা পুস্তক আনিতে বলিলে সে প্রথমে

(জীবন্মুক্ত দেহে অথবা দেহ শূন্য জীবনে) ঈশ্বর আরাধনা করিতে পারা যায়না, এরূপ বিকলাবস্থায় এক জন্মে বা সহজ চেষ্টায় মুক্তি লাভ অবশ্যই অসম্ভব।

(১৩)। যাহারা একত্র সংমিলন হয়না, জল ও তৈলের ন্যায় পৃথক হইয়া থাকে।

(১৪)। প্রবৃত্তি গুলির সমতাকে সমধর্ম্মাক্রান্ত বলে।

(১৫)। "১২ন" টীকার উপদেশ গুলি স্মরণ করিয়া এইস্থলে চিন্তা করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিশীল—স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, কারণ ইহারা কেবল সন্তানকেই দূষিত করে এমত নহে, স্বকীয় শরীরকেও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিতে জড়িত করে।

অনাবশ্যকীয় পুস্তকখানই আনিয়া দেয়। * সতর্ক না হইয়া অর্থাৎ বন্ধু প্রবৃত্তি— উত্তেজনা না করিয়া কার্য্য করিলে সকল স্থলেই এইরূপ ভ্রম প্রমাদে পতিত হইতে হয়, কারণ অজ্ঞানীদিগের অসৎ প্রবৃত্তির ভাগই অধিক। যাহাদিগের অসৎ প্রবৃত্তির ভাগ যত অল্প তাহাদের ভ্রমও তত অল্প। জ্ঞানীগণ জন্ম জন্মান্তরের চেষ্টাদ্বারা পাপ প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করতঃ শেষে অভ্রান্ত হইয়া পড়েন, অর্থাৎ সমস্ত জাজ্বল্যমান দেখিতে পান।

কোন শিক্ষকের উপদিষ্ট এক শ্রেণীস্থ সমান পরিশ্রমী কতিপয় ছাত্রের মধ্যে কেহ উত্তম কেহ মধ্যম কেহ অধম ফল লাভ করে। কোন কোন বালককে এরূপও দেখা গিয়াছে শিক্ষক কোন একটী বিষয় বুঝাইয়া দিবা মাত্রই সেই বিষয়ে সে শিক্ষক অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত কি পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান চর্চ্চার ফল নয়? প্রগাঢ় ভক্তি পরায়ণ প্রহ্লাদ "ক" অক্ষর দৃষ্টি মাত্র কৃষ্ণ প্রেমে পরিপ্লুত হইয়াছিলেন, তাহা কি তোমার বিশ্বাস হয়না? এত পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের সংস্কার (১৬শ) গুলির কথা মাত্র বলা হইল, যোগস্থ হইয়া চেষ্টা করিলে পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম গুলি পর্য্যন্ত স্মৃতি পথারূঢ় করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন।— যোগ কাহাকে বলে?

---

* অনেকস্থলে ইহা আমিও প্রত্যক্ষ করিয়া বিরক্তি বোধ করিয়াছি। শ — রায়

(১৬শ)। ক, খ প্রভৃতি অক্ষর পরিচয়ের সময় উহাদিগের নাম গুলি পুনঃপুনঃ উচ্চারণ ও অবয়ব নয়ন দ্বারা গ্রহণ করিয়া উভয়টীই যেন তোমার চিত্ত ক্ষেত্রে অঙ্কিত করিতে থাকে; এইরূপে অঙ্কন কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইলে কার্য্য কালে তাহাদিগের নাম ও অবয়ব আর চেষ্টা দ্বারা স্মরণ করিতে হয়না, তাহারা উদ্দীপনা পাইলে আপনা হইতেই স্মৃতি পথারূঢ় হয় তাহা যেমন আমরা বুঝিতে পারিনা, সেই প্রকার পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার গুলি কি প্রকারে আমাদিগকে কার্য্যে পরিণত করে তাহাও আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারিনা। কি প্রকারে ক, খ প্রভৃতি অক্ষর ও নানাবিধ বিষয় শিক্ষা করিলাম তাহা কালে সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হইলেও যেমন বিশেষ চেষ্টা দ্বারা তাহার কতকাংশ স্মৃতি পথারূঢ় করা যায়, সেই প্রকারে সীমাস্থ চেষ্টা দ্বারা পূর্ব্ব জন্মের কোন কোন কার্য্য দ্বারা কিরূপে কোন্ কোন্ সংস্কার লাভ করিয়াছি তাহাও কতক পরিমাণে স্মৃতি পথারূঢ় করা যাইতে পারে।

সন্ন্যাসী।— মনকে নির্ব্বাত প্রদীপের মত অটল অচল ভাবে ঈশ্বর চিন্তায় স্থির রাখিতে পারিলে তাহাকে যোগ বলে। এই স্থলে তোমাকে আর একটী বিষয় বলিয়া দিতেছি, যাহা তোমার সর্ব্বদাই আবশ্যক হইবে। মনের চঞ্চলতা অত্যাধিক বৃদ্ধি হইলেই তাহাকে উন্মাদ বলে; চঞ্চলতা যতই নিবারিত হইয়া শান্ত ভাব ধারণ করিবে অর্থাৎ কোন একটী বিষয় চিন্তা করিতে মনের অটল অচল ভাব যতই দীর্ঘ হইবে ততই তোমার স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি (ইহাকেই ধৃতি গুণ বলে) ও চিন্তনীয় বিষয়ের সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম বুঝিতে পারিবে। এই ধৃতি গুণের পূর্ণ প্রকাশেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়।

প্রশ্ন।— মর্ম্মজ্ঞ! আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য বটে, কোন বিষয় মনে স্থায়ী ভাবে ধারণা করিতে গেলেই মন তাহা হইতে পুনঃ পুনঃ বিচলিত হইয়া পড়ে ও অনাবশ্যকীয় বিষয়েব দিকে ধাবিত হয়, এরূপ হওয়ার কারণ কি?

সন্ন্যাসী।— কাম, ক্রোধাদি এই ষড় রিপুই ইহার প্রধান কারণ, ইহারাই সুদৃঢ় রজ্জু স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া সাংসারিক বা পার্থিব নানা বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করতঃ মনকে নিতান্ত চঞ্চলিত ও তদ্দিকে ধাবিত করায়। মন যখন উক্ত বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করিয়া স্বাধীন ভাবে কেবল আত্মতত্ত্বের দিকে (ঐশ্বরিক কার্য্যের গূঢ় রহস্যের দিকে) ধাবিত হয়, তখন মন বিমল সুধানুভবে বিমোহিত হইয়া শীঘ্রই যোগস্থ হইয়া পড়ে। যোগস্থ মন ঈশ্বরের নিগূঢ় ভাব যতই দেখিতে পায়, যোগের সময় ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জীবগণ এই যোগবলেই আমাদিগের চির বাসস্থান ঈশ্বর পদ প্রাপ্ত হয়। প্রিয়দর্শন! আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিতেছিনা, তবে ঈশ্বর গুণানুবাদ হইতেছিল বলিয়াই এতক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। যাহা হউক তোমাক এই বিষয়টী আর এক প্রকারে বুঝাইয়া দিতেছি শ্রবণ কর। এই বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর ক্ষণকাল স্তিমিত ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক নিমীলিত নয়নে ধ্যানস্থ রহিলেন।



তৃতীয়াঙ্ক।

চিন্তায় মিলিবে বস্তু তর্কে বহুদূর।

সন্ন্যাসী ঠাকুর অনতিবিলম্বেই ধ্যানভঙ্গ করিয়া মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন— বৎস্য! যেমন তটিনী জীবন জীবনাধার প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষণকালও সুস্থ থাকিতে পারেনা; সেই প্রকার মানব জীবনও এক মাত্র শান্তির আধার ভগবানে সমর্পিত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই বিমলানন্দ ভোগ করিতে পারেনা। আবও দেখ পর্ব্বতাদি নানা প্রকার বাধা যেমন সাগর প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক, সেই প্রকার সংসারাশক্তি বা কর্ম্মাশক্তিও ভগবান প্রাপ্তির সম্পূর্ণ প্রতিকুল। পক্ষান্তরে বিবেচনা করিয়া দেখ— নদী নানা দিগ দেশ হইতে জল প্রাপ্ত হইয়া স্রোতঃ বেগ বৃদ্ধি করতঃ সবেগে বিবিধ প্রতিবোধক উল্লঙ্ঘন করিয়া যেমন সত্ত্বরেই সাগরে সমাগতা হয়, সেই প্রকার মানব জীবনে ভক্তি স্রোতঃ বৃদ্ধি করিলে ভগবান প্রাপ্তির আর বিলম্ব থাকেনা। এক টুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে— অখিলাত্মার পাদ পদ্মই আমাদিগের চির বাসস্থান। আমাদিগের মনে কোন প্রকার নরকপন্থী আসুরিক প্রবৃত্তির সঞ্চার হওয়ায় আমরা নিত্যানন্দ ধাম হইতে স্খলিত হইয়া কয়েদি দিগের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের * নিমিত্ত পৃথীবাদি প্রবাহিত পথে এই মহী মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছি (১৭)। দেহের প্রতিভূ স্বরূপ মন কামাদী ষড় রিপুর দৌরাত্মে সাতিশয় ব্যাকুলিত থাকায় পূর্ব্বভাব স্মৃতি পথারূঢ় করিতে সমর্থ হয়না। তজ্জন্য ভগবান সর্ব্বক্ষণ নানারূপ কৌশল বিস্তার করতঃ রিপুগণের প্রবর্ত্তনার

---

* আর অপরাধ না করিলে

---

(১৭)। জীবের যেমন ক্রমোন্নতি আছে কার্য্য গুণে তেমনি অধোগতিও আছে। বোধ হয় এস্থলে সন্ন্যাসী ঠাকুর শাপ ভ্রষ্ট জন গণের কথা স্মরণ করিয়া উপদেশ দিতেছেন।

কার্য্যে কর্ম্ম ফল প্রদান রূপ দণ্ড বিধান করিয়া মানব দিগকে সুস্পষ্ট সুপথ দেখাইয়া দিতেছেন, তথাপি অজ্ঞানীরা কর্ম্মাশক্তি বশতঃ ক্ষণ বিলম্বেই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। অন্য কথা দূরে থাকুক সর্ব্বক্ষণ পরিদৃশ্যমান বিশেষতঃ অতীব ক্লেশকর জন্ম মৃত্যুর অবস্থাও চিন্তা করিতে সমর্থ হয়না। কি আশ্চর্য্য !!! জন্মিলে হর্ষ ও মৃত্যু হইলে বিষাদ প্রকাশ করিয়া থাকে।

প্রশ্ন।— তত্ত্ববিদ ! আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন ভগবান প্রত্যেক দেহে আত্মা রূপে অবস্থিতি করিতেছেন এবং আমরা (চৈতন্য ও ইন্দ্রিয়গণ সমন্বিত এই জড় দেহ) তাঁহার বলে বলিয়ান হইয়াই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি, সুতরাং এই সকল কার্য্য ফল, কি তিনি ভোগ করিতেছেননা ?

সন্ন্যাসী।— সর্ব্ব গত ভগবান কোন কর্ম্মেরই ফল ভোগ করেননা, কারণ তিনি সর্ব্ব গত হইলেও তাঁহার কর্ম্মাশক্তি নাই ; পদ্ম পত্র স্থিত জলের ন্যায় সর্ব্ব শক্তি ময় সমস্ততেই অসংলগ্ন অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্ব শক্তি ময়কে আবার কোন্ শক্তি দ্বারা ক্লেশিত করা যাইতে পারে ? তোমাকে ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্ম্মাশক্তি আমাদিগের অধোগতির কারণ। কর্ম্মাশক্তি বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়েই ভগবান আমাদিগকে কর্ম্মফল দান করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি কর্ম্মফল ভোগ করিবেন কেন ?

গন্ধ বহ বায়ু যেমন গন্ধ ভোগ করেনা, যাহার নাসা রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় সেই তাহা ভোগ করিয়া থাকে, সেই প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তা ভগবানও নিজে কর্ম্মফল ভোগ করেননা, কর্ম্মাশক্ত ইন্দ্রিয়গণের আবাস গৃহ জীব শরীরই কার্য্যফল ভোগ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে বিবেচনা করিয়া দেখ— কাহারও পুত্রের মৃত্যু হইলে সে যেরূপ শোকাভিভূত হইবে, অন্যে অবশ্যই সেরূপ হইবেনা ; আশক্তিই ইহার একমাত্র কারণ। আরও দেখ তোমার একটি শিশু সন্তান ধূলা বালি দ্বারা সুন্দর একটি ক্রীড়া ভূমি নির্ম্মাণ করতঃ নানারূপ ক্রীড়ায় মত্ত আছে, এমন সময়ে তুমি ঐ স্থানে একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ মানসে তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলে, তোমার শিশুটী অজ্ঞানতা বশতঃ অবশ্যই কষ্ট বোধ করিবে বটে, কিন্তু তোমার নিকট বালুকা-গৃহ ভগ্ন জনিত কোন ক্লেশই বোধ হইবেনা। এইরূপে চিন্তা করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে যাহার কর্ম্মাশক্তি নাই তাহার ক্লেশই বা কোথায় ?

কর্ম্মফল ভোগই বা কোথায় ? ফলতঃ তাহার পক্ষে কিছুই কিছু না।

প্রশ্ন।— গৃহীগণ সাংসারিক কোন্ কোন্ প্রকার কার্য্যদ্বারা ভগবান কর্ত্তৃক কি প্রকারে কোন্ কার্য্যের কি ফল প্রাপ্ত হইয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, ভগবণ ! দয়া বিতরণে আমাকে এই উপদেশটী দান করিয়া চির শিষ্যত্ব পদে বরণ করিতে আজ্ঞা হয়।

সন্ন্যাসী।— তুমি যে বিষয়টী প্রশ্ন করিতেছ, তাহা অল্প কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ উপদিষ্ট হইবার উপযুক্ত নহে; চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সংসারের বিবিধ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও নানারূপ ধর্ম্মগ্রন্থের মর্ম্মাবগত হইয়া কতক পরিমাণে নির্ণয় করিয়া থাকেন। অহো বৎস ! যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তিরা ভগবানের বিধান সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারিয়াছেন, তাহারা মানব হইয়াও দেবতা, নরক বিহারী হইয়াও স্বর্গবাসী, গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী, বিলাসী হইয়াও বৈরাগী, ভাষাবিদ্ না হইয়াও পণ্ডিত চুড়ামণি, তাঁহারা অন্ধ হইলেও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের— ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান কালের বিষয় প্রত্যক্ষ করতঃ সবিস্তার প্রকাশ করিয়া অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মানবদিগকে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় আলোকিত করেন। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা বিজন স্থানে অবস্থিতি করতঃ দিবা রাত্রি চিন্তা করিয়া সেই প্রকাণ্ড গ্রন্থের যৎকিঞ্চিৎ যাহা অভ্যাস করিয়াছি তাহাও বলিবার সময় নাই, একবার নয়ন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখ— দিনমণি (১৮) উদয় পথ পরিত্যাগ করিয়া অস্তপথ অবলম্বনী করিয়াছেন। ফলতঃ এই বিষয়টী সবিস্তার বর্ণন করিতে গেলে তোমার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি বলিবার আর সময় থাকিবেনা। যাহা হউক আমি যে কর্ম্মফল ভোগদ্বারা গৃহত্যাগী হইয়া এই ব্যবস্থা শাস্ত্র অভ্যাসে নিযুক্ত হইয়াছি, তৎবিস্তার বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। এতৎ-শ্রবণে যদি তুমি সর্ব্বমঙ্গলাকর মঙ্গল ময়ের মঙ্গল উদ্দেশ্য হৃদয়স্থ করিতে সমর্থ হও, শ্রদ্ধাবান হইয়া দিবানিশি অবিচ্ছেদ রূপে চিন্তা করতঃ সত্যপথ অবলম্বনে সংসারের কার্য্য চর্চ্চা কর তাহা হইলে তুমিও বিশ্ব নিয়ন্তার নিয়ম পাঠে অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু অসত্য প্রিয় অভাবুকের ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার অধিকার নাই।

আমরা পুরুষানুক্রমে চির প্রসিদ্ধ পবিত্র সলিল বাহিনী [illegible]

(১৮)। দিনমণি— এক অর্থে সূর্য্য, অন্য অর্থে জীবন।

গঙ্গাদেবীকে পতিতপাবনী কলুষনাশিনী জানিয়া তাঁহার কূলে পরমসুখে চিরকাল বাস করিয়া আসিতেছিলাম; কালক্রমে আমাদিগের সেই বসতি ভূমি উক্ত জাহ্নবীর প্রবল তরঙ্গে পুনঃপুনঃ তাঁহার উদরস্থ হওয়ায় বিশেষতঃ আমার কর্ম্মফলে পতিতপাবনী যে যথার্থই পতিতপাবনী, তাহা ভুলিয়া যাওয়ায় স্থানান্তর বাসের ইচ্ছা জন্মিল। স্থানাভাবে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সঞ্চিত মূল্যবান বিলাসবস্তু সকল ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিয়া "**গঙ্গাহীন**" দেশে কোটি হস্তীশ্বর হইয়া থাকাও কিছু নয়" শাস্ত্রোক্ত এই উপদেশটী গ্রহণ করিলামনা। তৎকালে তথায় অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে বহুতর লোক সমাগত হইয়াছিল। লোকাধিক্য বশতঃ ভয়ানক মারিভয় উপস্থিত হওয়ায় অনেকেই মৃতপ্রায় যাত্রিকদিগকে কেহ গঙ্গায়, কেহ রাস্তায়, কেহবা কোন নিভৃত স্থানে নিক্ষেপ করতঃ আপন আপন প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। নিত্য গঙ্গাস্নান পরায়ণা, দেব ভক্তিযুক্তা পূজা তৎপরা জননী, অতি প্রত্যূষে সুরধুনী কূলে গিয়া দৈব নির্ব্বন্ধ— প্রযুক্ত একদিবস দেখিতে পাইলেন, এক দম্পতী যুগল যাত্রিকগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও নাভিগঙ্গায় শায়িত হইয়া গঙ্গাজল পানেচ্ছায় মুখব্যাদন করিতেছে। পরদুঃখে কাতরা স্নেহময়ী জননী তাহা দেখিয়া চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতে পারিলেননা, তাড়াতাড়ি স্নান পূজা করিয়া দম্পতীযুগলে গঙ্গাজল প্রদান করতঃ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিতে পারিলেন— দম্পতী-যুগল স্বশ্রেণীস্থ বঙ্গবাসী। স্নেহপরা জননী তাঁহাদিগের প্রাণদানে কৃতসংকল্পা হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান মাসাধিক-কালের মধ্যেই ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিলেন। দম্পতী যুগল আমাদিগের যত্নে পুনর্জ্জীবিত হওয়ায় বিশেষতঃ আমাদিগের মনোগতভাব জানিতে পারিয়া, প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপা গঙ্গামায়ীকে সাক্ষী করতঃ মাতাঠাকুরাণীকে মাতারূপে ও আমাকে কনিষ্ঠভ্রাতা ভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক সঙ্গে আনিলেন। তৎকালে আমি অপুত্রক ছিলাম, বিশেষতঃ আমার ধর্ম্মপত্নীর আগ্রহাতিশয়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলাম। তৎবাক্যে উক্ত সহোদর প্রতিম মহোদয়ও প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সরলভাবে সম্মতি দান করিলেন। উক্ত ভ্রাতা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ এক সহোদর ছিলেন, তিনিও আমাদের নিকট পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ

হইলেন। তাঁহারা পিতৃ মাতৃ হীন ছিলেন, আমার মাতার যত্নে তাঁহারা মাতৃশোক একবারে বিস্মৃত হইলেন এবং ব্যবহার গুণে সকলে আমাদিগকে সহোদর ভ্রাতা বলিয়াই জানিতেন। ইহা বলা বাহুল্য যে উক্ত ভ্রাতা মহাশয়ের প্রথম পুত্রটী আমাকে পিতৃবৎ ভক্তি করায় তাহার প্রতি আমার পুত্রাধিক স্নেহ জন্মিয়াছিল এবং বাল্যাবধি দীর্ঘকাল যাবৎ অনন্যমনে কেবল তাঁহারই মঙ্গল চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলাম। এইভাবে আমার জীবনরবি প্রায় মাধ্যাহ্নিক রেখা অতিক্রম করিল।

আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত মধ্যম ভ্রাতা অতি সরল, দয়াবান, ধর্ম্মভীরু, ও সাতিশয় ভ্রাতৃ বৎসল ছিলেন; দোষের মধ্যে অতেজস্বীমনা। স্বর্গবাসিনী মাতা বড়ই ধর্ম্ম পরায়না, সমদর্শিনী, সংসারের সমস্ত বিষয়ে ও ভোগেচ্ছায় নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন। বিষয় বিশেষে তিনি ভবিষ্যৎ বাণী দ্বারা আত্ম-তত্বজ্ঞের পরিচয় ও প্রদান করিতেন। তাঁহার স্বর্গারোহনের ৩। ৪ দিবস পূর্ব্ব হইতেই তিনি আপনার মৃত্যুর সময় নির্দ্ধারণ ও অবস্থা বর্নন দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি আমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া ছিলেন "আমার সময় হইয়াছে কেবল তোমাদের আহারের জন্য অপেক্ষা করিতেছি শীঘ্র আহার কর নতুবা কষ্ট পাইতে হইবে" কার্য্য ক্ষেত্রেও তাহাই হইল, আমরা সকল ভ্রাতা আহারান্তে দিবা প্রায় ১১ কি ১২ ঘটিকার সময় কেবল তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়াছি অমনি প্রত্যক্ষ দেবীস্বরূপা দিব্য জ্ঞানসম্পন্না, হর্ষিতবদনা (১৯) জননী, "হরিবোল হরিবোল" বলিতে বলিতে দেহবাস ত্যাগ করিলেন। স্বামীধর্ম্ম প্রতিপালন সম্বন্ধে কি বলিব, তাঁহাকে স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয়ের কাষ্ট-পাদুকা পূজা করিতে দেখিয়াছি।

(১৯)। যাঁহারা এই সংসারকে কারাগার বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা নিরত চেষ্টা দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান জন্য বাসনার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করতঃ জগৎ পিতার অপার করুণা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা পূর্ব্বেই অবিদ্যা বন্ধন খুলিয়া বসিয়া আছেন, যাঁহারা স্ব ভবন চিনিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের কখনই মৃত্যু যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়না। যাঁহারা নিত্যানন্দ ধামের বিমলানন্দ একবার অনুভব করিতে পারিয়াছেন, যাঁহাদিগের মন মধুকর সেই নিত্য বিমলানন্দ বিরাজিত পুষ্প

পরম ভক্তিভাজনীয়া মধ্যমা ভ্রাতৃবধূ বড়ই মুখরা, আত্মসুখপরা, ধনাভিলাষিণী ও অতিশয় কৌশলিনী ছিলেন কিন্তু বিলাসিনী ছিলেননা। সংসারের সর্ব্বস্ব হস্তগত করা তাঁহার একরূপ কৃত সংকল্প ছিল। মাতা ও ভ্রাতার জন্য তিনি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিতে পারিতেননা বলিয়া সময় সময় নানারূপ অসুবিধা উত্থাপন করিতেন। স্বর্গীয়া মাতা তাঁহার যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া সময়ে সময়ে কথার প্রত্যুত্তরে তত্ত্ব দর্শিনীরন্যায় পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতৃ বধূকে বলিতেন, "কেহই কাহাকে কষ্ট দিতে পারেনা, চক্রধারির চক্রের কাছে সকলের চক্রই বিচূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি যে ভবিষ্যতে এই কার্য্যফল স্বরূপ ভয়ানক কষ্টে পতিতা হইবা, আমি তাহাই ভাবিয়া সাতিশয় ম্রিয়মানা হইতেছি।"

কালে অতেজস্বী ভ্রাতা নিজমত দৃঢ়তর রাখিতে পারিলেননা (২০)। মাতার স্বর্গারোহনের পূর্ব্ব হইতেই তিনি সর্ব্ব বিষয়ে স্বার্থপর হইয়া পড়িলেন, দৌরাত্ম্য করা মহাপাপ বেদের এই সারগর্ভ বাক্য স্বীয় প্রিয়বাদিনীর প্রিয়বাক্যে একবারে ভুলিয়া গেলেন; এবং যাঁহার মন্ত্রনা ক্রমে ও ভ্রাতাদিগের অমতে বিশেষতঃ সংসারের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করতঃ আপন প্রদত্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অপ্রাপ্ত বয়সেই বিবাহ দিয়া, নিতান্ত বিলাসিনী, ব্যসনিনী, কুলক্ষয়কারিনী, কালসর্পরূপিণী পুত্রবধূকে গৃহে আনিলেন। উক্ত পোষাপুত্রটী আমার হৃদয় বৃন্তের পরম শোভাকর সুকোমল পুষ্প। ঐ হৃদয় পদ্মটী আমার এতই প্রিয় যে তদ্দর্শনে সংসারের সমস্ত ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিতাম। ঐ বিবাহের অব্যবহিত পরেই একদিবস বিনাকারণে আমার হৃদয়স্থ সুকোমল পদ্মটী বৃন্তচ্যুত কুসুমের

বাটিকার নিত্য প্রকাশিত অম্লান কুসুমের মধুপান তরে নিরত লোলুপ, সে পুষ্পের মধু একবার পান করিলে অনন্ত মধু অভিলাষী মক্ষীকারাও পুষ্পান্তর প্রাপ্তির আশা করেনা; যে প্রমদ কাননে সেই প্রসূন নিরন্তর প্রস্ফুটিত, সেই সর্ব্বজন প্রার্থিত হরিবাঞ্ছনীয় কুসুমাকর বাটীতে যাইবার সরনি স্বরূপ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে তাঁহারা কষ্ট বোধ করিবেন কেন?

---

(২০)। বেদব্যাস বলিয়াছেন—

আলাপাৎ, গাত্র সংস্পর্শাৎ, নিশ্বাসাৎ, সহ ভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈল বিন্দু রিবাম্ভ সি॥

ন্যায় শোভাহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তখন আমি যোগমায়াতে [illegible] আচ্ছন্ন, সুতরাং ত্রিকালজ্ঞ আত্মার সাংকেতিক উপদেশ বুঝিতে না পারিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ গুরুদেব ! গুরুদেব ! বলিয়া দুইতিনবার আহ্বান করিলাম। গুরুদেব দেখা দিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মন-মোহন বদন অনতিবিলম্বেই প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুর আলোড়নে বিচলিত হওয়ায় স্থিরভাবে বসিতে না পারিয়া প্রস্থান করিলেন, সুতরাং আমি মায়ামোহে আচ্ছন্ন হইয়া বলপূর্ব্বক হৃদয়-পদ্মটীকে হৃদয়-বৃন্তে সম্যক সংলগ্ন করিলাম। পরম পূজনীয়া মধ্যমা-ভ্রাতৃবধূ মহাশয়া উক্ত পুত্রের বিবাহের অনতিবিলম্বেই পুত্রবধূ কর্ত্তৃক সাতিশয় নিপীড়িতা হইতে লাগিলেন। এই সকল ও অন্যান্য অনেক কুলক্ষণ দৃষ্টে প্রাণাধিক পোষ্যপুত্রটীকে ধর্ম্মপরায়ণ হইতে উপদেশ দিলাম, এবং স্পষ্টাক্ষরেই বলিলাম ভবিষ্যতে তোমার বড়ই বিপদাশঙ্কা দেখিতেছি। উপদেশচ্ছলে বলিলাম, বৎস ! যাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্ম সততই বিরাজিত থাকেন, তাঁহার কোথাও কোন বিপদ নাই ; ঈশ্বরই তাঁহাকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন। নিভৃত শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানাপ্রকার হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ বিজন বনেও যোগীজন অবলীলাক্রমে অবস্থিতি করিতেছেন। প্রিয়তম ! এই সংসারারণ্য উহাপেক্ষাও ভয়ানক ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস ভূমি। কারণ এইসকল হিংস্রজন্তুরা সম্মুখ সংগ্রাম করেনা, ইহারা মায়াজাল বিস্তার করতঃ শিকারকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া ভক্ষণ করে। এজন্য তোমাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিতেছি তুমি কাহারই কোন মায়ামোহে বিমোহিত হইওনা, সতত ন্যায়দণ্ড দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া বিচরণ কর। কিন্তু কর্ম্মফল কে খণ্ডাইতে পারে ? পোষ্যপুত্রটী মায়ারূপ মোহজালে সমাচ্ছাদিত হইল, ধর্ম্মের প্রতি আস্থা সংস্থাপন করিতে পারিলনা, বরং আমি কোন প্রকারে উপকৃত নাহই তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি করিল। অবশ্য দাতা কল্পতরু সুতরাং শঙ্করেই সে বাসনা পূর্ণ করিলেন। আমি মৌন [illegible] ব্রত অবলম্বন করতঃ গৃহত্যাগী হইয়া নিকটেই অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহাতেও পোষ্যপুত্রটী ব্যবসায়ীদিগের প্রবঞ্চনায় [illegible] হইয়া [illegible] আমার [illegible] সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া [illegible]

[illegible]

[illegible] হইতে মায়াফাঁস সম্পূর্ণ উন্মোচন করিতে পারিনাই, [illegible] সংসৃতি ক্ষেত্রে পরাঙ্মুখ হইতাম। কিন্তু সময়ে সময়ে বলিতাম [illegible]। অথবা আসক্তি যে অধোগতির কারণ তাহা আমাতে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও কি তোমার জ্ঞানোদয় হইলনা? অসার ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া যে যাহাতে আকৃষ্ট হয়, সে তাহা কর্তৃকই সমধিক ক্লেশিত হইয়া থাকে ইহা জগৎ বিধাতারই নিয়ম। দেখ যে ঐকান্তিক মত্ততার সহিত ব্যাঘ্র বা সর্প লইয়া খেলা করে, তাহাকে তাহারই হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। সংসারের এরূপ খেলা বড়ই ভয়ানক তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। খেলিতে হয় খেলা কর, মত্ততার প্রয়োজন কি? খেলায় মত্ততা ঘটিলে তাহাতে ঘোর অনিষ্ট সংঘটন অবশ্যই অনিবার্য্য। চিন্তা করিয়া দেখিলে এই সংসার ধূলা বালির খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মন বিনাবলম্বনে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেনা, তজ্জন্যই বালকেরা ধূলা বালিতে ও যুবকেরা সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হয়, কিন্তু তাহাতে মত্ততা ঘটিলে পদে পদে বিপদাশঙ্কা। কারণ এরূপ অবস্থায় আত্মার কিছুতেই উন্নতি হইতে পারেনা, সুতরাং পরম কারুণিক পরমেশ্বর গুরুতর দণ্ড বিধান করিয়া দিয়া কর্ম্মশক্তি ছিন্ন করিয়া থাকেন। যেমন বালককে ক্রীড়াশক্ত দেখিলে তাহার পিতা তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই প্রকার জগৎ পিতাও আমাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকেন।

বৎস! তোমার পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগের কথা স্মরণ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, আমরা কেহই চিরদিনের নিমিত্ত এই মহীমণ্ডলে বাস করিতে আসিনাই, ধর্ম্মধন উপার্জ্জন [illegible] বিদেশাগত হইয়াছি। বিদেশে আসিয়া বৃথা খেলায় মত্ত হইয়া থাকিলে [illegible] কোথায়? চাকরি নাপাইলে দেশে বিদেশে সর্ব্বত্রই [illegible]। বিদেশে আসিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে নাপারিলে কি লইয়া বাড়ীতে [illegible] বাড়ী হইতে আসিবার সময় পথের খরচ যাহা কিছু আনিয়া [illegible] তাহাও হারাইয়া বসিয়াছ (৯১)। এখন

(৯১) [illegible]

বল দেখি, উপায় কি হইবে? তুমি বাড়ী হইতে ক্রমে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছ (২২) একে সেপথ অতিশয় দুর্গম, তাহাতে আবার তোমার পক্ষে সুদীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে; এরূপ অবস্থায় তোমার একাকী যাওয়া কিছুতেই সাধ্য হইতে পারেনা। কাহাকে সঙ্গে করিয়া লওয়া স্থির করিয়াছ? যাহাদের জন্য উন্মত্ত হইয়া মহামূল্য ধর্ম্ম-ধন বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছনা, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও তাহারা কি কেহ সঙ্গে যাইবে? বরং তাহারা কার্য্যকালে মুড়াঝাঁটা হাতে লইয়া দূর দূর করিয়া খেদাইয়া দিবে।

বৎস! এ যাত্রায় তোমার চাকরি মিলিলনা, উপযুক্ত লোক অভাবে কত পদ যে খালি আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায়না, এমন সস্তা বাজারেও চাকরি সংগ্রহ করিতে পারিলেনা, ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? এমন সময়ে যেমন তেমন একটা চাকরি সংগ্রহ করিতে পারিলে অর্থের অভাব ছিলনা। যাহাহউক মূর্খ লোকের চাকরির প্রত্যাশা করাও বিড়ম্বনা মাত্র (২৩)। অগত্যা তোমাকে শূন্য হস্তেই বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। প্রাণাধিক! পিতা মাতার নিকটে শূন্য হস্তে যাইতে ভয় কি? তাঁহারাও তোমার অর্থের প্রত্যাসা করেন না, অর্থ তোমার নিজের আবশ্যক। তুমি বিদেশে আসিয়া কোন বিপাকে পতিত না হও

---

(২২)। অধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলি যাহার যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় জ্ঞান লাভের আশা তাহার সেই পরিমাণে দূরতর হইয়া পড়ে।

(২৩)। ধর্ম্ম যুদ্ধে অবিচলিত চিত্ত পরমার্থদর্শী সুধীর যুধিষ্ঠির, ধর্ম্মধন বিক্রেতা অনিত্য ধন লোলুপ ক্রূরমতি দুর্য্যোধনকে পাইয়া, ধর্ম্মধন উপার্জ্জন পক্ষে ও ভগবান সমীপে অনিত্য বিষয়ে নিস্পৃহতা দর্শাইতে তাঁহাকে আর দ্বিতীয় পথ (যোগাদি) অবলম্বন করিতে হয় নাই; কারণ যৎকালে মোহভ্রান্ত জনগণ অনিত্য ধনের প্রত্যাসায় উন্মত্ত হইয়া ক্রূরতাসন পরিগ্রহ করতঃ অসুর প্রবৃত্তি গুলিকে আশ্রয় করিয়া সংসার ক্ষেত্রে দেবাসুরের ন্যায় মহাযুদ্ধ সমুপস্থিত করে, তৎকালে পরমার্থদর্শী জ্ঞানীগণ অবিচলিত চিত্তে বিবেকাসনে সমাসীন হইয়া অনন্ত সাধারণ দেবপক্ষ অবলম্বনে ধর্ম্মধন লাভ করিয়া চরিতার্থ হন। বর্ত্তমান সময়ে দুর্য্যোধনের ন্যায় ধর্ম্মধন বিক্রেতার অভাব নাই, সুতরাং কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে ধর্ম্মধন উপার্জ্জন পক্ষে একালে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয়না।। এই সকল কারণ দর্শন করিয়া অনেকানেক ধর্ম্মোপার্জ্জকেরা কলিকালের প্রতি সানন্দ চিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

পুনঃ পুনঃ তোমার বিদেশ যন্ত্রনা ভোগ করিতে না হয় ইহাই তাঁহাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রিয়তম! তোমার নিজের প্রয়োজন বশতঃই পুনরায় বিদেশে আসিতে হইবে; কিন্তু এই গমনা গমনের পথ অতিশয় সরল হইলেও রিপুগণের দৌরাত্ম্যে নিতান্তই দুর্গম ও সুক্ষ্মতা নিবন্ধন সাতিশয় দূরদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই এ পথের একমাত্র কণ্টক, তাহা নহে পথিক-দিগকে বিপথগামী করিয়া উদরসাৎ করণ মানসে নানা প্রকার মায়াধারী ও মায়াধারিনী রাক্ষস রাক্ষসীরা মনোহর বেশ ভূষায় ভূষিত ও ভূষিতা হইয়া আপাত মনোহর রাস্তা বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। পথিকগণ রাস্তায় সুপ্রশস্ততা দেখিয়া বিভ্রান্ত হইলে তাহাদিগকে কণ্টকাকীর্ণ রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া কেবল হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ ঘোর অন্ধকারময় বনে নিক্ষেপ করে। এইরূপ অবস্থায় একাকী নিষ্কণ্টকে যাতায়াত করা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারেনা, তজ্জন্যই তোমাকে বারম্বার বলিতেছি এক জনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। কাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে? তোমার সঙ্গে কিছুমাত্র সম্বল নাই, এত দীর্ঘ দূরের রাস্তা কি প্রকারে অনাহার ব্রত অবলম্বনে অতিক্রম করিবে, ইহা ও পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি ভাবিয়া চিন্তিয়া এক জনকে সঙ্গে লও। এ অম্বিকা, অম্বালিকা, রাধিকা, প্রেমিকা, সাত্বিকা, দ্বারিকা, বালিকা, প্রভৃতির কার্য্য নয়; বহুমূল্য মণি মাণিক্যের আবশ্যক; তাহাতেই বলি দেখিয়া শুনিয়া একটী মণি সংগ্রহ কর। কোন মণি সংগ্রহ করিবে? সেও সামান্য ধন মণি, বিলাসমণি, ঘোটকমণি, গোরমণির কার্য্য নয়; জগৎদুর্ল্লভ অমূল্য চিন্তামণিকে সঙ্গে লইয়া যাও, দেখিও যেন তিনি কিছুতেই তোমার কাছ ছাড়া না হন। তুমি কেবল তাঁহার সঙ্গেই সর্ব্বদা বিহার করিবে, অর্থাৎ একত্রে শয়ন, একত্রে ভোজন, একত্রে পর্য্যটন, একত্রে উপবেশন ও একত্রে কথোপকথন করিবে। তাহা হইলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, তোমার আভ্যন্তরিক ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি রিপুগণও তোমাকে ক্লেশিত করিতে পারিবেনা। চিন্তামণির আর একটী গুণ এইযে তিনি সর্ব্বদা ন্যায় দণ্ড ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। উক্ত ন্যায় দণ্ডের জ্যোতিঃ এতই উজ্জ্বল যে, সে দিনমণির ন্যায় কিরণ বিস্তার করিয়া সমস্ত কুহক বিদূরিত

করতঃ গমনাগমণের সরল ও দুরদৃশ্য পথ সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেন। তোমাকে এস্থলে আর একটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিয়া দিতেছি যে তোমার যেন কিছুতেই সাপত্না দোষ না ঘটে।

এক দিবস ভ্রাতুষ্পুত্রটীকে সম্মুখীন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম লোক-মুখে শুনিতে পাইতেছি তুমি নাকি প্রকাশ করিয়াছ "আমি স্বার্থপর হইয়া তোমাকে ধার্ম্মিক হইতে উপদেশ দিতেছি" তাহাতেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি কে? স্ত্রী তোমার, ঘোটকী তোমার, ভাই তোমার, ভগ্নী তোমার, সংসার তোমার, পিতা তোমার, মাতা তোমার, আমি তোমার, তুমি কে? (তদ্দিগে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম) এ ধুতি তোমার, চাদর তোমার, পীড়ান তোমার, হাত তোমার, পা তোমার, চক্ষু তোমার, নাক তোমার, কান তোমার অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই তোমার তবে তুমি কে? বৎস! প্রিয়তম! প্রাণাধিক! জীবন-সর্ব্বস্ব! আমার জীবনের একমাত্র নিধি, সাধনের ধন চিন্তার কারণ! উত্তর করিলেনা? তুমি কে? আমি তোমার পরিধেয় বস্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না, তোমার চক্ষু, কর্ণ হাত পা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছিনা, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি কে? তোমার অভাবে তোমার ঐ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি শুধু আমার পক্ষে কেন? সকলের নিকটেই অনাদৃত হইবে। সেই জন্যই আমি তোমাপেক্ষা তোমার শরীরকে অধিক ভাল বাসিনা। তুমিও তাহাই ভাল বাসিয়া থাক। তুমি কোন রোগীকে যুক্তি দিয়াছিলে "হাতখানা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া প্রাণ রক্ষা কর, নতুবা বড়ই কষ্ট পাইবে অথচ জীবন রক্ষা করিতে পারিবেনা"। তুমি তোমাকে চিনি কিনা সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি কে? আমার নিকট তোমার কোন ভয় বা সঙ্কোচ নাই, বিশেষতঃ এখন তুমি স্বাধীন হইয়াছ, সরল ভাবে, সাদা অন্তঃকরণে অকপট হৃদয়ে যাহা জান উত্তর কর, তুমি কে? বালক কালে আমার নিকট পাঠাভ্যাসের সময়ে তোমাকে প্রসঙ্গাধীনে বলিয়া ছিলাম বৎস! "চিন্তায় মিলিবে বস্তু তর্কে বহুদূর"। কুসঙ্গে, কুকার্য্যে গুরু দত্ত ধন সব হারাইয়া বসিয়াছ উত্তর করিবে কি?

আমি তোমাকে ধার্ম্মিক হইতে বলি নাই, তুমি সত্য অবলম্বনে বিশেষ-

রূপ চিন্তা করিয়া দেখ, আমি কেবল তোমারই মঙ্গল চেষ্টা করিতে বলিয়াছি। বাপ! যে সর্ব্বদা মিথ্যাকথা বলে, মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলিয়া সংস্থাপনের জন্য চেষ্টা করে, তাহার যথার্থ তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি নাই; তজ্জন্যই বলিলাম "সত্য অবলম্বনে চিন্তা করিবে"। ফলতঃ মিথ্যা কথা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই, কারণ মিথ্যা ব্যবহারে ক্রমেই সত্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া আপনি আপনাকে বিস্মৃত হওত ঘোর মূর্খতা জালে সমাচ্ছাদিত হইয়া নিরয়গামী হয়। (২৪)

প্রাণাধিক! আমি বিলাসী বা ভোগাভিলাষী নহি আমি যে সুখ ভোগ করিতেছি, তাহা জগতীতলে সুদুর্ল্লভ হইলেও অন্যের অপচয় করিবার সাধ্য নাই, বরং তাহা দান করিলে বা অন্যে বল কি কৌশল পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার প্রতিদান স্বরূপ তাহার পুষ্টি সাধনই হইয়া থাকে।

---

(২৪)। যে সমস্ত কার্য্য দ্বারা জীবগণ তমসাচ্ছন্ন হয় তত্তাবৎ কার্য্যকে পাপ কার্য্য ও যদ্দ্বারা সমাজের বা শারিরীক কোন প্রকার অসুবিধা ঘটে তাহাকে দোষজনক কর্ম্ম বলে। বর্ত্তমান সময়ের অনেকেই বলেন "মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ" তাঁহারা মিথ্যা কথাকে পাপ বলিয়া স্বীকার করেন না, বাস্তবিক মিথ্যাকথা বলা কেবল দোষ নহে "৭৩শ" টীকার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশেষতঃ কোন্ কোন্ কার্য্য দ্বারা কোন্ কোন্ প্রবৃত্তি স্ফুরিত ও তদ্দ্বারা কি প্রকারে কি ফল সমুৎপন্ন হয়, ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বিশেষ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কোন কোন ব্যক্তি সত্য কথা বলিতে একান্ত ইচ্ছা করিলেও সরল ভাবে সত্য কথা বলিতে পারেনা প্রায় মিথ্যা কথাই বলিয়া ফেলে, ইত্যাদি হৃদগত চরিত্র লইয়া পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই লক্ষিত হইবে যে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে করিতে পরিশেষে আপনিই তদ্রূপে সংস্কারিত হইয়া ক্রমে ভ্রম জালে অর্থাৎ সত্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া মহাচ্ছন্নতা বশতঃ জন্মান্তরে সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এইরূপে পরদার, খলতা, স্তেয় প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত দশবিধ (ষষ্ঠাঙ্ক দেখ) পাপ কার্য্যের এক একটী দ্বারা জীব [illegible] (কোন কোনটী দ্বারা অনেক প্রকারে) বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। এতাবৎ বিবরণ তত্ত্বজ্ঞ ভিন্ন অন্যের পক্ষে শোভা পাবনা। তবে যাঁহারা দৈব প্রবৃত্তির বলে আত্মার উন্নতি, রাক্ষসী প্রবৃত্তির বলে আত্মার নীচতা স্বীকার করেন না, যাঁহারা আত্মশক্তি বৃদ্ধি দ্বারা শারিরীক শক্তি বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করিতে অসমর্থ, যাঁহারা [illegible] শারিরীক বল বৃদ্ধির একমাত্র কারণ বলিয়া জানেন, যাঁহারা মনুষ্য মাত্রেরই

বৎস! যখন আমি ঘোর বিলাসী ছিলাম, তখনই তোমাকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে কুণ্ঠিত হইনাই, এখনত আমার সমুদায় প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে। যতদিন তুমি আহারান্বেষণে অশক্ত ছিলে, যতদিন তুমি একটী পয়সাও উপার্জ্জন করিতে পারিতেনা, যতদিন তুমি কেবল আমারই প্রত্যাশী ছিলে, ততদিন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে কিছুমাত্র ক্রটী করিনাই। তৎকালে নিজের জঠরানল প্রজ্বলিত হইলে আশাবারি সিঞ্চনদ্বারা তাহাকে নির্ব্বাপিত করতঃ তোমাতেই সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতাম। স্নেহের পুত্তলি! এইরূপ বৃথা কাজে আর কতদিন গত করিব? দেখ পশু পক্ষীরাও দিনমণির মলিন দশাবলোকনে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিতেছে। সামান্যরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে আমরা তাহাদিগের অপেক্ষাও কত ঘৃণিত। তাহারা যতদূরই গমন করুক না কেন পথ হারা হয়না, ঠিক সময়মত আসিয়া আপন আপন কুলায় অবস্থিতি করে। আমরা পথহারা হইয়াও নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি, দিনে দিনে যে দিন গত হ'লো তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছি না।

প্রাণাধিক! আমি অনাহার ব্রত অবলম্বন করিতে পারিনাই, তজ্জন্য সামান্য লতাপতা, ফলমূল কিছু ঘরে সঞ্চিত রাখিতে হয়। অরণ্যে এ সামান্য বস্তুর অভাব নাই, বিশেষতঃ তাহা এখন সংগ্রহ করিতে তোমার সাধ্যেরও অতীত নহে। তজ্জন্য এখন তোমাকে ফলমূল লইতে নিষেধ করিতেছি। ফলতঃ এটী স্বার্থপরতার ধর্ম্ম নহে।

বৎস! কেহ কেহ বিবেচনা করেন উপদেশ গ্রহণের একটী অবধারিত কাল আছে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অন্যের উপদেশের আবশ্যক কি? আবার আর কেহ কেহ বিবেচনা করেন, সকল কাজেই উপদেশ গ্রহণের আবশ্যক

শরীর সমন প্রকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, যাঁহারা দৈব প্রবৃত্তির সমষ্টিস্বরূপ ভগবানের বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিশিষ্ট সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন একপ্রকার শরীর থাকা বলিয়া বিশ্বাস করেন না, যাঁহারা গ্রহগণের সঞ্চার অনুসারে উপবাসাদি করাকে কেবল পাকস্থলী শূন্য রাখাই একমাত্র উদ্দেশ্য নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের প্রবোধার্থে আমার অনেক কথাই বলিবার ছিল বটে, কিন্তু লিখনির দুর্ব্বলতায় মনের কথা মনেই রহিল।

হয়না; বাস্তবিক, তাহা নহে; জ্ঞানের যখন সীমা নাই তখন উপদেশ গ্রহণের সীমা থাকিবে কেন? কোন কার্য্যকেই ক্ষুদ্র মনে করিবেনা কারণ কোন কাজের সহিত আত্মার যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অবধারিত করিতে যখন জ্ঞানীগণও অধীর হইয়াছেন, তখন তোমার আমার কথা কতদূর মূল্যবান তাহা সহজেই অনুমান করিতে পার। দেখ "কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অনুরোধে চুরি করিলেও পাপ হয়না" এইকথা লিখিতে মনুও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ছিলেন।

বৎস! উপদেশ সামান্য বস্তু নহে, মহামূল্য রত্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম, সুতরাং ইহা সকলের নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায়না, গুরুই ইহার একমাত্র আধার। সংসারে খুঁজিলে গুরুজন নিতান্ত বিরল নহে। উপদেশ গ্রহণ যদি আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা কর, তবে গুরুজনের প্রতি ভক্তি স্রোত ঢালিয়া দাও. প্রেমাশ্রুনীরে তাঁহার চরণযুগল ধৌত কর, তাঁহাতে দেহ মন সমর্পণ কর, গুরুবাক্যের প্রতি অচল অটল বিশ্বাস সংস্থাপন কর, গুরুবাক্য লঙ্ঘনে মহাপাপ বলিয়া মনে স্থির সিদ্ধান্ত কর, গুরুবাক্য সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে ধারণা কর, সুদুর্ল্লভ উপদেশ রত্ন প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কপট ভক্তিতে সার-সুখ-রসাস্বাদ-বঞ্চিত নীচাসক্ত, অবিবেকী পিতা মাতা বাধ্য হইতে পারেন বটে কিন্তু গুরুধনে বঞ্চিত থাকিবে। অন্যের উপদেশে কি হইতে পারে? অষ্টাবক্র সংহিতায় লিখিত আছে—

হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোঽপিবা।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ব্বং বিস্মরণাদৃতে॥

অর্থাৎ জাগত বস্তু সমুদয় বিস্মৃত না হইলে, যদি হরি-হর-ব্রহ্মা স্বয়ং উপদেষ্টা হন তাহা হইলেও তোমার শান্তি অর্থাৎ জ্ঞানোদয় হইবেনা।

স্মৃতি শাস্ত্রেও লিখিত আছে।

দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ পুরুষোত্তম॥
ত্রয়মেতন্মনুষ্যাণাং পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহং॥

অর্থাৎ দৈব, পুরুষীয় চেষ্টা এবং কাল এই তিনের সম্মিলন ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারেনা।

ইহার কতিপয় দিবসান্তে ভ্রাতুষ্পুত্রটীকে নিতান্ত অধঃপতিত ও

উপদেশ গ্রহণের অনুপযুক্ত দেখিয়া সংসারের কতিপয় বন্ধু বান্ধবের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আমাদের কর্ম্মফলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সামান্য স্বার্থের জন্য মহামূল্য ধর্ম্মধন বিসর্জ্জন করতঃ মায়াজাল বিস্তার করিয়া বসিল। তখন আমার প্রাণোপম স্নেহের পুত্তলিটীকে বলিলাম বাপ! এখন ওদিকে লক্ষ্য করিওনা, তোমার অত্যন্ত কোমল হৃদয়, মায়ার মোহিনী শক্তিতে সহজেই বিগলিত হইয়া যাইবে, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, কোমল হৃদয়ের কাজ নয়; কিছুকাল বিলম্ব কর, হৃদয় কোটরে কিঞ্চিৎ গুরুধন সঞ্চয় কর, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবে। কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে আমার কথায় কর্ণপাত করিলনা, অতি দ্রুতগতিতে গমন করিয়া নিজে নিজেই মায়াজালে আবদ্ধ হইল। মায়াপতি সুবিধা পাইয়া জালের মুখ সঙ্কুচিত করতঃ সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিলেন। বোধ হয় তাহাতেও তিনি নিঃসন্দেহ হইতে নাপারিয়া উক্ত জাল ও রজ্জু বাছার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করতঃ অতিশয় সঙ্কুচিতভাবে বন্ধন করিতে লাগিলেন। আমি তদ্দর্শনে দূর হইতে মায়াপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলাম মায়াপতে! জাল অত সঙ্কুচিত করিয়া বাঁধিওনা, বৎস নিতান্তই জড়সড় হইয়া পড়িয়াছেন, দেহে বড়ই বেদনা পাইতেছেন, দেখ তোমার তাড়নায় সুকোমল মুখপদ্ম প্রদোষ কালীন শতদলের ন্যায় সাতিশয় মলিনবেশ ধারণ করিয়াছে। বৎসের শরীরেরদিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে সুন্দর মন তৃপ্তিকর গৌরবর্ণ বিষাদে কালিমাভাব ধারণ করায় কত বিশ্রী দেখা যাইতেছে। মায়াপতে! তুমি মায়াপতি। তোমার শরীরে কিঞ্চিন্মাত্রও মায়া নাই ইহা কেমন বিপরীত কথা! মায়াপতির বধিরভাব অবলোকনে ও বৎসের নিতান্ত দীনভাব দর্শনে আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলামনা, জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার মানসে ধাবিত হইলাম, ভাবিলাম প্রায় চারিকাল, গত হইল,জাল জীর্ণ হইয়া থাকিবে, কিন্তু নব আবিষ্কৃত আলকাতরার সংমিশ্রণে তাহা যে আরও দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়াছে তখন তাহা বুঝিতে পারিনাই। অনেক যত্ন করিলাম, ক্ষত বিক্ষত হইলাম, কষ্ট পাইয়া নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিলাম, শরীরে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তথাপি জালের কিছুই করিতে পারিলামনা। তখন ভাবিলাম যার জাল সে ছিন্ন নাকরিলে কার সাধ্য ইহার একগাছি

সূত্র স্থানচ্যুত করে? ভগবন্! তুমি কতদিনে তীক্ষ্ণঅসি ধারণ করিয়া দ্রুতগামী তুরঙ্গ পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ কল্কী নাম ধারণ পূর্ব্বক কলিকে সমূলে বিনাশ করিবে? অহো!!! তাহার এখনও প্রায় ৪২৭০০৬ বৎসর বাকি!! দীনবন্ধো! জ্ঞানসিন্ধো! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতে! জীবনেশ্বর! প্রেমের ও সুখের আধার! তিলার্দ্ধ তোমার বিচ্ছেদ সহ্য হয়না, এত দীর্ঘকাল তোমার অদর্শন কি প্রকারে সহ্য করিব? প্রভো! পাপে কি কলির পরমায়ু কমিবেনা? তুমি সর্ব্বশক্তিমান, সুতরাং যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার; সময়ের অপেক্ষা করিয়া কাজ কি? আবশ্যক হইলেই কাজের সময়ও উপস্থিত হয়। কলি ঘোর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে, আর বিলম্ব করার আবশ্যক নাই। ত্রাণকর্ত্তা! বিপদবারণ মধুসূদন! নরকান্তকারি বিভো! শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া ঘোর বিপদ হইতে সকলকে পরিত্রাণ কর।

বৎস! এইরূপে দিবানিশি রোদন ও পরিতাপ করিয়া, সাংসারিক লোকের চরিত্র আদ্যন্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া, সংসারে ধিক্কার দিয়া পরিশেষে এই পথের পথিক হইয়াছি।

এই বলিয়া গুরুদেব উর্দ্ধনেত্র হইয়া বলিতে লাগিলেন মানবগণ! তোমরা যে পৃথিবীতে বাস করিতেছ, ইহার প্রত্যেক বিন্দু প্রমাণ স্থানে কত অসংখ্য কীট অবস্থিতি করিয়া আহার বিহার, ধাবন ও কুর্দ্দন করিতেছে ইহার জল স্থল শূন্যময় প্রদেশের এমন বিন্দু প্রমাণ স্থান নাই যাহাতে জীবগণের সঞ্চার লক্ষিত হয়না। এইরূপ জীব পরিপূর্ণ পৃথিবীর তুল্য কত বৃহৎ, ক্ষুদ্র, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ধুমকেতু প্রভৃতি অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ, সূর্য্যকে কেন্দ্রস্থান করিয়া শূন্যমার্গে অতি দ্রুতবেগে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহারই সমষ্টি লইয়া একটী সৌরজগৎ। বিশ্বে যে এইরূপ কত সৌরজগৎ বিদ্যমান আছে তাহার ইয়ত্তা করা কাহার সাধ্য? ফলতঃ যে বিশ্ব সাম্রাজ্যের কেবল বৃহত্ত্ব বর্ণন করিতে সুবৃহৎ গ্রন্থেও স্থান পায়না, কল্পনা-কৌতুকী কবিও কল্পনা করিয়া স্থির করিতে পারেননা, যিনি সেই অপরিচ্ছিন্ন সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর, যিনি সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য্যের একমাত্র নায়ক, যিনি পূর্ব্বোল্লিখিত কল্পনাতীত জীবের একমাত্র শাসন, পালন ও রক্ষাকর্ত্তা,

এবং যিনি সকলের একমাত্র অভিভাবক, উল্কাপাত, মেঘ গর্জ্জন, বজ্রধ্বনি, আগ্নেয়গিরির ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত, প্রবল ঝটিকা প্রভৃতি অসংখ্য কার্য্য যাঁহার শক্তির পরিচায়ক, যাঁহার প্রখর-তেজ, বিশ্ব প্রকাশক সূর্য্যদেব, ও সাম্যভাব, সুবিমল পূর্ণচন্দ্র প্রকাশ করিতেছেন, যাঁহার অপরিসীম মহিমা ও সুচারু-কৌশল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক জীবে, প্রত্যেক অণুতে, প্রকাশ পাইতেছে, সেই ব্রহ্মাণ্ডপতি, বিধাতার বিধান উল্লঙ্ঘন করিতে তোমাদিগের কি কিঞ্চিন্মাত্রও ভীতির উদ্রেক হইলনা? এই বলিয়া অপরিচ্ছিন্ন অখিল বিশ্বভাবক প্রভু অবিরল-ধারায় নেত্রনীর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থাঙ্ক।

এইরূপে প্রভু প্রেম অশ্রু-নীর বর্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলাম— জ্ঞান প্রকাশক-প্রভো! আমি এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি, এই সংসার বালকদিগের ক্রীড়াভূমি সদৃশ, ইহাতে নিজের কোন ফলই লক্ষিত হইতেছেনা; বিশেষতঃ যে পারিবারিক লোকের জন্য, যে পদমর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য, যে ইন্দ্রিয় সুখের জন্য এত যত্ন, এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, যে সংসারের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার প্রয়াস স্বীকার করিতে হয়, তাহারা ফলপক্ষে কিছুই নহে, বরং আত্মার শত্রুতা সাধনই করিয়া থাকে। ফলতঃ আমি এখন সমস্তই বিপরীত দেখিতেছি; যে অবস্থাকে আমরা মৃত্যু বলিয়া জানি তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে জন্ম এবং যে অবস্থাকে জন্ম বলিয়া, মনে বিশ্বাস করিতাম তাহা মৃত্যু। আরও দেখুন যে স্ত্রী, পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে পরমমিত্র বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, তাহারাই আত্মোন্নতির সম্পূর্ণ বিরোধী। যে সংসারকে একমাত্র সুখের আগার বলিয়া মনে অকপট ধারণা ছিল, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবেও সর্ব্বতোভাবে দুঃখময়! আমি এরূপ আশ্চর্য্য মরীচিকা ভ্রম আর কখনও বুঝিতে পারি নাই।

অতএব মহিষ্ঠদেব! আমি আপনাতে প্রপন্ন হইলাম, দয়া বিতরণে আমাকে শিষ্যত্ব পদে বরণ করিয়া সঙ্গে লইয়া চলুন, আমি আর কিছুতেই বন্ধুহীন গৃহে প্রতিগমন করিবনা।

গুরু।——বৎস! তুমি অনেক ভুল বুঝিয়াছ। জগতে কেহই অবন্ধু নহে; অনভিজ্ঞতা দোষে অবন্ধুও বন্ধু হয়, বন্ধুও শত্রু হয়। এই সংসারও জীবগণ উদ্ধারের দ্বারস্বরূপ। যাহাহউক তোমাকে আর কিছু নাবলিয়া যাইতে পারিতেছিনা। এই সংসার বালকদিগের ক্রীড়াভূমি সদৃশ সত্য, কিন্তু যেমন বালকেরা পূর্ণদেহ অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারগুলির পূর্ণ-প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত বৃথা খেলা না খেলিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেনা * সেই প্রকার অজিতেন্দ্রিয় লোকও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলির অপূর্ণতায় মিছা মায়াময় সংসারের মিছাখেলা না খেলিয়া জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেনা। অজিতেন্দ্রিয় লোকের সংসার পরিত্যাগ বড়ই ভয়ানক। আসুরিক প্রবৃত্তি-শীলদিগের পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের সম্ভাবনা কোথায়? যে চারি প্রকার আশ্রম (২৫) আছে তন্মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্যবহার করিতে না জানিলে সর্ব্বনিকৃষ্টের মধ্যে পরিগণিত হয়। গৃহিগণ কি প্রকারে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনে আসুরিক প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে এই স্থলে তাহার দুই চারিটী উদাহরণ দেখাইয়া দিতেছি শ্রবণ কর।

যে ভক্তি একমাত্র মুক্তির কারণ তাহা পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ জানিয়া অভ্যাস করিবে। অপত্য হইতে সকল জীবের প্রতি স্নেহ ও দয়াকরা শিক্ষা করিবে, আত্মীয় স্বগণ হইতে বৈরাগ্য, স্ত্রী হইতে একপক্ষে প্রেম, একাগ্রতা, অপরপক্ষে ভক্তি পরীক্ষা ও অনাশক্তি (২৬); রাজা হইতে ঐশ্বরিকভাব এবং নানা প্রকার ভক্ষ্য ও বিলাস বস্তু হইতে নিস্পৃহতা ও শত্রুগণ হইতে অহিংসা প্রভৃতি গুণ অভ্যাস

* যেহেতু মন ক্ষণকালও বিনাবলম্বনে থাকিতে পারেনা।

(২৫) আশ্রম চারিপ্রকার—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু।

(২৬) স্ত্রীলোকেরা এক স্বামী হইতেই প্রেম, ভক্তি, সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা একাগ্রতা ও ঐশ্বরিকভাব প্রভৃতি প্রায় সমস্ত গুণই লাভ করিতে পারে বলিয়া তাহা-দিগের উপাসনার পক্ষে দ্বিতীয় বিধান আবশ্যক নাই। বিশেষ বিবেচনা করিয়া

করিবে। ফলতঃ যে সকল গুণের অঙ্কুর আত্মায় সঞ্চিত হওয়ায় মনুষ্যদেহ ও যাহাদের পূর্ণ প্রকাশেই পূর্ণ মনুষ্যত্ব (২৭) তাহার অধিকাংশই (২৮) সংসার আশ্রম হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরও দেখ সংসারের কার্য্য সম্যক পর্য্যবেক্ষণ না করিলে অহং কর্ত্তৃত্বভাব কিছুতেই বিদূরিত হয়না; অহং কর্ত্তৃত্বভাব দূর না হইলে ধর্ম্মরক্ষণে দৃঢ়তা জন্মেনা, ধর্ম্মরক্ষণে কৃত-সংকল্প না হইলে, মন তেজস্বীতা লাভ করিতে পারেনা, অতেজস্বীর জিতেন্দ্রিয়তা লাভ অবশ্যই অসম্ভব। ইন্দ্রিয় পরায়ণের শান্তিই বা কোথায়? পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভইবা কোথায়?

সংসারের আর একটী গুণ এই যে সংসারের নিয়মগুলি (২৯) প্রতিপালন করিয়া চলিলেও জীবের ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্যগণ জীবদেহের সামঞ্জস্য লাভ করিতে না পারিলে তেজস্বী হইতে পারেনা। অতেজস্বীগণ সংসার পরিত্যগ করিয়া কি করিবে? পাশব প্রবৃত্তির বশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দৌরাত্ম্য, তাহাদিগের মন কিছুতেই ঈশ্বরপদে স্থির রাখিতে পারেনা। যাহারা কর্ম্ম-কাণ্ড (৩০) সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে

দেখিলে সাধনার পক্ষে স্ত্রী ধর্ম্মই সুলভ। বোধ হয় তজ্জন্যই কোন কোন শাস্ত্র কারেরা সাধক মাত্রকে দেবিকা অর্থাৎ স্ত্রীরূপদে ও উপাস্য দেবতাকে স্বামীপদে বরণ করিয়াছেন।

এই স্থলে চিন্তা করিলে সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে বিধবা বিবাহ অকর্ত্তব্য।

(২৭)। পূর্ণ মনুষ্যত্ব—ধৃতি, দয়া, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধীশক্তি, আত্মজ্ঞান" সত্য (যথার্থভাব), অক্রোধ, প্রেম, বৈরাগ্য ঔদাসীন্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সন্তোষ প্রভৃতি গুণের পূর্ণপ্রকাশে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়।

(২৮)। অবশিষ্ট (সমস্ত গুণই) গুণগুলি দৈবী বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(২৯)। অতিথি সংকার, কন্যাদান, অন্নদান, বস্ত্রদান প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দান কার্য্য, যাগ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি উত্তেজিত হয়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রভাবে অধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি হৃদয়ে স্থান পায়না। ফলতঃ মনুষ্যগণ কেবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সহায়েই দেহ ও জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে।

(৩০)। পূর্ব্বোক্ত (২৯টীকার) অতিথি সংকারাদি। যাহারা মনকে জয় করিতে পারে নাই অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তায় যাহাদিগের মন একাগ্রতা লাভ করে নাই, তাহারা সৎকর্ম্মগুলি পরিত্যাগ করিলে অসৎকর্ম্মের চিন্তা নাকরিয়াই স্থির থাকিতে পারেনা, কারণ মন স্বভাবতঃ চঞ্চল।

ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কোন পাপ প্রবৃত্তির কার্য্যই চিন্তা করে তাহাদের নরকেগমন অনিবার্য্য।

যাহাহউক আর অধিক বেলা নাই, তুমি লক্ষিত স্থানে গমন কর, আমি কখন কোথায় কি অবস্থায় থাকি তাহার কিছুই বলিতে পারিনা, কারণ আমি বাসনা বর্জ্জিত। তোমাকে স্থূলপক্ষে বলিয়া দিতেছি, জ্ঞান-যোগ সহকারে যে আশ্রমই অবলম্বন করনা কেন, তাহাই মোক্ষ পথের দ্বারস্বরূপ, তদ্বিপরীতেই বিপরীত ফল সমুৎপন্ন করে তাহার সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তোমার মতি যেন ঈশ্বর পদে অটল অচল ভাব ধারণ করে।

দয়াল প্রভো! আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম; ইহার অনতিদূরেই পরিচিত স্থান আছে, অদ্য তথায় গিয়া অবস্থিতি করিব। যে সংসারাশ্রম গ্রহণের নিমিত্ত আদেশ করিতেছেন, তাহার আভ্যন্তরিক অবস্থা মনে হইয়া আমার হৃদয় যুগপৎ প্রকম্পিত ও তাহার কার্য্যের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে একবারে বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে। কারণ সংসারের কোন কার্য্যেই সরলতা লক্ষিত হইতেছেনা, সুতরাং প্রায় সমস্ত কার্য্যই এখন আমার নিকট ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইতেছে।

গুরু।——প্রিয়তম! কেন তুমি সংসারের ভয়াবহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে? সে যে নরকের দ্বারস্বরূপ! ধর্ম্ম কর্ম্মগুলি অতি সহজ ও অনায়াস সাধ্য। দেখ—চুরিকরা অপেক্ষা না করা সহজ, মিথ্যাকথা বলা অপেক্ষা সত্যকথা বলাই সুগম, ক্রুরতা অপেক্ষা সরলতাই সহজ, পরাধীনতা অপেক্ষা স্বাধীনতাই ভাল, ব্যতিব্যস্ত হইয়া কার্য করা অপেক্ষা সুস্থভাবে কাজ করাই উত্তম ও সুফল প্রদ, অধিক ধনের অধিপতি অপেক্ষা পরিমিত অর্থই বিশেষ সুবিধা, শাল জামিয়ার গায়ে দেওয়া অপেক্ষা বালাপোষই আরাম, কোট পেণ্টুলেন ব্যবহার করা অপেক্ষা ধুতি চাদর পরিধানই সুলভ, সুকোমল শয্যায় শয়ন করা অপেক্ষা, যেখানে সেখানে শয়ন অভ্যাসই সুখদ; নাকে নত দিয়া আহার করা অপেক্ষা শূন্য নাকে আহার করাই আরাম; নানা প্রকার বেশভূষায় শরীরকে ভারাক্রান্ত না করিয়া খালি শরীরই অক্লেশ; ব্যসনী স্ত্রী অপেক্ষা পতিব্রতা স্ত্রীই দাম্পত্য প্রেমের

আধার; মূর্খ শতপুত্র অপেক্ষা পণ্ডিত একপুত্রই ভাল, লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র অপেক্ষা এক চন্দ্রই শোভাকর।

আরও দেখ উষ্ণা চাউল অপেক্ষা আতবান্নই উপকারী, মৎস্য মাংস পাক করা অপেক্ষা নিরামিষই সহজ, বিবিধ উপাদেয় অপেক্ষা ঘৃত দুগ্ধই ভাল, ঘৃত দুগ্ধ সংগ্রহ করা অপেক্ষা শাক অন্নই সুলভ, দুই পাক অপেক্ষা এক ঢালাই আরও ভাল, দুই বেলা আহার করা অপেক্ষা এক বেলাই নিষ্কণ্টক, প্রতিরোজ আহার করা অপেক্ষা মধ্যে মধ্যে আহার না করাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দুই নৌকায় পা দেওয়া অপেক্ষা এক নৌকাই সুখদ, বিচ্ছিন্ন মন অপেক্ষা একাগ্রতাই প্রার্থনীয়। এই একাগ্রতা ঈশ্বরে অটল অচল ভাবে অর্পিত করিতে পারিলেই মুক্তি।

বৎস! তোমাকে আর একটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিয়া দিতেছি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিবে। যে পর্য্যন্ত তোমার মন তেজস্বীতা লাভ না করিবে সে পর্য্যন্ত তুমি এই মায়াময় বাজারের মনোহারী দোকানের * নিকট দিয়াও গমন করিবেনা। যেমন তোমার পুত্রকে চাউল, দাইল, লবণ, তরকারীর দোকানে না লইয়া মনোহারী দোকানে উপস্থিত করিলে তোমার বিলক্ষণ ক্ষতির সম্ভাবনা; সেই প্রকার অতেজস্বী মনেরও পদে পদে বিপদ সম্ভাবনা।

শিষ্য——গুরুদেব! একাগ্রতা অভ্যাসই যখন মুখ্য সাধনা, তখন এই বহুল-কার্য্য-সঙ্কট সংসার হইতে কি প্রকারে তাহা লাভ করা যাইবে? এবং একটীমাত্র (তাহাও নিরাকার) লক্ষ্য করিয়াই বা কি প্রকারে অসংখ্য চিন্তাশীল মন স্থির থাকিবে, তাহা আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা, যখন আমার প্রতি দয়া স্রোত ঢালিয়া দিয়া অজ্ঞান-মলা দূরীভূত করতঃ বহুকষ্টে দীপ প্রজ্বালিত করিয়াছেন, এখন তাহাতে তৈল সিঞ্চন না করিয়া চলিয়া গেলে আপনার সমস্ত শ্রম বিফল হইবে এবং আমিও পূর্ব্ববৎ ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছাদিত হইব। অতএব কিঞ্চিৎ ধীরগমনে চলিয়া আপনার প্রজ্বালিত দীপে তৈল সিঞ্চন করিতে আজ্ঞা হয়।

---

* কুসঙ্গ ইত্যাদি।

গুরু——তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি—মনেকর তুমি একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের বিষয়ে ভাবিতে লাগিলে, এরূপ অবস্থায় তাহার একটী পত্রের অবয়ব মাত্র গ্রহণ করিলেই কি শেষ হইল? ঐ বৃক্ষ ভিন্ন অন্য বৃক্ষের কথা মনে স্থান না পাইলেই তাহাকে একাগ্রতা কহে। আর ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষের প্রত্যেক পত্রে ভগবানের অসংখ্য কারুকার্য্য বর্ত্তমান আছে, ঐ সমস্ত সূক্ষ্মতম কারুকার্য্য নয়ন গোচর করিবার শক্তিকে ধী-শক্তি কহে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতির কার্য্য বিশ্বব্যাপক ও সুচারু সুকৌশল সম্পন্ন। তাঁহার কোন অংশে মনের একাগ্রতা সংস্থাপন করিতে পারিলে ক্রমে ধীরে ধীরে ধী-শক্তি সমুৎপন্ন হয় *। এই ধীশক্তির মহিমায় মঙ্গলময়ের মঙ্গল উদ্দেশ্য যতই জাজ্বল্যমানরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে, ততই মন ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া বিমলানন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এই সুখ এতই সুখকর যে উহার অঙ্কুর মাত্র হৃদয়ে স্থান পাইলে পার্থিব যাবতীয় সুখকে নিতান্ত জঘন্য বলিয়া তৎপ্রতি মনের সাতিশয় ঘৃণা জন্মে। তখন শান্তি সুখের অঙ্কুর-স্বরূপ বৈরাগ্যলাভের আর অধিক বিলম্ব থাকেনা। যদি প্রাকৃতিক দৃশ্য, ধর্ম্ম-শাস্ত্র, জীবের কর্ম্ম-ফল-ভোগ, ঈশ্বরের জীব সৃষ্টির নিয়ম ও উদ্দেশ্য, তাঁহার দশাবতারের কার্য্য প্রভৃতি অবলম্বনে ঐরূপ জ্ঞান লাভে অসমর্থ হও, তবে কর্ম্মাসক্তি ছিন্ন করতঃ পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া তাঁহাদের দিকে ভক্তি স্রোত প্রবাহিত কর; তাহা হইতেই সমস্ত লাভ করিতে পারিবে, কারণ ভক্তি হৃদয়ের সঞ্জীবনী-শক্তি।

কর্ম্ম আর চিন্তা তুমি এক মনে করিতেছ, বাস্তবিক তাহা নহে। মনে কর তুমি প্রত্যূষে উঠিয়া পাঠ অভ্যাস করিতে বসিলে, পড়িতে পড়িতে স্নানের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, পাঠ অভ্যাস হইয়াছে কিনা ভাবিতে ভাবিতে স্নান করিলে, ভাতে সিদ্ধ যাহা পাইলে তাহাদ্বারাই আহার করিলে, মনে মনে পড়ার চিন্তা করিতেছ বলিয়া আহারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নাই, সুতরাং ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা করিতে পারিলে না, সারস পক্ষীর ছানারমত সব ভাত উদরস্থ করিলে, অনায়াসে শরীরের রক্ষা হইল। পড়া ভাবিতে ভাবিতেই পাঠশালায় উপস্থিত হইলে, এরূপাবস্থায় পড়া অবশ্যই ভাল বলিতে পারিবে। আহার অভিলাষে যদি তুমি পড়ার

* এই শক্তি লাভ করিতে বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্রে অধিকার থাকা আবশ্যক।

চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া রসাস্বাদন পূর্ব্বক আহার করিতে, তাহা হইলে ঐ অবস্থায় উদর পরিতোষ করিতে অবশ্যই অসমর্থ হইতে, সুতরাং তোমার শারীরিক কষ্টও হইত, পড়াও ভাল বলিতে পারিতেনা। এখন বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি তুমি ঐশ্বরিক ভাব (৩১) সতত মনে জাগরুক রাখিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর তাহা হইলে অবশ্যই তোমার ইষ্ট (ধর্ম্মপ্রবৃত্তি) লাভ হইবে (৩২) এবং সাংসারিক কার্য্যও সুচারুরূপে ও নির্ব্বিবাদে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, তাহাব সন্দেহ নাই (৩৩)।

শিষ্য—দয়ালপ্রভো! আপনার কথিত শেষাংশের সমস্ত কথার মর্ম্ম বিশদরূপে বুঝিতে পারিলামনা। এক কাজ করিতে অন্য কাজের বিষয় চিন্তা করা কিরূপে সম্ভবে? যে প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণের কথা বলিলেন, তাহা অবশ্যই সম্ভব হইতে পারে বটে কিন্তু অন্নপাক করিয়া লইতে হইলে তাহার প্রস্তুত প্রণালী চিন্তা না করিলে কি প্রকারে চলিবে?

গুরু—আমার উদ্দেশ্য ঐরূপ নহে। ঐশ্বরিকভাব (ঈশ্বরের স্বভাব) মনে সতত জাগরুক রাখিতে বলিয়াছি অর্থাৎ যখন যে কার্য্যই করনা কেন কিছুতেই যেন পাপ স্পর্শ না হয়, অর্থাৎ সতত পাপ কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিয়া দৃঢতার সহিত কেবল এক সত্যপথ অবলম্বনে অর্থাৎ বিধাতার বিধানানুসারে সমস্ত কার্য্যই করিবে, ভ্রমেও কখন সত্যভ্রষ্ট হইবেনা। অর্থাৎ ভ্রমাবস্থায় কখনই কোন কার্য্য করিবেনা (৩৪)। কর্ম্মফল সমস্ত ঈশ্বরে সমর্পন করিবে, ফলাকাজ্ক্ষী হইয়া কখনই কোন কার্য্য

---

(৩১)। কেবল ঐশ্বরিকভাব—অধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্যে শাস্তি প্রদান ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্যে শুভফল দান করা ভগবানের স্বভাব। অতএব ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে সমস্ত প্রকারের কার্য্যদ্বারাই যাহাতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি স্ফুরিত ও অধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির বিলয় হয়, কেবল তাহাই করিবে।

(৩২)। কেবল একমাত্র ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বলেই মনের একাগ্রতা বা স্থিরতা সম্পাদিত হয়।

(৩৩)। কেবল ঐশ্বরিকভাব মনে রাখিয়া অর্থাৎ পার্থিব বা সাংসারিক সর্ব্ববিষয়ে, অনাসক্ত থাকিয়া কার্য্য করিলে তাহার আর বিপদ নাই।

(৩৪)। যখনই মন ঈশ্বর ভ্রষ্ট হইবে অর্থাৎ সদসৎ বিচারে প্রতিনিবৃত্ত থাকিবে তখনই রাক্ষসী প্রবৃত্তিগুলি সময় পাইয়া আপাত মনোহর শ্রবণরঞ্জন-বাক্যে মনকে বিমোহিত করিয়া অসৎপথে পরিচালিত করে; ইহাকেই ভ্রম বলে। অতএব ভ্রমাবস্থায় কোন কার্য্য করিলে রাক্ষসী প্রবৃত্তিরই কার্য্য করা হয়।

করিবেনা ও কার্য্যফলে কিছুমাত্র হর্ষ বিষাদ বোধ না করিয়া কেবল তাঁহা হইতে বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম সমস্ত অবগত হইতে থাকিবে (৩৫)। এইরূপে কার্য্য করিতে করিতে মন আপনা হইতেই তেজস্বী হইয়া পড়িবে। ভগবদ্ভক্তিদ্বারা মন তেজস্বীতা লাভ করিলে পাপাশক্ত ইন্দ্রিয়গণ আর তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারেনা, সুতরাং তাঁহারা অকৃত কার্য্য হইয়া সামঞ্জস্যাবলম্বনে মনের একান্ত অনুগতভাবে কার্য্য করিতে থাকিবে। জিতেন্দ্রিয়ের পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের আর বিপদ নাই। ফলতঃ সুচতুর মনুষ্যেরা মনকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রতিভূস্বরূপ জানিয়া তাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযম পক্ষে অন্য কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া ঈশ্বরে মন সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। বিশেষতঃ বৎস! ভগবান বলিয়াছেন—— "যিনি শ্রদ্ধাবান হইয়া মদ্গত মনদ্বারা আমাকে ভজনা করেন, আমার মতে তিনিই সকল যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" এই বলিয়া গুরুদেব চক্ষু মুদ্রিত করতঃ অটল গিরিবরের ন্যায় ক্ষণকাল নিষ্পন্দভাব অবলম্বন করিলেন।

পঞ্চমাঙ্ক।

অনতিদীর্ঘকাল পরেই গুরুদেব চক্ষুরুন্মিলন করতঃ দ্রুতবেগে গমনোদ্যত হইলে, আমি গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলাম— গুরুদেব! আপনাকে অধিক বিরক্ত করিতেও সাহসিক হইতেছিনা, অথচ নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটী বিষয় না জানিয়া কি প্রকারে প্রতিনিবৃত্ত হইব? ভবার্ণবের কাণ্ডারী! কোন্ কোন্ কার্য্যদ্বারা পাপ সমুৎপন্ন হয়, তাহা সবিস্তার বর্ণনদ্বারা আমাকে কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে আজ্ঞা হয়—এবং সুপথ দেখাইয়া উত্তুঙ্গ-তরঙ্গময় মহাসমুদ্র পারের একমাত্র তরণী এই চরণ-যুগল আমারে সম্প্রদান করুন্। এই বলিয়া তাঁহার চরণ প্রান্তে নিপতিত হইলাম, এবং ভক্তিস্রোত প্রবাহিত

(৩৫) যাঁহারা কার্য্যদৃষ্টে লোকের মনোগতভাব (ধর্ম্ম কি অধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য) বুঝিতে পারেন, কেবল তাহারাই ভগবানের বিধান অবগত হইতে সক্ষম।

করিয়া স্বীয় নেত্রনীরে ভবার্ণবের তরণী-স্বরূপ চরণ-যুগল ধৌত করিলাম প্রভু বড়ই দয়াময়, তিনি স্বীয় পদ্মহস্তে আমাকে ধারণ করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি এত কাতর হইলে কেন? তোমাকে যাহা বলিতে হয় সংক্ষেপে প্রায় সমস্তই বিবৃত করিয়াছি এবং যাহা উপার্জ্জন করিতে আসিয়াছ তাহাও বলিয়াছি, বাজারে না খুঁজিলে তাহা মিলিবে কোথায়? আমার সঙ্গে যাইতে অভিলাষ করিয়াছ, বিজন পর্ব্বত গুহায় তাহার কিছুই পাওয়া যায়না; সম্বল না থাকিলে তথায় কি খাইয়া বাঁচিবে? সে ত মায়াময় বাজার নয়, যে পরস্পর বেচা কেনা দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে? আমি বলিলাম মোক্ষদাত! সংসার সমুদ্রের তরঙ্গ একে উচ্চতর, তাহাতে আবার তাহার দিক নির্ণয় নাই, বিশেষতঃ তাহার অধিকাংশ স্থানেই ভয়ানক আবর্ত্ত প্রচণ্ড বেগে বিঘূর্ণিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে আবার কোন কোনটীর বেগ এতই তীব্র যে তীরস্থ নৌকাকেও অবলীলাক্রমে আকর্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ পরিচালন করতঃ গভীর সমুদ্রে নিমগ্ন করে। পূর্ব্বে একপ্রকার বায়ু প্রবাহিত থাকায় বাদাম তুলিয়া পাড়ি দিবার অনেক সুবিধা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহাতে অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে। নানা দিগ্‌দেশ হইতে একপ্রকার ভিন্ন প্রকৃতির বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় চলিষ্ণু নৌকাকে হঠাৎ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। এরূপ অবস্থায় একজন সুযোগ্য কর্ণধার না থাকিলে কিপ্রকারে উত্তীর্ণ হইব তাহাই ভাবিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছি।

গুরু—বৎস! ভবার্ণবের সুযোগ্য একমাত্র কর্ণধার প্রত্যেক দেহতরীতে হাইল ধরিয়া বসিয়া আছেন, তুমি যে উপদেশরূপ চরণতরী প্রার্থনা করিলে, তাহা তোমাকে সম্প্রদান করিলাম। এই নৌকাখানি স্বভাবজাত অর্থাৎ ইহা জগৎ শিল্পকরের প্রস্তুত, বিশেষতঃ ইহাতে কোন প্রকার জোড়া তালি নাই, সুতরাং ইহা জল নিমগ্ন হওয়া নিতান্তই অসম্ভব; তবে বায়ুর বেগ অতিশয় মৃদু হওয়ায় নৌকা মৃদু গমনশীলা হইয়াছে, এসময় কতিপয় বলবান দাঁড়ীর নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অধিকাংশ সুযোগ্য দাঁড়ীরা বিদেশীয় নৌকা পরিচালন করায় লোকের একবারে অভাব হইয়া পড়িয়াছে। তুমি নৌকায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া না থাকিয়া যথাসাধ্য দাঁড়ীর কার্য্য করিতে পারিলে নিতান্ত মন্দ হয়না,

কিন্তু দৈশিও ম্বম্বাদের প্রতি তোমার যেন লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়। ইহার গতি মন্দ হইলেও, নানা দিগ্‌দেশস্থ বায়ু এই চলিষ্ণু নৌকার বিপরীত গতি করিবার সাধ্য নাই; তাহা নিতান্ত বেগবান হইলেও ধুতি চাদর কাড়িয়া লওয়াই উর্দ্ধতম ক্ষমতা; যাহাহউক প্রিয়তম! সংসারের ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা জানিতে অভিলাষ করিয়াছ, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধের বিস্তৃত বিবরণ, কথা প্রসঙ্গে অনেকবার বলিয়াছি, কিন্তু তাহা নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য বলিয়া তোমার স্মৃতি থাকিতেছেনা, পুনরায় বলিতেছি, বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর, তাহাহইলে তোমার ভ্রম নিরাকৃত হইবে।

মনুষ্যদিগের মনের প্রকৃতি দুইপ্রকার—ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও অধর্ম্মপ্রবৃত্তি। অভয় (ক) সত্ত্বশুদ্ধি (খ) জ্ঞানযোগনিষ্ঠা (গ) দান, দম, (ঘ) যজ্ঞ-প্রবৃত্তি, অধ্যয়ন, তপ, আর্জ্জব (সরলতা) অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, শান্তি (মনকে জয় করা) অপৈশুন্য (ঙ) সর্ব্বভূতে দয়া, নির্লোভ, মৃদুতা, অচাপল্য, তেজঃ, (চ), ক্ষমা, ধৃতি (ছ), শৌচ (জ), ত্যাগ (ঝ), নাতিমানিতা (ঞ), প্রভৃতিকে ধর্ম্ম বা দৈবী প্রবৃত্তি বলে। আর দম্ভ

(ক) অভয়—সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্তিলাভ করতঃ কেবল আত্মনির্ভরে আনন্দানুভব।

(খ) সত্ত্বশুদ্ধি—মনের নির্ম্মলতা।

(গ) জ্ঞানযোগ নিষ্ঠা—ধর্ম্মশাস্ত্রাদির প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া যে একপ্রকার সংস্কার লাভ করা যায় তাহাকে জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানবলে চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাসকে যোগ বলে। এইরূপ যোগে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা থাকার নাম জ্ঞানযোগ নিষ্ঠা।।

(ঘ)। দম—বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম (ঋতুকালাদ্যতিরিক্ত কালে স্ত্রী সংস্পর্শাদির অভাবকে দম বলে।)

(ঙ)। অপৈশুন্য—পরোক্ষে পরদোষ কীর্ত্তন না করা।

(চ) তেজঃ—স্ত্রী, বালক, কুলোক প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত না হওয়া।

(ছ)।—ধৃতি—(এইস্থলে) যথাবিহিত কার্য্যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি অবসাদ প্রাপ্ত হইলেও তাহাদিগকে ধৈর্য্যযুক্ত রাখিবার যত্ন বিশেষকে ধৃতি বলে।

(জ)। শৌচ—(এইস্থলে) ধন প্রয়োগাদিতে মায়া না থাকা।

(ঝ)। ত্যাগ—ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ।

(ঞ)। নাতিমানিতা—নিজের পূজনীয়তা জ্ঞান না থাকা।

দর্প, ক্রোধ, অভিমান, নিষ্ঠুরতা, প্রমাদ (অসাবধানতা), আলস্য ও মোহ (ভ্রান্তি) প্রভৃতিকে অধর্ম্ম বা আসুরিক প্রবৃত্তি বলে।

যেসকল কার্য্যদ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি উত্তেজিত হয়, তাহাদিগকে ধর্ম্ম কর্ম্ম ও যেসকল কার্য্যদ্বারা অধর্ম্ম অর্থাৎ আসুরিক প্রবৃত্তিগুলি উত্তেজিত হয় তাহাদিগকে অধর্ম্ম কর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম বলে (৩৬)। সাংসারিক কোন্ কোন্ কার্য্যদ্বারা ধর্ম্ম ও কোন্ কোন্ কার্য্যদ্বারা অধর্ম্মের সঞ্চয় হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়না। দেখ যে বিষপানে জীবের জীবন বিনষ্ট হয় আবার অবস্থানুসারে ব্যবহার করিতে জানিলে তদ্দ্বারাই জীবন রক্ষিত হইয়া থাকে। পাপ পুণ্য কর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ জানিবে। যে জীব হিংসা* পাপ সঞ্চয়ের অগ্রগণ্য, স্থলবিশেষে তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও পাপ-স্পর্শ হয়না (৩৭) বরং তদ্দ্বারা মুক্তির পথেই অগ্রসর হওয়া যায়। প্রাণি বিনাশে ব্রতী হইয়া ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিরাও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ এবং অর্জ্জুন ভগবান কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ছিলেন। আবার সৎকর্ম্মের অবস্থা দেখ—তুমি একজন দরিদ্রকে একখানা বস্ত্র দান করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলে "আমি বড় দয়াবান, আমি এই কার্য্য-দ্বারা লোক সমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া সম্মানিত হইব, অথবা ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হইব ইত্যাদিরূপ ফলাকাঙ্ক্ষী হইলে, এরূপাবস্থায় পুণ্য সঞ্চয় হওয়া দূরে থাকুক, অভিমান প্রভৃতি অধর্ম্ম প্রবৃত্তি গুলির উত্তেজনায় তোমার পাপেরই সঞ্চয় হইবে। অনভিজ্ঞের সম্বন্ধে পুণ্যজনক অধিকাংশ কার্য্য হইতেই

---

(৩৬)। যেসকল কর্ম্মান্তে সুখানুভব হয় অর্থাৎ যেসকল কার্য্য সুখোৎপাদক তৎসমুদয়কে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও যেসকল কর্ম্মান্তে কষ্টানুভব হয় অর্থাৎ যেসকল কর্ম্ম দুঃখোৎ-পাদক সেইসকল কর্ম্মকে অধ অধর্ম্ম কর্ম্ম বলে। ধর্ম্মাধর্ম্মের এইরূপ সংজ্ঞা করাই যুক্তিমূলক কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যার ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে অমৃতে গরল উৎপন্ন হইতে পারে আশঙ্কায় নীরব থাকা গেল। ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মের যথার্থ সংজ্ঞা এই—যে-কল কার্য্যদ্বারা জীবগণ জীবন বা আত্মা ধারণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাদিগকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও যেসকল কার্য্য করায় জীবগণ জীবন ধারণে অসমর্থ হয় তাহাদিগকে অধর্ম্ম কর্ম্ম বলে। কিন্তু এরূপ সংজ্ঞা কেবল আত্মতত্ত্বজ্ঞের পক্ষেই শোভা পায়।

*। জীবহিংসা—প্রাণীবধ

(৩৭)। শাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধার্হ }
অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্দ্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্র দারাপহারীচ ষড়েতে আততায়িনঃ।
আততায়ী বধে রাজন্ দোষ মনুরব্রবীৎ

এইরূপ ফললাভের সম্ভাবনা, কারণ যে ভক্তি গুণের সাহায্যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলি লাভ করা যায় তাহা অনভিজ্ঞের হৃদয়ে স্থান পায়না, উহা তত্ত্ববিদ জ্ঞানী হৃদয়ের অমূল্য নিধি, ফলতঃ নিতান্ত অভক্তের পক্ষে কোন কার্য্যই পুণ্যজনক হইতে পারেনা। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভক্তি, হৃদয়ের সঞ্জীবনী শক্তি, ভক্তি, হৃদয়ের সঞ্চিত গুরুধন, ভক্তিই, একমাত্র মুক্তির কারণ। তুমি সাধারণ চিন্তা দ্বারাই ইহা বুঝিয়া লইতে পারিবে যে কোন ব্যক্তিকে অতি সুখাদ্য জিনিষাদি দ্বারা ভোজন করাইয়া তাঁহার প্রতি পারুষ্য ব্যবহার করিলে সে কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেনা, এরূপ ভোজন দ্বারা তোমার শুভফল লাভ হওয়া দূরে থাকুক বিপরীত ফল প্রাপ্তিই অনিবার্য্য।

বৎস! যে একমাত্র ভক্তি মুক্তির সোপান, তাহা সহজে লাভ করা যায়না। কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি অবশ্যই অসম্ভব। জগতে এমন একটী কার্য্য দেখিতে পাইবেনা যাহার পূর্ব্বে কারণের উদ্ভব হয় নাই। যখন তুমি নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা যাথার্থ নির্ণয়ে সমর্থ হইবে, মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার তোমার শরীর হইতে সুদূর পরাহত হইবে, তত্ত্ব নির্ণয়ে কৌতুহলী হইয়া কুতর্কে কুব্যবহারে বৃথা বাক্যালাপে যখন তোমার বিরক্তি জন্মিবে, সময় অমূল্য নিধি বলিয়া তাহাকে সমধিক যত্ন করিবে, তখন তুমি জ্ঞান চর্চ্চার আসন পরিগ্রহে অধিকারী হইতে পারিবে। ফলতঃ কেবল বিদ্বান গণই তত্ত্ববিদ গুরুর শিষ্যত্ব পদ প্রাপ্তির অধিকারী। যখন তুমি ভগবান প্রসাদাৎ তত্ত্বজ্ঞানী গুরু লাভ করিতে পারিবে, যখন তুমি তাঁহার চরণ প্রান্তে উপবিষ্ট হইতে পারিবে, যখন তিনি তোমার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিবেন, যখন তুমি তাঁহার মন মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে, যখন তুমি গুরুর অনুগ্রহে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে আমরা পিতা মাতা দ্বারা লালিত পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, তাঁহাদের যত্নে আমরা কত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ ও কত সুখ সচ্ছন্দতা সম্ভোগ করিতেছি, মাতার শরীর নিঃসৃত দুগ্ধদ্বারা আমাদের এই শরীর বলিষ্ঠ ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, ফলতঃ যখন জানিতে পারিবে আমাদের প্রতি তাঁহাদের প্রাণোপম স্নেহ বা যত্ন না থাকিলে আমরা কত বিপদে পতিত ও কত সুখভোগে বঞ্চিত হইতাম তাহার ইয়ত্তা করা যায়না, তখন কোন পাষণ্ড

ভক্তিভাবে পরিপ্লুত হইয়া প্রেমাশ্রুনীর বর্ষণ করতঃ তাঁহাদের চরণযুগল বিধৌত না করিয়া নীরব থাকিতে পারে? কে তাঁহাদের [illegible] বৃদ্ধির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে পরাঙ্মুখ হয়?

চণ্ডীমণ্ডপে দশভুজার মূর্ত্তি দর্শন ও চণ্ডীপাঠ বা শ্রবণ করিয়া যখন তুমি গুরুর অনুগ্রহে জানিতে পারিবে, ভগবান কৃপা পরবশ হইয়া আসুরিক প্রবৃত্তির সমষ্টি স্বরূপ শুম্ভকে তাহার অনুচরবর্গের সহিত সমূলে বিনাশ সাধন মানসে ভগবতীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এবং আবশ্যক বশতঃ দশ হস্ত ও নানা প্রয়োজন বিস্তার করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শুম্ভের কামিনীবিলাস অভিলাষ বিচূর্ণ করণ মানসে, মোহিনী বালারূপে হিমালয় পর্ব্বতোপরি বিচরণ করিয়া যুদ্ধ যোজনা করিয়াছিলেন, এই ঘটনা সত্যযুগে হইলেও যখন তুমি গুরুর কৃপায় সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, দেবাসুরের যুদ্ধ সর্ব্বদা প্রায় সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করতঃ যখন তুমি দেবপক্ষ অবলম্বনে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিমল সুখে ভাসিতে থাকিবে, যখন তুমি বুঝিতে পারিবে সর্ব্বশক্তিময় কেবল আমাদের হিতের নিমিত্ত অসংখ্য শক্তি, অসংখ্য উপায়, অসংখ্য বিধান বিস্তার করিয়াছেন ও অহর্নিশ করিতেছেন, তখন তুমি পর্য্যায় ক্রমে ভয়, বিস্ময় ও প্রেমাশ্রুনীরে নিমগ্ন না হইয়াই থাকিতে পারিবেনা। এইরূপে যখন তুমি ভগবানের রাম ও কৃষ্ণ অবতারের গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিবে, তখন তাহাতে [illegible] দেখিতে পাইবে, আমাদের মোক্ষপথের দ্বারস্বরূপ কত প্রেম, কত ভক্তি, কত মিষ্টি, কত জ্ঞান, কত বৈরাগ্য, কত সত্য নিষ্ঠা, কত বিমলানন্দ বিরাজ করিতেছে; এবং কত জনে তাহা কত প্রকারে লাভ করিয়া কত সুখে ভাসিতেছে। ভগবানের প্রত্যেক লোমকূপে যখন তুমি অসংখ্য সৌর জগৎ দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারিবে প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহ [illegible] কর্ত্তৃক কেমন সুন্দর নিয়মে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া অতি [illegible] সূক্ষ্মমার্গে পরিভ্রমণ করতঃ কেবল জীব সাধারণের মঙ্গল বিধান করিতেছে, অথচ এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বিন্দু প্রধান [illegible] ক্ষণী বা অথবা পরমাণুর সংযোগে [illegible] যখন তুমি [illegible] প্রাকৃতিক [illegible] [illegible] নিয়োজিত হইবে, জীব [illegible]

কৌশল দেখিতে পাইবে; যখন তুমি বৃহৎকায় হস্তী ও কীটাণুর স্থষ্টির কারণ বুঝিতে পারিবে, যখন দেখিতে পাইবে স্থষ্টিকর্ত্তা কোন কোন স্থলে জীব স্থষ্টির সাধারণ নিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া অপূর্ব্ব কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক অপার করুণারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যখন তুমি হস্তীর খর্ব্ব গণ্ডদেশে অঙ্গুলি সংযুক্ত শুণ্ড সংলগ্নের মর্ম্ম অনুভব করিতে পারিবে, যখন চর্ম্ম চটীকার পক্ষযুগের প্রত্যেক কোণে লৌহময় বড়িশবৎ বক্রনখ প্রদানের কারণ জানিতে পারিবে, উষ্ট্রের ভিন্ন প্রকৃতির শরীর; তোকস্থলী ও পৃষ্ঠোপরি স্থূলাকার ককুদ, বহুরূপ নামক প্রাণীর বর্ণ পরিবর্ত্তনের শক্তি এবং পতঙ্গ বিশেষে বহুনেত্র প্রদান ইত্যাদির কারণ জানিতে পারিয়া একবারে চমৎকৃত ও পরম উপকৃত বোধ করিবে, যখম তুমি পরম-ভক্তি-ভাজন পিতাকে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত দেখিয়া রোদন করিতে করিতে চিন্তিত চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইবে এবং নিজে নিজেই বলিতে পারিবে যিনি আমাকে কিঞ্চিন্মাত্র বিষাদিত দেখিলেই আমার বদন চুম্বন করতঃ কত ব্যস্ত কত সান্ত্বনা বাক্য বলিতেন অথচ এখন তাঁহার চরণ-যুগল নেত্র-নীরে অভিষিক্ত করিয়াও কোন উত্তর পাইতেছি না, যখন আপনা হইতেই উত্তর পাইবে, পিতৃঠাকুরের চৈতন্যদেব ছাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার দয়া মায়া তাঁহার সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে, যখন বুঝিতে পারিবে আমিও কেবল চৈতন্যময়ের শক্তিতেই রোরুদ্যমান হইতে পারিতেছি, যখন জানিতে পারিবে, এক আত্মাই সকল দেহে অবস্থিতি করিয়া বিচিত্র বিশ্বের বিচিত্র কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, ফলতঃ যখন জানিতে পারিবে, এক চৈতন্যময়েরই সমস্ত কার্য্য, তিনিই সকল কার্য্যের কর্ত্তা, তিনিই বিশ্ব ব্যাপক, তিনিই জল স্থল শূন্যময় প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তিনিই আমাদের দুঃখোৎপাদক ভোগবিলাস দূরী-করণ মানসে বিষয় ভোগ করাইতেছেন, আমাদের সংসারমত্তার ছেদন মানসে তিনিই সংসারে নানাপ্রকার অসুখ উৎপন্ন করিতেছেন, তিনিই আমাদের উন্নত পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সৎকার্য্যে অনুকূল প্রদান করিয়া প্রোৎসাহিত করিতেছেন, তিনিই আমাদের কেবল মঙ্গলোদ্দেশে কখন ব্যাঘ্ররূপে কখন সর্পরূপে কখন বা ব্যাধিরূপে জীবন মুক্ত করিতেছেন, যখন প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে যে এক পরম কারুণিক

পরমেশ্বরই উদ্ভিদরূপে আহার যোগাইতেছেন, পিতারূপে প্রতিপালন করিতেছেন, মাতারূপে স্তনপান করাইছেন, যখন তোমার দৃঢ়-বিশ্বাস হইবে যে শরীর রক্ষোপযোগী নানাপ্রকার উপাদেয় সামগ্রীসম্বলিত দুগ্ধভাণ্ড তোমার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই প্রেরণ করিয়াছেন, এবং সুধু প্রেরণ করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকেন নাই; মাতাকে স্নেহময়ী করিয়া ও দুগ্ধভাণ্ডকে যত্নে রাখার জন্য তাঁহার বক্ষঃস্থলে সংস্থাপন করিয়াছেন, তখন তুমি ভগবান সমীপে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়া ভক্তিরসে পরিপ্লুত না হইয়া থাকিতে পারিবেনা। যখন তুমি গুরুর সম্যক কৃপায় সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে, পরম কারুণিক মঙ্গলাকর পরমেশ্বর কেবল তোমার আত্মার মঙ্গলের জন্যই অহর্নিশ অবিচ্ছিন্নরূপে কার্য্য করিতেছেন, তিনি তোমার হৃদয় মন্দিরে অবস্থিতি করিয়া তোমার দেহস্থিত পরম শত্রু, পাশব প্রবৃত্তিদিগকে বিনাশ করিয়া তোমাকে পরম সুখের পথে ক্রমে অগ্রসর করাইতেছেন; যখন তোমার গুরুদেব তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে প্রত্যেক জীব দেহের দৈব বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির কার্য্য, আসুরিক বা অধর্ম্ম প্রবৃত্তির কার্য্য এবং ভগবানের কার্য্য ও তাঁহার কার্য্যের মর্ম্ম পৃথক পৃথকরূপে দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিবেন, তখন পশু পক্ষীদিগের কথা দূরে থাকুক। অধিকাংশ মনুষ্যদিগকে ঘোর মোহ (ভ্রম) জালে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া একবারে চমৎকৃত ও বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন না হইয়াই স্থির থাকিতে পারিবেনা। তখন দেখিতে পাইবে তাহারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির নিষেধ সত্বেও আপনাদিগের পরম শত্রু আসুরিক প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তনায় অগ্নিদৃষ্ট পতঙ্গের ন্যায় নিজে নিজেই পাপাগ্নিতে ধাবিত হইতেছে; তথাপি পরম কৃপালু পরমেশ্বর তাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া নানা উপায়ে তাহার প্রতিবিধান করিতেছেন। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ গোচর করিয়া কোন ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত না হইয়া স্থির থাকিতে পারে? কাহার মন দুরন্ত রাক্ষসী প্রবৃত্তির ভয়ে ভীত না হইয়া শান্তি লাভে সমর্থ হয়। কোন মূঢ় আসুরিক প্রবৃত্তি গুলিকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে পরাঙ্মুখ হয়? কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম বা দৈব প্রবৃত্তিগুলি লাভার্থ ও আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিশেষতঃ ভগবানের অপার করুণায় বিগলিত বা বিহ্বল হইয়া অজস্র অশ্রুনীর বর্ষণে বিরত থাকিতে পারে?

এইরূপে প্রেমাশ্রুনীর বর্ষণদ্বারা যখন তুমি ভক্তিভাবে ভাসিতে থাকিবে আত্মোন্নতি সাধনাই যখন তোমার একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিবে, জগদাত্মা পরমেশ্বরকে অন্তর বাহিরে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাইবে, ফলতঃ যখন তোমার অহংকর্ত্তৃত্ব ভাব সমূলে সুদূর পরাহত হইবে, তখন তুমি যাহা করিবে তদ্দ্বারাই ধর্ম্মোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। (৩৮)

বৎস! যে ধর্ম্মধন অভাবে আমরা স্বর্গচ্যুত হইয়াছি, যাহা উপার্জ্জন করিতে আসিয়াছি, যাহার অভাবে আপনি আপনাকে ভুলিয়া বসিয়া আছি, যাহার অভাবে আমরা পথ হারা হইয়া রোরুদ্যমান হইতেছি, যাহার অভাবে আমরা শত্রুকে মিত্র ও মিত্রকে শত্রু বিবেচনা করিয়া ঘোর বিপদে পতিত হইতেছি, যাহার অভাবে বিমল সুখে একবারে বঞ্চিত হইয়াছি, যাহার অভাবে আমরা পুরীষ প্রবাহিত ও অতি দুর্গম পথ দিয়া মহান ক্লেশ ভোগ করতঃ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছি, যাহার অভাবে আমরা ঘোর অন্ধকারে বাস করিতেছি, সেই অমূল্যনিধি ধর্ম্মধন কেবল এক ভক্তি যোগেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইলে অধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলি আর স্থান পায়না, তখন তাহারা কে কোথায় লুক্কায়িত হয়, অনুসন্ধান করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়না। অধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলি সকল অনর্থের মূল। ইহারাই ইন্দ্রিয়গণকে চঞ্চল করে, মনুষ্যদিগকে বিপদসাগরে ভাসাইয়া দেয়' অসত্য বস্তুতে সত্য' ও সত্য বস্তুতে অসত্য বলিয়া ভ্রম জন্মায় এবং ইহারাই মনুষ্যদিগকে বৃথা কার্য্যে ও পাপকর্ম্মে উন্মত্ত ও বৃথা পর্য্যটন করায়। ইহারাই মনুষ্যদিগকে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে দেয়না। ইহারাই যোগীর যোগ ভঙ্গ করে। যথার্থপক্ষে চিন্তা করিয়া দেখিলে, এই একমাত্র রাক্ষসী প্রকৃতিই মনুষ্যদিগের দেহ, মন ও দৈব প্রবৃত্তি

(৩৮) যদি কেহ আসুরিক প্রবৃত্তির বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও আপন সংস্কারের একান্ত অনুরোধে তত্তাবৎ সহসা পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হন, তাহাহইলে যদি তিনি ভক্তিযোগ সহকারে একটী পাপকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অপর দশটী পাপকর্ম্মের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, এরূপ অবস্থায় অনুষ্ঠিত পাপকর্ম্ম অবশ্যই ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত।—বহুপ্রাণী বিনাশশীল ব্যক্তির পক্ষে দেবোদ্দেশে ছাগ পশুবধ অবশ্যই ধর্ম্মকর্ম্ম, কামপরায়ণের পক্ষে দারগ্রহণ সঙ্গত, অজিতেন্দ্রিয়ের পক্ষে সংসার আশ্রম অবলম্বন সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ইত্যাদি।

সমূহের পরমশত্রু। ইহারা শুধু মনুষ্য কেন প্রাণীমাত্রকেই সত্বরে উদরস্থাৎ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারাই সদ্য নরমাংসভোজী রাক্ষস, বোধ হয় এই কুলেই দুরন্ত অত্যাচারী রাক্ষসরাজ রাবণের জন্ম হইয়াছিল, তাহাদের অহিতাচার নিবারণার্থ ভগবান্ স্বয়ং রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া দৈবপ্রবৃত্তির সহায়ে রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন, এবং সাধারণ লোকদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী উপদেশ দিবার নিমিত্ত কণ্টকাকীর্ণ বিমাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি বহুজনপূর্ণ দশরথ গৃহে সামান্য নররূপে আবির্ভূত হইয়া নরলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যাহাহউক বৎস! আমাদের ঐ সকল উদরের কথায় আবশ্যক নাই; তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া এই সংসার কারাগারে অবস্থিতি করিতেছি। নূতন দণ্ডে দণ্ডিত না হইলে দণ্ডভোগের অবশ্যই একটা সীমা আছে; যে কোন প্রকারে দণ্ডভোগের সীমান্ত স্থানে উপনীত হইতে পারিলে অন্তত: দণ্ডভোগের হস্ত হইতে অবশ্যই মুক্তিলাভ করিতে পারিব, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন প্রকারে পাপসংস্পর্শে পুনরায় দণ্ডভোগ করিতে হইবে আশঙ্কায়, অতি সুচতুর মহাবীর ভীষ্মদেব, সুবিধা পাইয়া রাজ্য পরিত্যাগ ও চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। অতএব যেসকল কার্য্যদ্বারা যে যে প্রকারে পাপগ্রস্ত হইয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয় এবং কিপ্রকারেই বা তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

ষষ্ঠাঙ্ক।

১। প্রাণীহনন, ২। স্তেয় (চৌর্য্য), ৩। পরদারগমন, ৪। অসৎ প্রলাপ (অনর্থক বা নিষ্প্রয়োজনীয় বাক্যাবলি ব্রহ্মবর্জ্জিতা কথা), ৫। পারুষ্য (কটুবাক্য প্রয়োগ ও পরনিন্দা প্রভৃতি), ৬। পৈশুন্য (খলতা), ৭। মিথ্যাকথন, ৮। পরদ্রব্যে অভিরুচি, ৯। সকল দ্রব্যে সৌহার্দ্য (সকল দ্রব্যেই তৃপ্তি সন্তোষ প্রভৃতি), ১০। মনদ্বারা কর্ম্মের

কল্ল চিন্তন ইত্যাদি দশবিধ পাপকর্ম্ম। এই পাপকর্ম্ম হইতে তুমি স্বতঃ প্রতিনিবৃত্ত হইবে অর্থাৎ ঐ সকল কার্যে ব্রতী হওয়া দূরে থাকুক উক্ত দশবিধ পাপকার্য্যের কোনটীর প্রতি প্রীতিজনক ভাব মনে স্থান পাইলে মন হইতে তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিবে। এইকার্য্যে বলপ্রকাশে কিঞ্চিন্মাত্রও শৈথিল্য করিবেনা, অর্থাৎ মনে কষ্টবোধ হইলেও অনতিবিলম্বে ঈশ্বর গুণানুবাদ আরম্ভ করিবে. এবং উক্ত কার্য্যের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ভগবান সমীপে অকপট হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ সবেগে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়া হৃদয়মন্দির নিধৌত করিবে; কারণ ঐ সকল কর্ম্মের অঙ্কুর মনে জাগরুক থাকিলে, গোচনা সংযুক্ত দুগ্ধেরন্যায় সমস্ত সৎকর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য বাঞ্ছা-কল্পতরু-স্বরূপ জ্ঞানসিন্ধু দীনবন্ধু সর্ব্বাগ্রে ঐ সকল কার্য্যের প্রতিফল দান করিয়া মনকে ঐ দশবিধ পাপকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃদ্ধ করতঃ পরে অন্য কার্য্যের ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

শিষ্য—হৃদয় বিকাশক প্রভো! আপনার এই বাক্য শ্রবণে আমার হৃদয় ভয়ে বিহ্বল হইল, কারণ ঐ সকল কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকা নিজের সাধ্যায়ত্ত বটে কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিতেও পারিবনা। মনের এই কার্য্য কি প্রকারে রোধ করিব ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছি, বিশেষতঃ ঐ সকল কার্য্য যখন মনে সমুদিত হয়, তখন প্রেমাশ্রুনীর বর্ষণ করা দূরে থাকুক ঈশ্বর গুণানুবাদ করিতেও সাধ্য হয়না। এরূপাবস্থায় প্রভো! আমার গতি কি হইবে?

গুরু—বৎস! তুমি ব্যাকুল হইওনা, জ্ঞানসিন্ধু স্বরূপ দীনবন্ধু কোন কার্য্যের অভাব রাখেন নাই। তুমি আমার কথাগুলি হৃদয়স্থ কর, পরে নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবে ও সুপথ আপনা হইতেই দেখিতে পারিবে!

তুমি আপন কুলগুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তন্নির্দ্দিষ্ট দেবমূর্ত্তিকে মনের প্রধান অবলম্বন করিবে; এবং পটে সেই দেবমূর্ত্তি সংস্থাপন করতঃ যথাসাধ্য সর্ব্বত্র রক্ষিত করিবে ও সঙ্গে রাখিবে। অপিতু তাঁহার ভোজনে ভোজন, শয়নে শয়ন করিবে; তাঁহাকে নির্জীব জড় পদার্থ মনে করিবেনা, চিন্তাদ্বারা ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে, যিনি আমার হৃদয় মন্দিরে সতত বিরাজ করিতেছেন, যাঁহার অবস্থিতিতে আমি আমিত্ব

ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, ফলতঃ যাঁহার শক্তিতে বাক্যস্ফুরণ হইতেছে, এই শরীর কর্ম্মঠ বলিয়া বোধ হইতেছে, সেই দেহীর দেহ, জীবনের জীবন প্রাণকে (জ্ঞান চক্ষুর অভাবে) চর্ম্ম-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বাহিরে সংস্থাপন করিয়াছি। অতএব যাহাতে তোমার আত্মা সন্তুষ্ট থাকে, তৎসমস্ত দ্বারা সতত তাঁহাকে পূজা বা ভক্তি করিবে ও আত্মবৎ যত্ন করিবে। চিন্তা ও যুক্তিযুক্ত বাক্যদ্বারা ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হইবে যে তিনি যেমন তোমার একমাত্র স্বামী তুমিও তাঁহার তেমনি একমাত্র সেবিকা। এইরূপ চিন্তা ও কার্য্যদ্বারা অর্থাৎ গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র, ধ্যান ও উপদেশাদি অবলম্বনে যখন তোমার মন নির্ব্বাত প্রদীপের মত স্থিরভাব অবলম্বন করিবে, পার্থিব কোন কার্য্যেই মন বিচলিত হইবেনা, তখন তোমার মন কামাদি দুরন্ত পাশব প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করতঃ ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হইবে, তখন ধ্যানযোগে আত্মশরীরে মূর্ত্তিমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পতিকে দেখিতে পাইয়া তৎসহবাসে অভূত-পূর্ব্ব সুখে মত্ত হইবে।

তোমাকে এইস্থলে সাবধান করিয়া দিতেছি—তুমি চিত্রপটে দেবমূর্ত্তি ভিন্ন কখনই অন্যমূর্ত্তি অবলোকন করিবেনা। কি আশ্চর্য্য! লোকে চিত্রপটে স্ত্রী, পুত্র ও আপনার মূর্ত্তি ইত্যাদি প্রতিবিম্বিত করিয়া অবলোকন করে। এ সকল কথা দূরে থাকুক লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়াও যে বৈরাগ্য পথ লাভ করা যায়না, তাহা ঘোর লম্পট ও ব্যাভিচারিণীদিগের আশ্রয় স্থান হইয়া উঠিয়াছে এবং যে সন্ন্যাসধর্ম্ম শত শত বার বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায়না, তাহা স্তেয় ও পৈশুন্য প্রভৃতি কপটাচারীগণের জীবনোপায় হইয়া উঠিয়াছে। কলি যাহা বলিয়াছিল তাহাই করিল। রে পাপিষ্ঠ! রে নরক পন্থে! রে কুল নাশক! তুইকি সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িয়াছিস্? তোর কি অদৃশ্য স্থান কোথায়ও নাই? চিত্রপটগুলির মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়াছিস্? তুই যতই করিস্না কেন কিন্তু ধার্ম্মিকের দিকে কখনই নয়ন নিক্ষেপ করিসনা। ভীম পরাক্রম ভীমের গদার কথা ত স্মরণ আছে? তুই একশত বলে বলীয়ান হইয়া আসিলেও এক ভীমের গদা প্রহারে সমূলে বিচূর্ণ হইয়া যাইবি, কারণ ধর্ম্ম ভীম পরাক্রমে পরিরক্ষিত।

শিষ্য—গুরুদেব! আপনার উপদেশ বাক্যে আমার মন যেরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে মন্ত্র গ্রহণে আর কালবিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছিনা, দয়া বিতরণে আপনার চরণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ স্থান দান করিলে কি দোষ হয়?

গুরু—বৎস! শিষ্যতম! এক তারকব্রহ্ম হরিই সকলের উপাস্য দেবতা; তবে ঈশ্বরের কৃপাভাজন জ্ঞানীগণ লোক হিতার্থে মানবের প্রকৃতি অনুসারে জগৎকারণ-ভগবানকে রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি নামে বিভক্ত করিয়া মন্ত্র প্রদান ও উপদেশ দিয়া থাকেন। বৎস!

আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং।
নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং॥
অন্তর্ব্বহির্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্ব্বহির্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং॥

এই বলিয়া গুরুদেব হরি নামের নানা মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। হরিহে! তোমার কৃপাভাজন ব্যক্তিগণ কি সকল দিকই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া উঠে। এমন অমৃত-বর্ষী কণ্ঠস্বর ও বিশুদ্ধভাবের উচ্চারিত “হরি” নাম আর কখনও শুনিতে পাইনাই। আহা! কি আশ্চর্য্য! গুরুদেব হরি নাম বলিতে বলিতে স্বীয় বক্ষঃস্থল প্রেমাশ্রুনীরে একবারে প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন, এবং ধীরগমনে মহাশ্মানের দক্ষিণস্থ গো-কুল বাজারে গিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। তাহার ক্ষণবিলম্বে যাহা দেখিলাম তাহা প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্যের বিশ্বাস হইতে পারেনা। সুবিস্তৃত পদ্মপত্রের ন্যায় নয়নযুগল হইতে অনর্গল ভক্তিবারি নির্গত করিয়া বসুধা প্লাবিত করিলেন। তৎকালে আমার মনে ক্ষণকাল এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে প্রভু এইরূপে নেত্রনীর বর্ষণ করিয়া বুঝি দ্বিতীয় পতিত-পাবনী কলুষনাশিনী গঙ্গাদেবীর উদ্ভব করিবেন। প্রভু ইতঃ পূর্ব্বেই পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে উর্দ্ধনেত্র হইয়া ক্রমে চক্ষুমুদ্রিত করতঃ নীরব হইলেন। আমি তৎকালে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে সাহসিক হইলামনা, তখন ধরিত্রী দিনমণির অভাবে অতিশয় ম্রিয়মানা হইয়া মলিন বসন পরিধান করিয়াছেন, তথাপি কর্ম্ম বিনিপুণ *

*। বিনিপুণ—এক অর্থে দক্ষ, অন্য অর্থে অপটু।

বাজারের লোকেরা তখনও কর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। সেই অন্ধকার মধ্যেই স্ব স্ব আবাসে প্রতিগমন করিতেছে। অমানিশার সমাগমে ঘোর অন্ধকারে পথ সমাচ্ছাদিত হওয়ায় কেহ কিছু দেখিতে পাইতেছেনা। সুতরাং পুনঃ পুনঃ পদস্খলন হইয়া পড়িতেছে। কাহারও গুড়ের ভাঁড়, কাহারও বা দুগ্ধের ভাঁড়, কাহারও বা দুধের ভাঁড় ইত্যাদি পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। রাস্তায় কতপ্রকার সাপ, পোকা, মাকড়, ব্যাঘ্র, ভল্লুক খাল, বিল আছে, অন্ধকারে কে কাহার ঘাড়ে পড়িতেছে তাহার ঠিক নাই। কেহ কেহ বা নক্ষত্র তাড়িত উল্কাপিণ্ড প্রভৃতির আলোক অবলম্বন করিয়া পাদনিক্ষেপ করিতেছে; সুতরাং অন্ধলোক বশতঃ অগ্নানক করালরূপী মরীচিকার উদরস্থ হইয়া প্রাণ দিতেছে; মানবগণ! কে নাজানে এই অন্ধকারের সুযোগে দুষ্ট নিশাচরেরা আপনাদিগের কামাভিলাষ পূর্ণ করে? অন্ধকারে পতিত হইয়া কতলোক যে কতপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহা প্রত্যক্ষ জানিয়া শুনিযাও কেহ সতর্ক হয়না, এক পয়সা ব্যয় করিয়া আলো জ্বালিতে অনেকেই পরাঙ্মুখ।

দোকানী দোকান বন্দ করিতেছে দেখিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের ইচ্ছা হইল। ভাবিলাম যখন পয়সা আছে তখন উদরকে পরিতুষ্ট করায় ক্ষতি কি? এই বলিয়া দোকানের দিকে নয়ন প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং দুই এক পদ তদ্দিকে অগ্রসর হইলাম, কিন্তু বিলম্ব হইবে আশঙ্কায় কিছু গ্রহণ করিলাম না। প্রত্যাগমন করিয়া দেখি—জ্ঞানভাণ্ডার স্বরূপ চিন্তামণি গুরুদেব অদৃশ্য হইয়াছেন। জীবের জীবন, জীবনের জীবন, জ্ঞানীর জ্ঞান, অজ্ঞানীর মাণিক্য ও বিপদবারণ-মধুসূদন, জ্ঞান-সিন্ধো! দীনবন্ধো! প্রভো! ইত্যাকার রবে কতই ডাকিলাম এবং নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে উন্মত্তেরন্যায় সমস্ত রজনী অনাহারে সাধ্যমত সকল স্থানে অনুসন্ধান করিলাম। নদীর কূলে কূলে দেখিলাম, কিছুতেই দর্শন পাইলামনা। এই ভাবে ঘোর অমানিশা প্রভাত হইল বটে; কিন্তু আমার হৃদয়াকাশে আমার দিনমণির উদয় হইলনা। তখন আর হৃদয়-বল্লভের বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করিতে পারিলাম না, লজ্জা ভয় সব দূরে গেল, উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া উঠিলাম এবং আত্মকৃত কর্ম্মফল মনে

করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, যদি লোভের উদ্রেক না হইত, উদর পরিতোষ ইচ্ছা না জন্মিত, যদি পয়সা সঙ্গে না থাকিত তবে আমার প্রাণবল্লভ প্রাপ্তির নিদানীভূত চিন্তামণিস্বরূপ গুরুধনকে কিছুতেই হারাইতামনা। রে লোভ! তুই সকল অনর্থের মূল, বাল্যাবধি তোর আজ্ঞাবহ হইয়া কতই করিলাম, নানাপ্রকার ভক্ষ্যবস্তু, বিবিধ বিলাসবস্তু, পদমর্য্যাদাদি কতই তোর উদরস্থ করিলাম কিন্তু কিছুতেই তোর সুগভীর জঠর পরিপূর্ণ করিতে পারিলাম না। উদরিল! এখন তোর উদর যেরূপ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বোধহয় বিশ্ব-সংসার দান করিলেও তোর তৃপ্তিলাভ হইবেনা। অতএব অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমা হইতে একগাছি তৃণও প্রাপ্ত হইতে পারিবিনা; কেবল তোকে প্রাণবল্লভের নিমিত্ত ঊর্দ্ধমুখে আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতে হইবে। রে জঠরানল! তুই সর্ব্বভক্ষক হুতাশন, তোকে আর কি বলিব; তুই মাতৃরক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নির্দ্দিষ্ট অনির্দ্দিষ্টভাবে প্রতিরোজ কত দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, পায়স, লুচি, চিনি, কচুরি, মোহনভোগাদি খাইয়া ভস্মীভূত করিলি, তথাপি তোর প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইলনা? অতএব তোর প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে অদ্য হইতে তোকে কেবল ফল, মূল, লতা, পাতামাত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। রে অর্থ! তুই সকল অনর্থের মূল, তুই মানবের কি না করিয়া থাকিস্? ক্রোধ, হিংসা, মান, অভিমান প্রভৃতি সকল প্রকার পাশব প্রবৃত্তির তুই প্রধান উত্তেজক। তোকে যদি সঙ্গে না রাখিতাম তাহা হইলে আমার নয়নের মণি, শান্তি ও সুখের একমাত্র আধার, ভবার্ণবের তরণী স্বরূপ গুরুধন হারা হইতাম না, সুতরাং আমার জীবন কৃষ্ণকে পাইতেও আর অধিক বিলম্ব হইত না। অতএব তোকে আর স্পর্শও করিবনা।

এইরূপ নানা প্রকার আত্মকৃত কার্য্যের পর্য্যালোচনা ও অনুশোচনা করিয়া স্বীয় নেত্র নীরে অভিষিক্ত হইলাম এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া দয়ার সাগর, করুণার আকর, বিপদ-বারণ মধুসূদনকে বলিতে লাগিলাম, দয়াময়! তুমি এ সময় কোথায় রহিলে? একবার দেখা দাও দেখা দাও। আমি ভজন সাধন জানি না, কি বলিয়া যে ডাকিতে হয় তাহাও জানিনা, তোমার দয়াই আমার একমাত্র অবলম্বন। আমি অজ্ঞানী বলিয়া কি দেখা

পাইব না? তবে লোকে তোমাকে দয়াময় বলে কেন? তুমি কোথায় থাক বলিয়া দাও; আকাশে থাক? কোন আকাশে! শূন্যাকাশে না হৃদাকাশে! কৈ কোথাও ত দেখিতে পাইতেছি না? তুমি কি মেঘের অন্তরালে বাস কর? মেঘবরণ? সেই জন্য বুঝি তোমার এক নাম নীলবরণ হইয়াছে! যদি তাহাই হয় তবে হে সর্ব্বশক্তিময়! অনতি বিলম্বে প্রবল মলয়ানিল প্রবাহিত করিয়া ভীষণ কালরূপী মেঘকে সুদূর পরাহত কর, তোমাকে নয়ন ভরিয়া দেখি। কৈ মেঘ দূর করিলে না! আর যে বিলম্ব সয় না? আমি মহাপাপী বলিয়া কি বিলম্ব করিতেছ? তুমি না ক্ষমার আকর? আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমার ন্যায় মহাপাপী জগতে নাই, সুতরাং আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমা গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর। বিপদ-বারণ মধুসূদন! আমি আমার চিন্তামণি জ্ঞান ধনকে হারা হইয়া ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছি। রাধা কৃষ্ণ সুপরিচিত সুগম সুকৌশলী সন্ন্যাসী ঠাকুরকে পাইলে, তোমাকে এত তোষামদ করিতাম না। তুমি যে শ্রবণবধির তাহা অনেকের নিকটই শুনিতে পাইয়াছি। তোমার ভঙ্গী বাঁকা, নয়ন বাঁকা, কাজও বাঁকা। তুমি না সেই মনচোর? কত-জনের মন চুরি করিয়া লুকাইয়া থাক? আমি জ্ঞানহারা, আমার সহিত লুকাচুরী করিলে চলিবেনা। নটবর! যাহার বহু ভার্য্যা তাহার সকলের সহিত সমান ব্যবহার না করিলে ক্ষতি কি? শাস্ত্রে আছে "সরলে সরলশ্চৈব বক্রে বক্রে তথৈবচ।" কৈ দেখা দিলেনা? সরল মানুষের রাগ বেশী তাকি তুমি জাননা? রে বংশীধারী! রে শ্যামসুন্দর মদন-মোহন! রে মনচোর! রে আমার জীবনের জীবন প্রাণের নীলরতন এখনও দেখা দিলেনা? তবে আর এ শূন্য জীবনে কাজ কি? এই বলিয়া উন্মূলিত কদলী তরুর ন্যায় ভূতলশায়ী হইলাম। তখন যেন কে আমার কানে কানে বলিল বৎস! গাত্রোত্থান কর, অধীর হইওনা ধৈর্য্যাবলম্বন কর। আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি এ চঞ্চল চিত্তের কার্য্য নহে। তোমার প্রিয়তম তোমার হৃদয়াসনেই বসিয়া আছেন, ঐ রাঙ্গা চরণ-যুগল তোমার বক্ষঃস্থলেই দুলিতেছে দেখিতেছ না? করে মোহনবাঁশী ধারণ করিয়া মনোহর-স্বরে বাজাইতেছেন শুনিতে পাইতেছনা? বামে ময়ূরের পুচ্ছ দুলিয়া পড়িয়াছে কিন্তু তোমার ভয়ে রাধিকাকে

সঙ্গে আনেন নাই। স্থান শূন্য আছে শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। তাঁহার চরণের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে তোমার নটবর এখনই যেন কোন পর্ব্বত-গুহায়, কোন পর্ব্বত-শিখর, নিভৃত বন, উপবন, কোন নিকুঞ্জ-নিধুবন, কোন বালুকাভূমি, কোন নদীর উপকূল হইতে আসিয়াছেন; শীঘ্র তীব্র নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু প্রবল বেগে নির্গত করিয়া চরণ-যুগল ধৌত কর। বৎস! উঠ, উঠ; আহা! এমন মনোহর রূপত আর কখন দেখি নাই! নীলকায়! তুমি এ রূপ কোথায় পাইলে? আমি জগৎ পরিভ্রমণ করিয়াছি, এরূপ রূপ কুত্রাপি দেখিতে পাইনাই। প্রিয়তম! এ নীলবরণ, এ সুঠাম, এ শ্যামসুন্দর পরম মনোহর-দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া লও, কারণ এ অপূর্ব্ব দৃশ্য জগতের অতীত সুতরাং তুলনা দিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। চক্ষুঃ উন্মীলন কর, রাঙ্গা-চরণ তোমার বক্ষঃস্থলে কেমন শোভা পাইতেছে দেখিতে পাইবে। কেমন করিয়া দেখিবে? যে চক্ষুরাদি চতুর্দ্দশটী ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবে তাহারাতো তোমার বশীভূত নহে; তুমি তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী * কোন বস্তুকে কি দেখিতে পাও? অবশ্যই তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায়না। আমিও তোমাতেই অবস্থিতি করিতেছি কিন্তু তোমার ক্ষুৎপিপাসাদি নিবারণের সময় বিশেষতঃ আসুরিক প্রবৃত্তির কার্য্যের সময়ে আমি তোমার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হই, কারণ আসুরিক প্রবৃত্তিগুলি বড়ই ঘৃণাকর ও দুর্গন্ধবহ। তাহাদের গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিনা। তুমি তোমার ইন্দ্রিয়গণকে পাশব প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অধীন কর, তাহারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সহায়ে পার্থিব পদার্থ হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই—সেই ভুবনমোহন ত্রিভঙ্গের ভঙ্গিমা নয়ন বাঁকা বংশীধারীর বাঁশীর রব শুনিতে পাইবে। তখন আর কাহারই সাহায্যের আবশ্যক হইবেনা, এবং কেহ কাহারই অপেক্ষাও করিবেনা, আপন আপন বেগে পরমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে সবেগে নিত্যানন্দধামে যাইয়া উপস্থিত হইবে এবং ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ড পতির সহবাসে শুধু আমি কেন ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইবে।

---

* ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকদিগের গতি ও মতি ঠিক বিপরীতদিকে।

পরিশিষ্ট।

তত্ত্বান্বেষণের প্রথম সোপান।

ভূমণ্ডল-বাসীগণের পক্ষে চন্দ্রমণ্ডলের ও চন্দ্রমণ্ডল-বাসীগণের পক্ষে সূর্য্যমণ্ডলের তত্ত্ব জানা যেমন সুকঠিন; বহির্জ্জগতের লোকের পক্ষে অন্তর্জ্জগতের তত্ত্ব জানা তেমনি দুরূহ। বিশেষতঃ ইহার প্রথমাবস্থা অতিশয় কষ্টপ্রদ বলিয়া অনেকেই এই জগতে প্রবিষ্ট হইতে সহসা অগ্রসর হন না *। অন্তর্জ্জগতে প্রবিষ্ট হইবার দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক এইযে ভগবানের তত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি যাহা অবগত আছেন তিনি তাহাই চূড়ান্ত মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, * চিন্তামণিকে যে বিশেষরূপ চিন্তা না করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা তাঁহারা কিছুই অবগত নহেন।

---

*। যাঁহারা কখনও (জন্ম জন্মান্তরে) কোন সময়ের নিমিত্ত স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্রে হৃদয়বিকাশক ভবতারক মধুসূদনের প্রসাদ প্রাপ্তির একমাত্র নিদানীভূত এক বিন্দু ভক্তি বারি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন নাই, যাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ জীবিতেশ্বরের সহিত মিলন অবধি কেবল বিচিত্র পট্টবস্ত্র সমলঙ্কৃত মেদিনীগর্ভসম্ভূত নরক সুকসূত্রধাতু ‡ বহির্জ্জগতের ক্রীড়ায় উন্মত্ত তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়গণকে সহসা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্তর্জ্জগতের তত্ত্বে নিযুক্ত করা কিছুতেই সুসাধ্য হইতে পারেনা, এই উন্মত্ততার (পার্থিব বিষয়ে স্নেহ) বিনাশ হেতু তাঁহারা ভগবান কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে নানা প্রকারে প্রপীড়িত হইয়া থাকেন। পার্থিব-দেহ ধারণ করিয়া একবারে পার্থিব সম্বন্ধ রহিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব হইতে পারেনা, তজ্জন্য বিশ্বপালক মুক্তিদাতা ভগবান নানা উপায় ও বিবিধ বিধান বিস্তার করতঃ একে একে অর্থাৎ যাহার যে বন্ধন (স্নেহ) সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, প্রথমে সেই বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য কোন কোন মহাত্মা ব্যক্তি ভগবানের উক্তরূপ প্রসাদ-গ্রহণে নিতান্ত তাচ্ছল্য বা বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক উক্ত বন্ধন পুনরায় স্বকরে ধারণ করতঃ আপনা আপনি অতীব ক্লেশ জনক নরকের দিকে অগ্রসর হন।

*। কেহ কেহ বলেন ঈশ্বর আছেন বিশ্বাস করিলেই হইল; তাঁহার তত্ত্ব জানিবার আবশ্যক কি? ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে কার্য্য করিলেই যথেষ্ট; আর কেহ কেহ বলেন নানা মুনির নানা মত, সুতরাং কিছুই অভ্রান্ত নহে, যাহাতে লোক সমাজের কোনরূপ অসুবিধা না ঘটে তদনুসারে কার্য্য

---

‡ প্রাণী দিগকে স্বর্গসুখে সুখী করিবার জন্য পরম কৃপালু পরমেশ্বর নরকের সৃষ্টি করিয়াছেন।

তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর উপদেশ ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি যে সেই চিন্তাতীতের তত্ত্ব জানিবার অত্যুজ্জ্বল বা সুপ্রশস্ত পথ-প্রদর্শক তাহা নহে, ঐ সমস্ত কেবল তাঁহার তত্ত্ব জানিবার উদ্দীপক মাত্র। যেমন শিক্ষার্থীরা নিজের চেষ্টা ব্যতীত কেবল শিক্ষকের উপদেশ মাত্র অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, সেই প্রকার তত্ত্বান্বেষকেরাও নিজের সম্যক যত্ন ব্যতীত কেবল শাস্ত্রাদি অবলম্বনে তাঁহার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হন না।

ঈশ্বরের তত্ত্বান্বেষক জনগণ তাঁহার তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত প্রথমে ধর্ম্মশাস্ত্রের মুনি-বাক্যের তাৎপর্য্য ও বেতাল পঞ্চবিংশতির উপন্যাসের ন্যায় অধ্যাত্ম সম্বন্ধীয় উপন্যাসাদি এবং তত্ত্বদর্শী (যুধিষ্ঠির, বিদুর, ভীষ্ম প্রভৃতি) ব্যক্তিগণের ব্যবহার ও বাক্যাবলি অবলম্বনে অপেক্ষাকৃত তত্ত্বজ্ঞানী † দিগের সহিত (জয় ইচ্ছা না করিয়া কেবল যথার্থভাব জানিবার নিমিত্ত) নানারূপ বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করেন ও তাহার সারাংশ লইয়া নির্জ্জনে অবস্থান করতঃ মীমাংসা করিতে থাকেন। এরূপ অবস্থায় প্রথমে ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির অনেক স্থলে ভুল এবং শাস্ত্রকারকদিগের স্বার্থপরতা প্রভৃতি নানারূপ নিতান্ত অযৌক্তিক ও নরক সারগর্ভ বিষয় তাঁহাদিগের মনে সমুদিত হয় বটে কিন্তু তাহাতেই যাঁহারা মোহিত হইয়া শাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করতঃ নিজকে অভ্রান্ত মনে করিয়া তত্ত্ব জানিতে অচেষ্ট হন বা আপন নির্দ্ধারিত পথে পর্য্যটন করেন, তাঁহারা গুরুবাক্যে অবিশ্বাস জনিত পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া তৎফলভোগস্বরূপ ক্রমে নিরয়গামী হন। যাঁহারা তদ্রূপ ব্যবহার না করিয়া বিশেষ চিন্তা চেষ্টা * ও তত্ত্ব দর্শীগণের

করিলেই হইল। ভগবানের তত্ত্ব যে নিজের তত্ত্ব, তাঁহার তত্ত্ব জানিতে না পারিলে যে কোন কার্য্যেরই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইতে পারেনা, বিশেষতঃ স্বর্গদ্বার সুস্পষ্ট লক্ষিত করিতে পারাযাবনা এবং অসংখ্য প্রবৃত্তিশীল জনগণের পক্ষে যে একবিধ বিধান খাটেনা তাহা তাঁহারা জানেন না।

† জ্ঞান দুই-প্রকার—বৈষয়িকজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, এতদুভয়ের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান শ্রেষ্ঠ

* প্রবলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ স্থিরভাবে অর্থাৎ বিশেষরূপ চিন্তা করিতে পারেন। বিশেষরূপ চিন্তা করিতে না পারিলে (যোগ অবস্থা প্রাপ্ত নাহইলে) আত্মসাক্ষাৎ ঘটেনা, আত্মসাক্ষাৎ ব্যতীত যথার্থতত্ত্ব জানিতে পারেনা, তজ্জন্য অনেকানেক ধর্ম্মলোলুপ ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় সংযম জন্য অগ্রে দেশপর্য্যটন ও ন্যাসাদি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

উপদেশাদি অবলম্বনে নিজের ভ্রম সাবাস্ত করণঃ † শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব জানিতে ব্যস্ত হন, যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব না জানা পর্য্যন্ত কিছুতেই সুস্থ থাকিতে পারেন না, যাঁহারা যৎকালে শাস্ত্রের তত্ত্ববিদ্‌দিগের প্রত্যেক বাক্যোংশের প্রতি অটল বিশ্বাস সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণের নিমিত্ত একবারে উন্মত্ত হইয়া পড়েন ও অহর্নিশ কেবল যথার্থভাব অবলম্বনে যথার্থ তত্ত্ব পাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন, তখন তাঁহারা ভগবান্ প্রসাদাৎ * সদ্যপ্রসূত সন্তানের ন্যায় অজ্ঞান-জরায়ু ছিন্ন করতঃ জ্ঞানভূমিতে বিচরণ করিতে সমর্থ হন। মানবের এই অবস্থাকেই দ্বিজ বলে। সদ্যপ্রসূত সন্তান যেমন অপেক্ষাকৃত সুখ লাভ করতঃ একে একে পার্থিব পদার্থ নিরীক্ষণ ও ক্রমে একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে থাকে † কিন্তু একবারেই সমস্ত অনুভব করিতে অর্থাৎ কোন বস্তু তিক্ত, কোন বস্তু মিষ্ট, কোনগুলি অমৃত কোনগুলি গরল জানিতে পারেনা, সেই প্রকার সদ্যপ্রসূত দ্বিজগণও অপেক্ষাকৃত সুখলাভ করে

---

† এতদ্দৃষ্টান্ত—গর্ভস্থ সন্তান পূর্ণকাল প্রাপ্ত হইলে তাহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তাহারা চক্ষু প্রাপ্ত হইলে আর ঘোর অন্ধকারময় বিশেষতঃ অতীব কষ্টপ্রদ ঘৃণাকর রক্ত, পূয ও কৃমি পরিপূর্ণ মাতৃগর্ভরূপ নরককুণ্ডে অবস্থিতি করিতে কিছুতেই সমর্থ হয়না, ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে (ইহাকেই প্রসূতির প্রসব বেদনা বলে) পরে ভগবান প্রসাদাৎ বৈতরণী বা প্রেতনদী সদৃশ অতীব দুর্গন্ধময়-ক্লেদ প্রবাহিত অপ্রশস্ত দ্বারদিয়া মহান্ ক্লেশ ভোগকরতঃ যে প্রকারে মর্ত্তভূমিতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই প্রকারে বহির্জ্জগতের লোকেরা কালপ্রাপ্ত হইলে (পাশব প্রবৃত্তিগুলি বিলীন) নিজের ভ্রম লক্ষ্য করিয়া বহুকষ্টে ঈশ্বরের অনুগ্রহে জ্ঞান ভূমিতে ভূমিষ্ঠ হয়। এইস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যেমন সরলতার ব্যতিক্রম ঘটিলে গর্ভস্থ সন্তান কিছুতেই প্রসব হইতে পারেনা, সেই প্রকার কুমতিগণও কিছুতেই জ্ঞানভূমিতে ভূমিষ্ঠ হইতে পারেনা কারণ স্বর্গদ্বারও পূর্ব্বোক্ত দ্বারের ন্যায় নিতান্ত অপ্রশস্ত।

*। যেমন গর্ভস্থ সন্তান ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত কিছুতেই ভূমিষ্ঠ হইতে পারেনা সেইপ্রকার কেবল ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ কখনও তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হননা, তবে সুখের বিষয় এইযে তাঁহাতে দেহ মন ঢালিয়া দিলে তিনি দয়া না করিয়া কিছুতেই নীরব থাকিতে পারেননা, এইজন্যই জ্ঞানীগণ তাঁহাকে দয়াময় বলিয়া থাকেন।

† এই প্রকারে ইন্দ্রিয়গণ পার্থিব জগতে বিচরণ হেতু পাশব-প্রবৃত্তির দ্বারা জড়িত হওয়ায় তাহাদিগকে তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা কঠিন হইয়া উঠে।

বটে কিন্তু অন্তর্জ্জগতের সমস্ত তত্ত্ব একবারে জানিতে সমর্থ হন না। ইহার তত্ত্ব অনন্ত সুতরাং অনন্তজীবনেও অন্ত করা যায়না।

বিভিন্ন গতাবিশিষ্ট (উর্দ্ধগ ও অধগ) উক্ত উভয় জগতের লোকদিগের বাহিরের অবস্থা সর্ব্বাংশে সমান হইলেও বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে একটী বিষয়ে অনেক পার্থক্য লক্ষিত হইবে। বহির্জ্জগতের লোকের বহির্জ্জগতের তত্ত্ব জানিতে যত্নবান না হইলে অথবা তাহাতে কোন প্রকার ঔদাসিন্য প্রকাশ করিলে তাঁহাদিগকে এই শরীরে পুনরায় অতি ক্লেশকর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না, কিন্তু দ্বিজগণের পক্ষে তাহা নহে, তাঁহারা অন্তর্জ্জগতের তত্ত্ব জানিতে কোন প্রকার ত্রুটী করিলে তাঁহাদিগকে এই শরীরেই অজ্ঞানরূপ অমানিশার গর্ভে প্রবিষ্ট হইতে হয়।

দ্বিজগণ যখন ঈশ্বরের কার্য্য দেখিতে পান ও শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারেন তখন তাঁহাদিগের মন এমন বিমলানন্দে ভাসিতে থাকে যে তখন তাঁহারা যত্ন করিয়াও মনকে তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সহসা সমর্থ হন না। তাঁহাদিগের কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহির্জ্জগতের কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আপন সুলভ চপলতা পরিহার পূর্ব্বক অতি সুগভীর ভাব ধারণ করে। তখন তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা কোন একটী অভূতপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া একবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত ঐরূপ আত্মতত্ত্বের সংমিলন অবস্থাকে ঈশ্বর-যোগ বলে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এইযে রাজসী প্রবৃত্তিগুলির আতিশয্যতা নিবন্ধন এই ভাব, সকল সময় সকল দ্বিজগণের পক্ষে সমান থাকেনা, সময়ে সময়ে অনেকে তাহা হইতে স্খলিত হইয়া পড়েন, স্খলিত হইয়া পড়িলেও যত্নশীল দ্বিজগণ বৃথাকার্য্যে ও বৃথা বাক্যালাপে প্রীতিলাভ করিতে আর সমর্থ হন না, কেবল ঐরূপ যোগলাভের জন্য চেষ্টায় রত থাকেন, তাঁহারা কিছুতেই মনকে চঞ্চল হইতে দেন না সুতরাং তখন তাঁহাদিগের স্বভাব অতিশয় শান্ত, মিষ্ট ও সুগভীর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইরূপ চেষ্টাদ্বারা পুনঃ পুনঃ যোগলাভ করতঃ ক্রমে যোগের সময় বৃদ্ধি হইতে থাকে। যাঁহারা এইরূপ জরায়ু-অতীত চেষ্টাদ্বারা যোগলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, যাঁহারা এই ভাব ইচ্ছানুসারে স্থায়ী রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন আমার মতে তাঁহারাই

সেবতা; তাঁহাদিগের চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম।

জরায়ুজদিগের সহিত দ্বিজগণের আর একটী পার্থক্য আছে, তাঁহারা সমস্ত স্থান পর্য্যটন না করিলে পৃথিবীর সমস্ত অবস্থা অবগত হইতে পারেন না কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্বাভিলাষী দ্বিজগণ কেবল আত্মশরীরের অবস্থা জানিতে পারিলেই ঈশ্বরের সমস্ত তত্ত্ব জানিতে সক্ষম হন; কারণ এক আত্মাই জগৎ ব্যাপক ও সকল ঘটে বিরাজিত এবং তিনিই সমস্ত কার্য্যের মূল দাতা। ইহাকেই আত্মজ্ঞান বলে।

দেহতত্ত্ব ও ন্যায়পথ দর্শন।

দ্বিজগণ বিশেষ চেষ্টা করিলে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা জল এবং তৈলাদির ন্যায় প্রায় অভিন্ন। যেমন উদ্ভিদাদি দ্বারা পরিগৃহীত জল বিকৃতি প্রাপ্ত হয় সেই প্রকার বাহ্যাড়ম্বরে ভূষিতা প্রকৃতি দেবী কর্ত্তৃক মোহিত জীবাত্মাও মেদিনী সহবাসে নারকীয় গুণ উৎপন্ন করিয়া অতি ক্লেশকর অগ্নিকুণ্ডময় নরকে পতিত হন *। ভ্রূযুগল মধ্যস্থ আজ্ঞা-চক্রস্থ জীবাত্মা বা জীবপুরুষ উপরোক্ত নারকীয়গুণে ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া স্থানচ্যুত হওতঃ মন উপাধি ধারণ করিয়াছে। একমাত্র শক্তির আধার চৈতন্যময় পরমাত্মার তিরোভাবকে জীবগণের নিদ্রা ও জীবাত্মার দেহ ত্যাগকে মৃত্যু বলে। এই হেতু নিদ্রিতাবস্থায় চিন্ময়ের কার্য্য প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু জীবাত্মার কার্য্য প্রত্যক্ষ করা যায়। জীবাত্মাও চৈতন্যস্বরূপ সুতরাং তাঁহার কার্য্য ক্ষণকালের নিমিত্তও রোধ হয় না; এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবৃত্ত্যনুযায়ী স্বপ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। নিবিড় অন্ধকারে যেমন আমরা কিছুই নয়ন গোচর করিতে পারিনা সেই প্রকার পরমাত্মার সম্পূর্ণ তিরোভাবে অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ কিছুই অনুভব করিতে পারে না, এই জন্যই আমরা সাধারণ জ্ঞানে বলিয়া থাকি সুষুপ্তি হইলে স্বপ্ন দেখা যায়না, বাস্তবিক তাহা নহে। এই স্থলে ব্যক্তি বিশেষের মনে এরূপ প্রশ্নও সমুদিত হইতে পারে যে

* এই পরিচ্ছেদের শেষ দেখ। (দ্বিতীয়ভাগের আভাস)

জীবাত্মাও যখন পরমাত্মার ন্যায় চৈতন্যস্বরূপ তখন তাঁহার অবস্থিতিতে জীবগণ নিদ্রিত হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে নিদ্রার অবস্থা কথঞ্চিৎ বর্ণন করা কর্ত্তব্য—ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য-রোধকে অর্থাৎ যেমন অন্ধকার গৃহে দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা কোন ফল লাভ করা যায় না সেই প্রকার একমাত্র শক্তির আধার চৈতন্যময়ের অভাবে সকলে শক্তিহীন অবস্থায় অন্ধকারে পতিত অর্থাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়েন। ইহাকেই নিদ্রা বলে। জীবাত্মা চৈতন্যস্বরূপ বটেন কিন্তু মেদিনী সহবাসে তমোগুণে সমাচ্ছাদিত হওয়ায় প্রায় শক্তিহীন অবস্থায় একপ্রকার নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাঁহার আলোকে আর কেহ আলোকিত হইতে পারে না, এই জন্যই জীবাত্মার অবস্থান সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়গণের সমষ্টিস্বরূপ এই জড়দেহ নিশ্চেষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জীবাত্মা পরিষ্কার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে অবশ্যই তাঁহার আলোকে সকলেই আলোকিত হইতে পারে। যে সকল মনুষ্য পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহাদিগের নিদ্রা নাই।

তৈলের পরিষ্কার অবস্থাই যেমন জল, সেই প্রকার জীবাত্মার পরিষ্কার অবস্থাই পরমাত্মা। অতএব জীবাত্মাকে স্ফটিকবৎ নির্ম্মল করিতে পারিলেই নির্ব্বাণমুক্তি কিন্তু কি প্রকারে এই পরিষ্কার কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, বিশেষরূপ জ্ঞানচর্চ্চা ব্যতীত তাহা জানিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তবে স্থূলপক্ষে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে প্রকৃতির যেমন আকর্ষণ গুণ আছে তেমনি তাহার বিপ্রকর্ষণ গুণও আছে; প্রথমতঃ তাহা হইতে বিপ্রকর্ষণ গুণ মাত্র গ্রহণ করিয়া আকর্ষণের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করতঃ যে প্রকারে বিনশ্বর ও কেবল বিড়ম্বনা যুক্ত প্রকৃতি দেবীর বাহ্যাড়ম্বরে মোহিত হইয়া জীবাত্মাকে ক্রমে অধঃকৃত ও মহানৃক্লেশে পতিত করিয়াছিলে সেই প্রকারে পরম পদার্থ অবিনশ্বর পরমাত্মার অবিনশ্বর প্রেমে মনকে মোহিত করিয়া অতুলনীয় সুখ ভোগ করতঃ ক্রমে আত্মোন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হও। ইহাই জীবোদ্ধারের প্রথম সোপান। যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু কিছুমাত্র বিকাশ পায় নাই, প্রকৃতি ভিন্ন যাঁহারা আর কিছুই দেখিতে পান না, যাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া ঘোর অন্ধকারময় স্থানে বিচরণ করিতেছেন তাঁহাদিগের পক্ষে নির্ব্বিকার নিরঞ্জনের প্রেমে মোহিত হওয়া কিছুতেই সুসাধ্য হইতে পারে না,

তাহাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য এইযে, যেরূপ চিন্তা ও ব্যবহার দ্বারা পার্থিব বিষয়ের সহিত মনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে অর্থাৎ যাহা জরায়ুজগণের স্বভাবসিদ্ধ মনোমত প্রীতিপ্রদ ও যুক্তি সঙ্গত তাহা হইতে সতত যথাসাধ্য প্রতি নিবৃত্ত থাকিলেই জীবাত্মার স্বাভাবিক গুণে আপনা আপনিই ক্রমে পরিষ্কৃত হইয়া ঈশ্বরেরদিকে অগ্রসর হইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় ভাগের আভাষ।

জীবাত্মা, পরমাত্মা ও নরকাদির বিশেষ বিবরণ দ্বিতীয় ভাগে যথাসাধ্য বিবৃত করা হইবে। ফলতঃ দ্বিতীয় ভাগে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে প্রথম ভাগ পাঠে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া যায়না। এই কথায় অনেকে এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন যে প্রথম ভাগে পরমাত্মাদি মূল বিষয়ের সবিশেষ বর্ণন না করিয়া নিম্নতর প্রবৃত্তির বিষয় লিখিবার কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছি—ঈশ্বর-রূপ কল্পবৃক্ষ ঠিক বিপর্য্যস্তভাবে অবস্থিত অর্থাৎ ইহার মূলদেশ অতি উচ্চতম স্বর্গ, আমরা তাঁহার নিম্নতর ও দেবাদি প্রাণী উচ্চতর শাখা স্বরূপ; পশু পক্ষ্যাদি ও অন্যান্য অসংখ্য জীবগণ ধারাবাহিক ক্রমে উপরোক্ত শাখা সমূহের নিম্নতর শাখা এবং প্রকৃতি ঐ বৃক্ষের ফলস্বরূপ। শাখা প্রশাখাদি যেমন আপনাপন অসার ত্বক দ্বারা আচ্ছাদিত, জীবগণও সেই প্রকার স্বোপার্জ্জিত প্রবৃত্তি দ্বারা ফটিং কীটের ন্যায় আবৃত, বিশেষতঃ তাহার একান্ত বশীভূত। সুতরাং সর্ব্ব প্রথমে প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলে নিজের তত্ত্ব জানিবার অধিকার জন্মে। নিজের তত্ত্ব অভ্রান্তরূপ জানিতে পারিলে নিম্নতর শাখা সম্বন্ধে জানিতে বিশেষ কষ্ট বা উপদেশ সাপেক্ষ না হইলেও না হইতে পারে, কিন্তু উচ্চতর শাখা সম্বন্ধে গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট ও ভগবানের অনুগ্রহ সাপেক্ষ না করিলেই হইতে পারিবে না। কারণ গণিত শাস্ত্রের বিবিধ প্রশ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া এক সংখ্যা পর্য্যন্ত শিক্ষা করিতে হইলে যেরূপ ঐকান্তিকতা ও গণিতাভিজ্ঞের প্রয়োজন, বিশেষতঃ তাঁহার বাক্যের

প্রতি অটল বিশ্বাস সংস্থাপন আবশ্যক হইয়া পড়ে, সেই প্রকার ঈশ্বর রূপ কল্প বৃক্ষের উচ্চতর শাখায় সমারোহণ সম্বন্ধেও গুরু বাক্যের প্রতি অচল বিশ্বাস ও ভগবানে তদ্গতচিত্ত না হইলেই হইতে পারে না। এই জন্য যখনই উপযুক্ত গুরুর একবারে অভাব হইয়া পড়ে, পরম কৃপালু বাঞ্ছাময় পরমেশ্বর তখনই সুপথ প্রদর্শনার্থ আপন বিশুদ্ধ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া জীব ভাবে অবতীর্ণ হন। ফলতঃ যাঁহারা নিয়ত চিন্তা ও চেষ্টা দ্বারা উক্ত কল্পবৃক্ষের কতকাংশ মনে উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা দেবলোকাদি সম্বন্ধে অভ্রান্তরূপে বিশ্বাস না করিয়া কিছুতেই জরায়ুজগণের ন্যায় কেবল প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিতি করিতে পারেন না।

আমরা যে সমস্ত প্রবৃত্তিদ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়া জরায়ুজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি ও ঘোর অন্ধকারে বাস করিতেছি সর্ব্ব-প্রথমে ঐ সকল প্রবৃত্তি-গুলির বিষয় অবগত হইয়া তাহাদিগকে বিদূরিত না করিলে কিছুতেই অন্য বিষয় জানিতে পারা যায় না।

উক্ত প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে কেবল জ্ঞান-লাভ করিতে পারা যায় এমত নহে তৎসঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরে তদ্গত-চিত্ত হইতে পারিলে নির্ব্বান মুক্তি অবশ্যম্ভাবি, তৎপক্ষে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ভগবানের সম্যক্ কৃপা ব্যতীত দুরন্ত, দুচ্ছেদ্য ও দুর্ভেদ্য প্রবৃত্তির হস্ত হইতে কিছুতেই মুক্তিলাভ করা যায় না, তজ্জন্যই প্রবৃত্তিমূলক এই জ্ঞান দীপিকা প্রথমভাগ খানি ঈশ্বরে তদ্গত ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একমাত্র ভগবানের কৃপায় যাহাকিছু লিখিত হইয়াছে, কতদূর কি হইয়াছে তাহা তিনিই জানেন।

নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

পরিশিষ্ট।

অধ্যাত্ম অর্থাৎ অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধীয়।

প্রশ্নাবলী।

১। জল, স্থল, শূন্যময় স্থানের সাধারণ নাম কি? জগৎ কাহাকে বলে? জগৎ কত প্রকার? এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বিন্দু প্রমাণ স্থানে, যাহা আমরা চর্ম্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারি বা প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনা (অনু পরমাণু পর্য্যন্ত) তাহা ভিন্ন আর কিছু আছে? যদি থাকে তবে তাহাদিগের সাধারণ নাম কি? অন্তর্জ্জগৎ কাহাকে বলে? অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার ফল বর্ণন কর এবং কোন্ জগতের লোক ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবার অধিকারী তাহাও নির্দ্দেশ কর।

২। চিন্তা কত প্রকার? কোন্ প্রকার চিন্তার তীব্রতা ঘটিলে শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়? এবং কোন্ প্রকার চিন্তা শান্তিপ্রদ কারণ সহ লিখ।

৩। মনু, বাল্মীকি প্রভৃতি মুনিগণ কোন্ প্রকার চিন্তায় ব্রতী ছিলেন? মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল কোন্ প্রকার চিন্তার পরিচয় প্রদান করিতেছে?

৪। বাল্মীক মুনি প্রথমে কোন বিষয় অবলম্বনে নিবিষ্টমনা হইয়া জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন?

৫। বাল্মীক মুনি প্রথমে "রাম" শব্দ উচ্চারণে অসমর্থ হইয়া "মরা" শব্দ জপ করিয়াছিলেন, যদি এই কথার কোন গূঢ় রহস্য থাকে তবে সবিস্তার বর্ণন কর।

৬। "রাম" এই শব্দটী মনে মনে জপ করিতে হইবে এই কথার অর্থ কি?

৭। মরা বা মৃত্যু কাহাকে বলে? যন্ত্রের বিকলতাই যদি মৃত্যুর একমাত্র কারণ হয়, তবে আমরা নূতন জীব প্রস্তুত করিতে পারিনা কেন?

৮। প্রত্যক্ষে দেখিতে পাই—আমরা একাধিক ইন্দ্রিয়ের অভাবেও জীবন ধারণ করিতে পারি, অন্তরস্থ কোন কোন যন্ত্রের অভাবে দীর্ঘকাল না হউক আমরা ক্ষণকাল জীবন ধারণে অবশ্যই সক্ষম, তবে কি বায়ুই জীবিত থাকিবার প্রধানতম কারণ? তাহা হইলে বস্তু মাত্রই জীবিত থাকিত এই সকলের সংমিশ্রনেই যদি জীবের উদ্ভব হয় তাহা হইলে

আমরা জীবদেহ নির্ম্মাণে অক্ষম হইতাম না। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা কাহার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হই? তিনি কে? তাঁহার নাম, অবস্থা, স্বভাব ও তাঁহার সহিত কাহার কি সম্বন্ধ এবং তিনি কেনই বা দেহের মধ্যে বাস করিতেছেন সবিস্তার বর্ণন কর।

৯। আত্মতত্ত্ব কাহাকে বলে? মৃত্যু ও নিদ্রার তুলনা কর, ও তাহাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট দেখাইয়া দাও।

১০। কে নিদ্রা যায়? কাহারই বা নিদ্রা নাই? নিদ্রিত অবস্থায় কেনই বা আমরা স্বপ্ন দেখি? কোন কোন স্বপ্ন আমাদের স্মৃতি থাকেনা তাহারই বা কারণ কি?

১১। কি প্রকারে দেহের তত্ত্ব পাওয়া যায়? ইন্দ্রিয়গণের সমষ্টি স্বরূপ এই সকাম দেহটীকে যদি একটী রাজভবন কল্পনা করা যায় তবে তাহার রাজা, মন্ত্রী ও অন্যান্য কার্য্য-কারক নির্ব্বাচন কর।

১২। রাজা কি জন্য রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহার কোন্ ধনের আবশ্যক? এবং তাহা কাহাদিগের দ্বারা কি প্রকারে গ্রহণ করিতেছেন? কোন্ ধন তাঁহার পক্ষে অনিষ্ট জনক? তাহা কেনই বা গ্রহণ করিয়া থাকেন? কারণ সহ সবিস্তার বর্ণন করিয়া আত্মতত্ত্বের দিকে ক্রমেই অগ্রসর হও।

১৩। রাজা, মন্ত্রী, আমলা ও সংবাদ বাহক প্রভৃতি কার্য্যকারকগণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ কর।

১৪। আমলাগণ কাহার বিনা আদেশে কার্য্য করিতে অক্ষম? কে কাহার আজ্ঞাবাহক এবং কাহার সহিত রাজার অতি নিকট সম্বন্ধ নির্ণয় কর।

১৫। আমরা অনন্য মনে কোন একটী বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন হইলে দেখিতে পাই তৎকালে অনতিদূরে কেহ আলাপ করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা দূরে থাকুক শব্দও কর্ণগোচর হয় না এবং দৃশ্য পথ দিয়া কোন কিছু চলিয়া গেলে তাহার অবয়বাদি ধারণা করিতে সমর্থ হই না ইহার কারণ কি?

১৬। কোন স্থানে যাওয়ার আবশ্যক হইলে সময় ও রাস্তা অবধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত হস্ত পদাদি অচল অবস্থায় অবস্থিতি করে, তাহারা কাহার আদেশের অপেক্ষা করে?

১৭। মন্ত্রীর (প্রধান কার্য্যকারকের) স্বভাব কি প্রকার হইলে রাজার

বিশেষতঃ কেহ রাজ্যের মঙ্গল সাধিত হয়?

১৮। তেজস্বীতা কাহাকে বলে? কোন প্রকার মন্ত্রী কাহারই কথাতে বিচলিত না হইয়া সর্ব্বদা রাজার হিতজনক কার্য্যে ব্রতী থাকেন? স্বার্থত্যাগী মন্ত্রীর পরিণাম ফল কি? তেজস্বী মন্ত্রীর অধীনে আমলাগণ অনুপযুক্ত হইলে কি বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে পারে?

১৯। অতেজস্বী মন্ত্রীর দোষ কি? কোন্ প্রকার মন্ত্রী অন্যের কথা দূরে থাকুক অধীনস্থ কার্য্যকারকদিগকেও শাসন করিতে অক্ষম? এবং তাহাতে দোষই বা কি? স্বার্থপর মন্ত্রীর শেষ দশাই বা কি ঘটিয়া থাকে?

২০। কোন্ প্রকার আমলার অধীনস্থ আমলাগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে? স্বেচ্ছাচারী আমলাগণের দ্বারা রাজভবনের কিরূপ অবস্থা হইতে পারে? অতেজস্বী মন্ত্রীর অধীনে উপযুক্ত আমল থাকিলে কি দোষের অপনোদন হইতে পারেনা?

২১। জ্ঞান কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের লক্ষণ দৃষ্টান্ত সহ উল্লেখ কর।

২২। কোন জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? পশু পক্ষীদিগের কি জ্ঞান নাই? যদি থাকে তবে তাহা কি প্রকার?

২৩। সকল মনুষ্যের জ্ঞান সমান নহে ইহার কারণ কি? ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রবৃত্তির সহিত জ্ঞানের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা? যদি থাকে তবে কোন্ প্রবৃত্তি জ্ঞান উৎপাদক?

২৪। অনেক স্থলে বিদ্বান অপেক্ষা মূর্খ লোকেও (এইস্থলে যাহারা লিখিতে পড়িতে পারেনা তাহাদিগকে মূর্খ বলা হইল) যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় ইহার কারণ কি?

২৫। কেহ সকালে, কেহ বিলম্বে, কেহবা লেখা পড়া শিক্ষা করিতেই পারেনা ইহার কারণ কি?

২৬। কোন্ প্রকার জ্ঞানীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কারণ সহ লিখ।

২৭। যাহারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রতি চঞ্চল বিশ্বাস তাহাদের উপদেশ কিরূপ ফলপ্রদ কারণ সহ লিখ।

২৮। কি প্রকার লোকেরা আপাত-মনোহর উপদেশ দিতে সক্ষম? কুমন্ত্রী কাহাকে বলে? ধৃতরাষ্ট্র কি প্রকার মন্ত্রীর মন্ত্রণাক্রমে বিপদ সাগরে নিমগ্ন

হইয়া ছিলেন? সেই মন্ত্রণার দোষ বর্ণন কর।

২৯। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের কি প্রকার মন্ত্রী ছিলেন, দৃষ্টান্ত সহ লিখ।

৩০। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের উপদেশ কেন গ্রহণ করিলেননা? এটী তাঁহার কোন্ প্রবৃত্তির কার্য্য, বিশদরূপে বুঝাইয়া দাও ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ম্মের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের কিরূপ বিশ্বাস ছিল সবিস্তার বর্ণন কর।

৩১। পাণ্ডব প্রিয় বিদুর জানিতেন "পাশা খেলায় বিপদ ঘটিবে" তথাপি তিনি যুধিষ্ঠিরকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন না কেন? এবং যুধিষ্ঠিরই বা কেন জানিয়া শুনিয়া পাশা খেলায় ব্রতী হইয়াছিলেন?

৩২। উক্ত পাশা খেলা দ্বারা কি প্রকারে যুধিষ্ঠিরাদির কি লাভ ও দুর্য্যোধনাদির কি ক্ষতি হইয়াছিল সবিস্তার বর্ণন কর।

৩৩। ধর্ম্মধন কাহাকে বলে? এবং তাহা কি প্রকারে লাভ করা যায়? দৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দাও। পাপই বা কি প্রকারে হৃদয়ে সঞ্চিত হয় তাহা উক্তরূপে বুঝাইয়া দাও।

৩৪। ধর্ম্মধন দ্বারা কি লাভ হয়? এবং তাহা কি প্রকারেই বা ভোগ করা যায়, সবিস্তার বর্ণন কর: সাধ্য হইলে পাপ কর্ম্মের ফলও বুঝাইয়া দাও।

৩৫। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণ প্রাণপনে পক্ষ সমর্থন করাতেও কেন দুর্য্যোধন সদলে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন? এই যুদ্ধ-কার্য্য হইতে ভগবানের (শ্রীকৃষ্ণের) সর্ব্বভূত-দয়াগুণের পরিচয় প্রদান কর।

৩৬। ধর্ম্মধন-উপার্জ্জন-দক্ষ-যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কি কি উপকার কি প্রকারে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ভীমাদি দ্বারাই বা তাঁহার কি উপকার হইয়াছিল, এই উভয় পক্ষ কর্ত্তৃক উপকারের তুলনা কর এবং দুর্য্যোধন হইতে যে সকল ধন উপার্জ্জিত হইয়াছিল তাহাদিগের নাম পৃথক পৃথক রূপে উল্লেখ কর।

৩৭। দুর্য্যোধন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত, ধৃত ও বন্দী হইলে, যুধিষ্ঠির কি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে মুক্ত করাইয়া দিয়াছিলেন? দুর্য্যোধন অভাবে যুধিষ্ঠিরের কি কি ক্ষতি হইত বিস্তারিত লিখ।

৩৮। ধর্ম্মধন বিক্রেতা কাহাকে বলে? এবং তাহা কি প্রকারেই বা বিক্রয় করা যায়? ধর্ম্মধন উপার্জ্জনেরই কারণ কি? দৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দাও (গৃহীর পক্ষে)

৩৯। বর্ত্তমান সময়ে দুর্য্যোধনের ন্যায় ক্রুর স্বভাবের লোক কি পরিমাণে আছে? তাহাদের দ্বারা কাহারও কোন উপকার হইতেছে কিনা? হইয়া থাকিলে কি প্রকার লোকের কিরূপে কি উপকার হইতেছে সবিস্তার বর্ণন কর।

৪০। অনেক সাধক কলিকালের প্রতি "ধন্যবাদ" প্রদান করিয়া গিয়াছেন ইহার কারণ কি?

৪১। ধর্ম্মধন উপার্জ্জন পক্ষে কলিকাল কিরূপ? এই কালে ধর্ম্মধন উপার্জ্জন পক্ষে কতকগুলি কঠিন ব্রত অবলম্বন করিতে নিষেধ আছে তাহার কারণ কি?

৪২। ধর্ম্মধন উপার্জ্জন পক্ষে কোন কাল অতি সুগম কারণ সহ লিখ।

৪৩। মনের প্রবৃত্তি কত প্রকার? কোন প্রকার প্রবৃত্তির কার্য্যে কি ফল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৪৪। কোন প্রকার প্রবৃত্তি জ্ঞান প্রকাশক ও সুখদ এবং কোন্ কোন্ প্রবৃত্তিগুলি আমাদের অন্তর হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য? এবং তাহা কি প্রকারেই বা পারা যায়? ঐ উভয়বিধ প্রবৃত্তি-গুলির নাম যথাসাধ্য উল্লেখ কর।

৪৫। কতকগুলি প্রবৃত্তির নাম দৈব প্রবৃত্তি, আর কতকগুলি প্রবৃত্তির নাম রাক্ষসী প্রবৃত্তি এরূপ নাম হওয়ার কারণ কি? কোন কোন প্রবৃত্তির সহায়ে দৈব পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহার কারণই বা কি?

৪৬। জীবের ক্রমোন্নতি কাহাকে বলে? এবং তাহা কি প্রকারেই বা লাভ করা যায়? একবারে উন্নতি লাভ কি সম্ভব যোগ্য? উন্নত পদ (দৈব পদ) প্রাপ্তির অবস্থা বর্ণন কর।

৪৭। প্রায় প্রত্যেক সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনে এরূপ ভাবের অনেক লেখা দেখিতে পাওয়া যায়—"এক টাকা মূল্যের অমুক জিনিষ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, তাহার সহিত দশ টাকা মূল্যের উপহার প্রদত্ত হইবে, শীঘ্র এক টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন, এরূপ উপহার আর প্রদত্ত হইবেনা" এরূপ বিজ্ঞাপন কোন প্রবৃত্তির পরিচায়ক? এইরূপ চিন্তন দ্বারা তিনি কোন দিকে অগ্রসর হইতেছেন? ঐরূপ প্রবৃত্তিশীল

[illegible] উক্ত[illegible] দান করিতে যদি তোমার কোন আপত্তি থাকে তবে যুক্তি-যুক্ত বাক্য দ্বারা নিজ মত সমর্থন কর।

৪৮। প্রতারণা কাহাকে বলে? অনেক দোকানে দেখিতে পাওয়া যায়, গোলমরিচের মধ্যে তদ্রূপ অন্যবিধ অল্প বা বিনামূল্যের জিনিষ মিশ্রিত করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যেও বিক্রয় করিয়া থাকে এরূপ ব্যবহার কি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির কার্য্য?

৪৯। প্রায় অধিকাংশ বিক্রেতার মুখে বস্তুর যথার্থ মূল্য শুনিতে পাওয়া যায় না এরূপ ব্যবহার না করিলে কি বিক্রয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না? কোন প্রকার বিক্রেতার গ্রাহক সংখ্যা বেশী।

৫০। বিলাতী কাপড়ের সুতা সকল প্রায়ই সমান, বঙ্গ দেশীয় কাপড়ের প্রায় সেরূপ অবস্থা নহে, এরূপ ব্যবহারে ব্যাবসার পক্ষে বঙ্গবাসীদিগের কি লাভ? বানিজ্য কার্য্যে কোন জাতি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন? এবং কেন?

৫১। উপরোক্ত রূপ ক্রুরতার স্রোত দিন দিনই বৃদ্ধি হইতেছে ইহার কারণ কি? ইহার প্রতি শাসনকর্ত্তাদিগের দৃষ্টি নাই কেন? ধর্ম্মান্ধ কাহাকে বলে? ধর্ম্মান্ধ দেশের অবস্থাক্রমে কিরূপ হইবার সম্ভাবনা যুক্তি যুক্ত বাক্য দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দাও।

৫২। ঈশ্বরের স্বভাব কিরূপ? তিনি সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা ও দয়াময়, তবে লোকে কষ্ট পায় কেন? শাস্ত্রে উক্ত আছে "কলির শেষে অর্থাৎ যখন সমস্ত লোক পাপ পূর্ণ হইবে, ক্রমোন্নতির আর আশা থাকিবেনা তখন ভগবান তীক্ষ্ণ অসি ধারণ পূর্ব্বক অতি দ্রুতগামী তুরঙ্গ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সকলকে বিনাশ করিবেন" এ সম্বন্ধে তোমার বিশ্বাস কি? দিন দিন যে পাপ স্রোত বৃদ্ধি হইতেছে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখাইয়া আত্ম জ্ঞানের পরিচয় প্রদান কর।

৫৩। যাঁহারা উক্তরূপে অর্থাৎ কলির শেষে ভগবান কর্ত্তৃক দেহবাস ত্যাগ করিবেন তাঁহাদিগের পরিনাম ফল কি হইবে? ইঁহাদিগের কি ভগবান কর্ত্তৃক বিনাশ হেতু পাপ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবেনা? কি প্রকারে সত্য যুগের সৃষ্টি হইবে? কলির শেষে লোকদিগের অবস্থাই বা কি প্রকার হইবে? যুক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দাও।

৫৪। পাপ ও দোষ এই দুইটী কথার কোন পার্থক্য আছে কি না ? যদি থাকে তবে তাহার পৃথক পৃথক সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৫৫। পাপ কর্ম্ম কত প্রকার ? কোন প্রকার পাপ-কর্ম্ম দ্বারা কি ফল সমুৎপন্ন হয় সবিস্তার বর্ণন কর এবং তাহার ভয়ানক বিভীষিকা দৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্ট দেখাইয়া সকলকে পাপ কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর।

৫৬। লোকে পাপ কর্ম্ম দ্বারা যে পরিমাণে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, পুণ্যকার্য্য দ্বারা সেই পরিমাণে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারে কিনা ?

৫৭। এরূপ অনেক লোক প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাদিগের প্রতি সমধিক যত্ন প্রয়োগ হইলেও তাহাদিগকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর করান যায়না ইহার কারণ কি ? ঘোর মূর্খতা জালে সমাচ্ছন্ন হওয়া কোন প্রকার পাপ কর্ম্মের প্রতিফল ? অসৎ প্রবৃত্তিশীলা স্ত্রী সহবাসে আত্মার কি কি ক্ষতি হইতে পারে ?

৫৮। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য কি ? কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন দ্বারা যথার্থ নির্ণয় করিবার শক্তি লাভ করা যায় ? লোকে কোন্ শক্তির অভাবে বিদ্যা শিক্ষা করিতে একবারেই অসমর্থ হইয়া পড়ে, অন্য কর্তৃক উপদিষ্ট কোন বিষয় বুঝিতে পারিয়াছে কিনা অনেকে তাহাও বুঝিতে পারে না, আবার কেহ কেহ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে, এরূপ হইবার কারণ কি ? এবং তাহাদিগের পক্ষে বিদ্যালাভ কিরূপ সম্ভাবনা।

৫৯। আমরা প্রায় সকল কর্ম্ম দ্বারাই প্রত্যক্ষ করিতে পারি যে যাহা সর্ব্বদা ব্যবহার করে তাহা তাহার পক্ষে ক্রমেই সহজ হইয়া পড়ে, তদবিপরীতই বিপরীত ফল সমুৎপন্ন হয়। যে সর্ব্বদা সত্য কথা বলে তাহার পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অবশ্যই কষ্টকর, তাহাকে কেহ মিথ্যা কথা বলিতে অনুরোধ করিলে বা মিথ্যা কোন বিষয় সত্য বলিয়া বুঝাইয়া দিলে তাহার চিত্ত কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেনা, সত্যপ্রিয় ব্যক্তির চিত্তে সত্যভাব সমুদিত না হওয়া পর্য্যন্ত অসুস্থ থাকা প্রকৃতিরই নিয়ম, তাহাদিগের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা কিরূপ ?

৬০। যাহারা সর্ব্বদা মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যাকে সত্য সত্যকে মিথ্যা,

বলিয়া সংস্থাপনের জন্য চেষ্টা করে তাহাদিগের স্বভাব পরিনামে কিরূপ হইবার সম্ভাবনা? তাহাদিগের যথার্থ নির্ণয় করিবার শক্তি ক্রমে কতদূর বলবতী হয়, যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা নিজমত সমর্থন কর।

৬১। যাঁহারা আপন কর্ম্মফলে যথার্থ নির্ণয়ের শক্তি হইতে একবারে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা যে কিছুতেই বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন না যুক্ত-যুক্ত বাক্য দ্বারা তাহা সমর্থন কর। ঘোর মোহাচ্ছন্নতা কোন কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ? এই ভয়াণক তমময় নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি?

৬২। বর্ত্তমান সময়ে অনেক বিদ্বান-লোকেও মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন তাহার কারণ কি? বিষয় উন্মত্ততা হইতে কি কি ফল উৎপন্ন হয়। বৈরাগ্য কাহাকে বলে? বিষয় বৈরাগ্যতার দোষ গুণ সবিস্তার বর্ণন কর।

৬৩। বর্ত্তমান বিদ্যাশিক্ষার অবস্থা কিরূপ? স্কুল পাঠ্য কোন পুস্তকখানি প্রকৃত ধর্ম্মোদ্দীপক? যে সকল বিদ্বানগণ মিথ্যাকথা বলিতে অসঙ্কোচচিত্ত, তাঁহারা ক্রমে কোন দিকে অগ্রসর হইতেছেন?

৬৪। বিদ্যাশিক্ষা ও সত্য ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য কি? আমরা যথার্থ নির্ণয়ের শক্তি কোথা হইতে ও কিরূপ ব্যবহার দ্বারা প্রাপ্ত হই? যথার্থ বর্ণন দ্বারা মনের মলিনতা দূর কর এবং একমাত্র যথার্থ নির্ণয় করিবার শক্তিই যে মোক্ষ-ধামের পথ প্রদর্শক তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়া নিরাময়সুখে ভাসাইয়া দাও।

৬৫। যাঁহারা রীতিমত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়াও পরীক্ষায় ফল লাভ করিতে অসমর্থ, যাহারা সর্ব্বদা সত্য কথা বলিয়াও সত্য নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া পড়ে, তুমি তাহাদিগের উপরোক্ত প্রকার মহাক্লেশকর তমময় নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় সবিশেষ বর্ণন করিয়া জগতের প্রীতিভাজন হও এবং তদ্দ্বারা নিজেও ধর্ম্মের গুঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়া মোক্ষপদ লাভ কর।

৬৬। অধর্ম্ম প্রবৃত্তির দূরীকরণ ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লাভই সমস্ত প্রকার সৎকর্ম্মের উদ্দেশ্য, যাঁহারা এই উদ্দেশ্য না বুঝিয়া বা তাহার প্রতি লক্ষ স্থির না করিয়া ঈশ্বর আরাধনায় নিযুক্ত হয় তাঁহাদিগের পরিনাম ফল বর্ণন দ্বারা সকলকে সতর্ক করিয়া মনুষ্যদেহ ধারণের সার্থকতা লাভ কর।

৬৭। সত্য কথা বলা যদি অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, তবে সত্যপ্রিয় কৌশিক মুনি সত্য কথা বলিয়া কেন নরকস্থ হইয়াছিলেন? সবিস্তার বর্ণন করিয়া সত্যের গূঢ় রহস্য প্রকাশ কর। ও তদ্দ্বারা জগৎকে সত্যের দিকে অগ্রসর করিয়া ভগবানের প্রীতিভাজন হও।

৬৮। নরকস্থ ও মুক্তি কাহাকে বলে? কেইবা মুক্তিপদ অভিলাষী এবং কেন? মুক্তিপদ প্রাপ্তির বিরুদ্ধতম বিষয়টীর নাম কর।

৬৯। বস্তু মাত্রকেই যেমন রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করা যায়, জীব পুরুষও কি ঠিক তদ্রূপে কোন বস্তু দ্বারা আবদ্ধ হয়? তাঁহার বন্ধনরজ্জু কি কি? এবং তাহা ছিন্ন করিবারই বা উপায় কি? সবিশেষ বর্ণন কর, এই সূত্রে সৎকর্ম্ম অবলম্বনের উদ্দেশ্য ও কিরূপ অবস্থায় সৎকর্ম্ম হইতেও বিরত থাকিতে হয় বর্ণন কর।

৭০। ঊর্দ্ধপদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে জীব-পুরুষের স্বভাব কিরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও অনাচ্ছাদিত ধূমাবলির সহিত তুলনা দিলে কি দোষ হয়।

৭১। মনাদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত জীব-পুরুষের কিরূপ সম্বন্ধ? তিনি ইন্দ্রিয়গণকে (তাহাদের শক্তিকে) পরিত্যাগ করিতে পারেন কি না? ইন্দ্রিয়গণ কিরূপ কার্য্যে ব্রতী হইলে জীব-পুরুষের মুক্তিলাভ অবিশ্যম্ভাবী।

৭২। মনের প্রবৃত্তির সহিত শরীরের কিরূপ সম্বন্ধ? বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়—মনুষ্যগণ যেমন অনন্ত স্বভাবে বিভক্ত, শারীরিক অবস্থাও তদ্রূপ; ইহার কারণ কি?

৭৩। সাধারণ মনুষ্যদিগের শরীরের সহিত যখন পূর্ণ মনুষ্যদিগের শরীরের অনেক পার্থক্য আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তখন বিশুদ্ধ প্রকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন একপ্রকার শরীর থাকা অসম্ভব কি? বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ ভগবানের অবতার গ্রহণ অর্থাৎ ভগবানের শরীর ধারণ সম্বন্ধে তোমার কি মত? যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা নিজ মত সমর্থন কর।

৭৪। নিরাকার ব্রহ্মকে আবার সাকাররূপে আরাধনা করিবার আবশ্যক কি? কোন প্রকার মনুষ্য নিরাকার উপাসনার যোগ্য? তাহাদিগের লক্ষণ অর্থাৎ আচার ব্যবহারাদির সবিশেষ বর্ণন কর।

৭৫। আরাধনা কাহাকে বলে? ভক্ত অভক্ত সকলের প্রতি যখন ভগবানের সমান দয়া তখন তাঁহার আরাধনার আবশ্যক কি? আরাধনা করিলে

তাঁহা হইতে কি কিছু লাভ হওয়া যায়?

৭৬। মনের কি আকর্ষণ শক্তি আছে? তবেত বৃক্ষাদিকে আকর্ষণ করিয়া নিকটস্থ করা যায়না? মনের দ্বারা কোন্ কোন্ বিষয় আকর্ষণ করা যায়? এবং কেন? দৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দাও

৭৭। ভগবানকে মনের দ্বারা আকর্ষণ করিলে সৎপ্রবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই কি লাভ করা যায়না? তাঁহাতে কি অসৎপ্রবৃত্তি কিছুই নাই? মনের দ্বারা তাঁহারে কি প্রকারে চিন্তা করিতে হইবে সবিশেষ বর্ণন কর।

৭৮। বৃন্দাবন বিহারী শ্রীকৃষ্ণ কেন গোপীকাদিগের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন? উক্ত পূর্ণ তারুণ্য লক্ষণ যুক্তা গোপীকাদিগের লজ্জাহীনতা দেখিয়া আমরা কি উপদেশ লাভ করিলাম?

৭৯। অবতারের পার্থক্য রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে এক, তবে চরিত্র গত বিভিন্নতা দেখা যায় কেন?

৮০। কৃষ্ণ চরিত্রের অনুকরণ করা বিধেয় নয় তাহার কারণ কি?

৮১। এক বিধাতাই যে সমস্ত কর্ম্মের বিধানকর্ত্তা দৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দাও।

৮২। লঙ্কা সমরে রাবণ ত্রিভুবন বিজয়ী মহাবীর, ইহা ভিন্ন তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ কুশল ইন্দ্রজিৎ, অতিকায়, ও অতি বৃহৎকায় কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি বহুতর যোদ্ধাগণ ছিল, ফলতঃ বীরকার্য্যে তুলনা করিতে গেলে রাক্ষস রাজের কাছে নর বানর তৃণ বৎ। অন্যদিকে চিন্তা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, রামের অভাবনীয় অসম্ভব কার্য্য সমস্ত সংগৃহীত ও রাবণের নিতান্ত সম্ভব যোগ্য কার্য্যও কার্য্যকালে নিস্ফল হইয়াছে, এই সমস্ত বিষয় চিন্তা ও যুদ্ধের আদ্যন্ত বিষয় নিরপেক্ষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আধ্যাত্মিক বিষয়ে তুমি কি কি জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হও।

৮৩। শ্রীকুল কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতির পক্ষই কেন পরাজয় হইল?

৮৪। মনুষ্যদিগের প্রবৃত্তি কত প্রকার? তাহা কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায়?

৮৫। আমরা দেখিতে পাই কাহারও উৎকৃষ্ট, কাহারও মধ্যম, কাহারও বা [illegible] উৎসাহ বেশী এরূপ হওয়ার কারণ কি?